অমৃতপ্রভা।

শ্রীহরিনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা, ২২।২ নং রামাপুকুর লেন; বি, পি, এম্‌স্ যন্ত্র।

বালী।

১৩০২।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

গুণগ্রাহী

শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের

করকমলে

এই পুস্তক

শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ

অর্পিত হইল।

অমৃতপ্রভা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সাবিত্রী-মাঠে।

বসুমতী কহিলেন, বল কি সখি?

রাজকুমারী উত্তর করিলেন, রাত্রে সমস্ত স্থির করিয়া রাখিলাম। শুদ্ধমতি কোন উচ্চতর রাজকর্ম্মচারীর বেশ পরিধান করিবে, আমি তাহার অনুচর সাজিয়া সমভিব্যাহারে যাইব, তদনুরূপ বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম। রজনীশেষেই উভয়ে ব্যোমেশ্বরের মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলাম। শিবপূজা করিতে যাইতেছি শুনিয়া জননীও কিছু বলিলেন না।

আমরা নিত্যব্যবহার্য্য পরিচ্ছদেই কুমারীদ্বার দিয়া ব্যোমেশ্বরমন্দিরে উপস্থিত হইলাম। তথায় মহাদেবের যথাবিধি পূজা সমাপন করিয়া ছদ্মবেশে নগরদ্বার দিয়া বহির্গত হইলাম। রক্ষিগণ কর্ম্মচারী ভাবিয়াই আমাদিগকে দ্বার ছাড়িয়া দিল।

পেশোর রাজান্তঃপুরের একটী প্রকোষ্ঠের বাতায়নে বসিয়া দুইটী যুবতী এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন।

রাজকুমারী পেশোরনৃপতির প্রিয়তমা তনয়া; নাম অমৃতপ্রভা। বসুমতী তাঁহার সখী। কবি-কল্পনা বলিয়া ভ্রম জন্মিবারসম্ভাবনা; সুতরাং বসুমতীরই রূপ বর্ণনা করিতে আমরা প্রস্তুত নহি; অমৃতপ্রভার ত কথাই নাই। তবে সেই দিন সেই বাতায়নপথে যে দুইখানি মুখচ্ছবি দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার একখানি দেখিলে মনে হইত যেন, প্রফুল্ল শতদলপূর্ণ স্বচ্ছ সরসীবক্ষে তারাবলী-পরিশোভিত নীলাকাশের প্রতিরূপ আসিয়া ভাসিতেছে। তাই সলিলশোভায় নলিনীরাগ, নলিনীরাগে নীলাম্বরছটা, নীলাম্বরছটায় নক্ষত্রবিকাশ, সমস্ত

একাধারে একত্রে দেখিতে গিয়া রমণীর বদনমণ্ডলের প্রত্যেক অংশের পৃথক্ শোভা পরিলক্ষিত হয় নাই। সেই বদনখানি বসুমতীর। তাহাতে সৌন্দর্য্যের সকল উপকরণই সম্পূর্ণ বর্ত্তমান, কেবল একটী পরিপ্রস্ফুটিত অমৃতময় ভাবের অভাব। অমৃতপ্রভার বদনকমলে সে অভাবটীও ছিল না।

অমৃতপ্রভা ষোড়শী। পূর্ণ সৌন্দর্য্যের সহিত পূর্ণ যৌবনের শোভা। তাহাতে অনুপম গুণবত্তা। সেই রূপগুণের যশঃসৌরভে সমগ্র ভারতের রাজমুকুট পরিধৃত মস্তিষ্ক বিচলিত। পেশোয়ররাজ কাহাকে বঞ্চিত করিয়া এ কন্যারত্ন কাহাকে সম্প্রদান করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া পরিশেষে স্বয়ম্বরপ্রথায় অমৃতপ্রভার বিবাহ দিবেন মনস্থ করিয়াছেন। তাই আজি কয়েক মাস হইতে পেশোয়রপ্রদেশ নানা সজ্জায় সুসজ্জিত, নৃত্যগীত মহোৎসবে প্রমোদিত, আনন্দে আত্মহারা।

পূর্ব্বে একবার মাত্র পেশোয়র-রাজ-কুলতিলক স্বর্গীয় মহারাজ ব্যোমকেশের কন্যা রাজকুমারী অরুন্ধতীর বিবাহকালে, রাজ্য, রাজধানী ও রাজপ্রাসাদ, স্বর্গ, অমরাবতী ও ইন্দ্রভুবনবৎ শোভা পাইয়াছিল। কিন্তু সে কতকালের কথা, শত বর্ষীয়েরাও তাহা স্মরণ করিতে পারেন না।

ব্যোমকেশ ভবারাধনায় সিদ্ধ হইয়া রত্নময় বিজয়-ছত্র লাভ করিয়াছিলেন। শঙ্করের বর ছিল, পেশোয়ররাজশির ভিন্ন অন্য শিরোপরে সেই ছত্রের ছায়া নিপতিত হইবে না।

রাজা অপুত্রক; একমাত্র কন্যা অরুন্ধতী; মনস্থ করিলেন, স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজা ও রাজকুমারগণের মধ্যে যাঁহার মস্তকে ঐ বিজয়-ছত্রের ছায়া পতিত হইবে, তাঁহাকেই অরুন্ধতীসহ রাজ্য ও রাজসিংহাসন সম্প্রদান করিয়া স্বয়ং বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন।

অরুন্ধতীর স্বয়ম্বরসভা আহূত হইল। অসংখ্য রাজা ও রাজকুমার তথায় উপস্থিত। সমগ্র ধরার শৌর্য্য, বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য, রূপ ও গুণ একত্রিত। কথিত আছে, জানকীর স্বয়ম্বরকালে রাজর্ষি জনকের সভা অথবা কৃষ্ণার স্বয়ম্বরে পবাক্রান্ত দ্রুপদের সভা ভিন্ন অন্য কোন স্বয়ম্বরে এত আড়ম্বর হয় নাই।

সে যাহা হউক, সেই বিস্তীর্ণ সভামণ্ডপের ছাদোপরি উপায় উক্ত রাজছত্র এরূপে সংস্থাপিত হইয়াছিল যে, উহা অপসৃত হইলে তৎস্থল দিয়া সূর্য্যরশ্মি সভামণ্ডপের কোন এক স্থলে অবশ্যই পতিত হইবে।

যখন অরুন্ধতী পরিচারিকাগণ পরিবৃতা হইয়া বরমাল্য হস্তে সভাস্থলে উপনীতা হইলেন, তাঁহার স্থির-সৌদামিনীবৎ অতুল্য লাবণ্যপ্রভায় সভাস্থল

সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাঁহার অযামুখী আস্তে ঈষৎ-হাস্য-রেখা সন্দর্শনে কত কত অটল বীরহৃদয় কম্পিত, কত কত প্রকাণ্ড রাজশির ঘূর্ণিত হইল। রাজকুমারী মৃদুপদে অগ্রসর হইয়া লজ্জাবনত মস্তকে একে একে উপস্থিত রাজা ও রাজ-কুমারগণকে যথাবিধি অভিবাদন করিলেন। তাঁহার অধরপল্লব-নিঃসৃত ব্রীড়াবাণী কমল-দল-স্খলিত মধুবিন্দুবৎ যাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তিনিই মোহ-মুগ্ধ মধু-করের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু রাজকন্যার কোমল করপল্লবসংস্থিত বরমাল্য এ পর্য্যন্ত কোন রাজকণ্ঠ সংলগ্ন হইল না। গজেন্দ্রগামিনীর মন্দ-পদ-বিক্ষেপে ক্রমেই বহুতর রাজহৃদয় গজেন্দ্র-পদ-বিদলিত-মৃণালবৎ পেষিত হইতে লাগিল। সভামধ্যে একটী গুম্ গুম্ ক্ষুব্ধধ্বনির, একটী উহঃ উহঃ বিষাদ নিশ্বা-সের মৃদুমৃদু স্রোতঃধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। সহসা চন্দ্রাতপ ভেদ করিয়া ইন্দ্রধনু রাগরঞ্জিত একটী সূক্ষ্ম সূর্য্যরশ্মি আসিয়া এক অপরূপ রাজকুমারের মুকুটোপরি পতিত হইল। অরুন্ধতী চাহিয়া দেখিলেন, সৌভাগ্যে সেই মুকুটশোভিত বদন-মণ্ডলই অদ্বিতীয় সুন্দর। তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া করস্থিত বরমাল্য সসম্ভ্রমে তাঁহার গলদেশে সমর্পণ করিলেন। চতুর্দ্দিকে মঙ্গলধ্বনি উত্থিত হইল; সকলে চাহিয়া দেখিলেন, কাশ্মীর-রাজ-কুল-তিলক কুমার প্রবরসেন স্বয়ম্বরসভার বর।

রাজা ব্যোমকেশ অরুন্ধতীসহ রাজ্য প্রবরসেনকে সম্প্রদান করিলেন। সেই সভাস্থলেই ব্যোমেশ্বর নামক শিবস্থাপনা করিয়া স্বয়ং বানপ্রস্থে বহির্গত হইলেন।

অমৃতপ্রভা বিগত নিশাবসানে শুভ্রমতিনাম্নী এক প্রধানা সহচরী সমভি-ব্যাহারে সেই ব্যোমেশ্বরের পূজা করিতে গিয়াছিলেন।

বসুমতী জিজ্ঞাসিলেন, তার পর ?

অমৃতপ্রভা উত্তর করিলেন, তার পর কি হইল, আমি আর বলিব না, ঐ শুভ্রমতি আসিতেছে, উহার মুখে শোন।

বলিতে বলিতে শুভ্রমতি আসিয়া উপস্থিত হইল। শুভ্রমতির বয়স সপ্তদশ বৎসর। তাহার গঠন ও রূপ সম্বন্ধে এক সময়ে বসুমতীর সহিত অমৃতপ্রভার মতান্তর ঘটিয়াছিল। রাজবাটীতে একটী উৎসবোপলক্ষে শুভ্রমতি একখানি রক্তবর্ণ শাটী পরিধান করিয়াছিল। পদতলে অলক্তক, ওষ্ঠাধরে তাম্বুলরাগ, কেশদাম আলুলায়িত, মাথায় বরণডালা। দেখিয়া বসুমতী কহিলেন, শুভ্রমতিকে যেন রক্ষাকালীর মত দেখাইতেছে। অমৃতপ্রভা কহিলেন, না, কালী নয়, বিদে-শিনী-রূপী শ্রীকৃষ্ণ! প্রকৃতই শুভ্রমতি শ্যামা কিম্বা শ্যামসুন্দরী!

শুদ্ধমতির সবই গুণ, দোষের মধ্যে কেবল নৃত্যগীতে অসম্ভব আসক্তি। সে আসক্তির দমন করা অসাধ্য। কি রাজসভায় রাজার সমক্ষে, কি অন্তঃপুরে রাজমহিষীর সম্মুখে, কি একাকিনী বিরলে, যে অবস্থায় যখন যেখানেই থাকুক, শুদ্ধমতির মুখে গীত, অঙ্গে নৃত্যভঙ্গীর বিরাম থাকে না। অন্তঃপুরের অপর পরিচারিকাগণ শুদ্ধমতির নাম দিয়াছিল, চিড়িয়া বাই!

রাজকন্যার স্বয়ম্বরের আয়োজন আরম্ভ হওয়া অবধি চিড়িয়াবাইয়ের নৃত্য-গীতের ঘটা আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। কেহ কেহ বলিত, চিড়িয়া বাই রজনীর ঘোর নিদ্রাবশেও শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আপনা আপনি নৃত্য করে, গীত গায়! কেহ জিজ্ঞাসা করিলে চিড়িয়া বাই নাসিকা তুলিয়া, ওষ্ঠাধর ফুলাইয়া, চক্ষুদ্বয় টানিয়া তীব্র উত্তর করিত, নাচ পায়, গান পায়, তা কি করিব?

সেই দিন প্রত্যূষে অমৃতপ্রভার সহিত যাইতে হইয়াছিল, ছদ্মবেশে পুরুষ সাজিতে হইয়াছিল, সৈনিক পুরুষের বেশ, কটিতে তরবারি, মস্তকে উষ্ণীষ, কপোলে ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ করিয়াই শুদ্ধমতি সহসা রাজকুমারীর নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেল। শিবমন্দিরের এক নিভৃত প্রদেশে উপস্থিত হইয়া আপনা আপনি গুন্ গুন্ গীততালে নৃত্য আরম্ভ করিল। অমৃতপ্রভা জিজ্ঞাসি-লেন, ও কি শুদ্ধ? শুদ্ধমতি নৃত্য করিতে করিতেই উত্তর করিল, এখন তোমার সঙ্গে কোতোয়াল সেজে কতক্ষণ বেড়াইতে হইবে, নাচিতেও পাইব না, গাহিতেও পাইব না; তাই এই অবসরে একটু নাচিয়া গাহিয়া লইতেছি।

সে যাহা হউক, ছদ্মবেশে যতক্ষণ ছিল, শুদ্ধমতি নৃত্য গীত কিছুই করে নাই, কোন মতে মনোবেগ সংযত করিয়া রাখিয়াছিল। অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসা অবধি চিড়িয়াবাইকে আর কে পায়! এতক্ষণ চুপ করিয়া থাকায় শুদ্ধ-মতির অনেক কষ্ট হইয়াছে, এই ভাবিয়া রাজকুমারী গৃহে আসিয়াই শুদ্ধমতিকে এক ছড়া বহুমূল্য মুক্তার মালা পারিতোষিক দিয়াছিলেন। শুদ্ধমতি সেই হার ছড়াটী হস্তে নৃত্য করিতে করিতে গীত গাহিতে গাহিতে রাজপুরী মাথায় করিয়া বেড়াইতেছিল। ঐ বাতায়নপথে অমৃতপ্রভা ও বসুমতীকে দেখিতে পাইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

শুদ্ধমতি গাহিতেছিল :—

যৌবন আকাশের ছবি
পড়েছে প্রেম-সরোবরে।
বাসনা মরালরূপে ধায় চাঁদ ধরিবারে॥

চন্দ্রমা পদ্মিনী পাছে,
ছায়া হয়ে ডুবিয়াছে,
আশা তাই ভাবিয়াছে, ডুবিয়া ধরিবে তারে।
দাঁড়াইয়া ভাবি কূলে,
ঝাঁপ দিব কি না জলে,
কি হবে ডুবে অতলে,
চন্দ্র ভেবে ছায়া ধরে?

বসুমতী কহিলেন, শুদ্ধ! তুই এখন গান রাখ্। আজ সকালে তোরা কি কাণ্ড করে এসেছিস্, আগে তাই বল্।

শুদ্ধমতি গাহিল :—

কি বল্‌বো লো বিধুমুখি—
যে দিকে ফিরাই আঁখি—
চাঁদ ভেবে যারে দেখি—
আঁখি ঝুরে ছায়া হেরে।

অগ্রসর হইয়া হারছড়াটী অমৃতপ্রভার অঙ্কে ফেলিয়া দিয়া কহিল, নাও তোমার হার নাও! ওটা গলায় দিলেই আমার প্রাণ কেমন করে,—মনে হয় মা গো! আমি অতক্ষণ গীত গাহিতে পাই নাই! অতক্ষণ নাচিও নাই!

রাজকুমারী হাস্য করিলেন। বসুমতীও একটু হাসিলেন, কহিলেন ব্যাপারখানা কি, খুলে বল না।

শুদ্ধ। ব্যাপার বুঝ্‌বে ব্যাভার শুন্‌লে!

বসু। কার ব্যাভার লো?

শুদ্ধ। সাবিত্রীর মাঠের চিড়িয়াখানার জানোয়ারদের। আমি কোতোয়াল সেজে অগ্রে অগ্রে চলিলাম। রাজকুমারী আমার অনুচর সাজিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। আমার এখনও এমন হাসি পাচ্ছে! রোস একটু হেসে নিই! বলিতে বলিতে চিড়িয়া বাই অট্টহাস্যে নৃত্য আরম্ভ করিল।

বসুমতী শুদ্ধমতিকে ধরিয়া তাহার গালে একটী প্রণয়কোপের ঠোনা মারিলেন। কহিলেন, বল্‌বি ত বল, নইলে আমি রাজমহিষীকে সব বলে দেবো। এক কীল্ মেরে তোর মুণ্ডুটো ভেঙ্গে ফেল্‌বো!

শুদ্ধমতি ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিল, এ মুণ্ডু ভেঙ্গে দিলে মাথামুণ্ডু শুন্‌বে কি করে? গম্ভীর বদনে কহিতে লাগিল—

কত যে শিবির। কত যে লোক জন। কত যে রাজপুরুষ, সৈনিক, দূত!

বসুমতী কহিলেন, ওঃ মা! তোরা তার মধ্যে প্রবেশ করিলি কি করে? ভয় করিল না?

শুদ্ধ। ভয় কিসের? আমাদের কে চিনিবে? একবার দেখিলাম, কুমার বীরবাহু সদলবলে অশ্বারোহণে আমাদের দিকেই আসিতেছেন। আমি অগ্রসর হইয়া তাঁহার নিকট দিয়াই যাইব। মনে ছিল, দেখিনা, কুমার আমাদিগকে চিনিতে পারেন কি না। রাজকুমারী সম্মত হইলেন না। আমরা মুখ লুকাইয়া পথের এক পার্শ্বে দাঁড়াইলাম। সেনাপতির দলবল চলিয়া গেল।

বসুমতী শিহরিয়া উঠিলেন। অমৃতপ্রভার দিকে চাহিয়া কহিলেন, সখি! কুমার তোমাদিগকে চিনিতে পারিলে তোমরা কি করিতে?

শুদ্ধমতি বলিতে লাগিল, আমরা প্রথমে যে শিবিরটার দিকে গিয়া পড়িলাম, শুনিলাম সেটা বিদর রাজার শিবির। তখন প্রভাত হয় হয়। শিবিরটার বাহিরে লোকে লোকারণ্য। অন্দরে ভারি ধূম! তখনও তয়ফা নাচ হইতেছে। আহা! ভিতরে কে সারেঙ্গীর সুরে এমনই সুন্দর গাহিতেছিল! আমি দৌড়িয়া ভিতরে যাই আর কি! রাজকুমারী আমায় ধরিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, চল অন্যদিকে চল। এ রাজার বিদ্যা জানা গিয়াছে। ইনি আর্য্যসন্তান হইয়া ব্রহ্ম-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বারাঙ্গনা লইয়া বিহারে মত্ত। ঐ শিবিরে নৃত্যগীত হইতেছিল, তা আমার কি আর সেস্থান ত্যাগ করিতে ইচ্ছা ছিল? কিন্তু কি করি, রাজকুমারীর আজ্ঞা, অপর দিকে গেলাম।

লোকে বলিল মুলতান্ রাজের শিবির। বড় গোলযোগ নাই। সব চুপচাপ। তবে কয়েকটা কর্ম্মচারী কি পারিষদের মত লোক ব্যস্ত সমস্ত হইয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছে। আমরা শিবিরের নিকট পৌছিবামাত্র একজন আসিয়া কহিল, আপনারা কে? এদিকে কেন আসিতেছেন? এখন মহারাজের সাক্ষাৎ হইবে না। মহারাজ নিদ্রিত। কিন্তু ইহারই মধ্যে আমরা উন্মুক্ত দ্বারপথে শিবিরের অভ্যন্তরের ব্যাপার সমস্তই দেখিয়া লইলাম। দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মুর্ত্তি অচৈতন্যভাবে ভূমে পতিত রহিয়াছে। কয়েকজন ভৃত্য ধরাধরি করিয়া সেই কাল-পুরুষ-শব-সম-দেহটাকে শয্যার উপর সংস্থাপন চেষ্টা পাইতেছে! কেহ মস্তকে শীতল জল ঢালিতেছে, কেহ ব্যজন করিতেছে, কেহ বা গাত্র মার্জ্জন করিয়া দিতেছে! শিবিরটার ভিতর হইতে এমন দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে যে, কাহার সাধ্য তথায় তিষ্টিতে পারে? আমরা দ্রুতগতি তথা,

হইতে বহির্গত হইলাম। রাজকুমারী ত পূর্ব্বেই নাসিকায় বস্ত্র দিয়া বিংশতি হস্ত দূরে গিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। আসিতে আসিতে আমি কহিলাম, রাজনন্দিনি! মূর্ত্তিটী স্মরণ রাখিবেন! ঐটীই উপযুক্ত বর! স্বয়ম্বরসভায় উহারই গলায় মাল্য দান করিতে হইবে!

অমৃতপ্রভা হাস্য করিলেন। বসুমতীর স্কন্ধাবলম্বন করিয়া কহিলেন, সখি! সেই মূর্ত্তিটা স্মরণ হইলে এখনও হৃৎকম্প হয়! সেটা মানুষ না রাক্ষস?

বসুমতীও হাসিলেন। শুদ্ধমতির প্রতি চাহিয়া কহিলেন, তার পর? শুদ্ধমতি কহিল, তার পর আমরা কান্যকুব্জরাজের শিবিরে পৌছিলাম। দ্বাররক্ষকগণ আমাদিগকে অগ্রসর হইতে দিল না; কহিল, মহারাজ দিবা দুই প্রহরের পূর্ব্বে কখনও শয্যা ত্যাগ করেন না। শুনিলাম, মহারাজ স্বয়ম্বরসভায় নিমন্ত্রণে আসিয়াছেন, তাঁহার সমভিব্যাহারে তিনটী প্রধানা মহিষীও আসিয়াছেন। মহারাজের বয়ঃক্রম পঁয়ষট্টি বৎসর। এক্ষণে পঞ্চদশটী মহিষী বর্ত্তমান! বাকী দ্বাদশটী কান্যকুব্জে রাখিয়া আসিয়াছেন। মহারাজের নিতান্ত ইচ্ছা, পেশোর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে সঙ্গের মহিষীসংখ্যা এক গণ্ডা পূর্ণ করিয়া লইয়া যান! তা আমি রাজকুমারীকে বলি, ঐ বরটীই—অমৃতপ্রভা দ্রুত উঠিয়া শুদ্ধমতির মুখ চাপিয়া ধরিলেন। শুদ্ধমতি নৃত্য করিয়া উঠিল। গাহিল :—

ভাসাব না প্রেমের তরী
কাণ্ডারী ভাল না পেলে।
যে সে হলে পারবে কেন,
ডুবিয়ে দেবে অতল জলে।
পাকা প্রবীণ যে কাণ্ডারী,
ভাসায়েছে কত তরী,
ভয় হবে না করে তারি,
নবীন তরী সমর্পিলে।

বসুমতী হাসিয়া গড়াইয়া পড়িলেন। কহিলেন, দূর পোড়ার মুখি! চুপ কর্, তার পর কোথা গেলি বল্!

শুদ্ধমতি কহিল, তার পর একে একে কতকগুলা শিবিরের দিকে গেলাম। কোথাও দেখি, একটী দশ বার বৎসরের বালক রাজবেশে শিবিরদ্বারে একটী ক্ষুদ্র মর্কট লইয়া ক্রীড়া করিতেছে! মর্কটের অঙ্গভঙ্গীতে রাজবালক কখনও হাসিতেছে, কখনও শিহরিতেছে, কখন বা তাহার বানর-ধর্ম্ম-সুলভ ধূর্ত্ততায় ভয়ে

ও বিস্ময়ে বিহ্বল হইতেছে। সহসা বালকটী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল! দুষ্ট মর্কট রাজশিশুর অঙ্গুলি দংশন করিয়াছিল। উপস্থিত পারিষদবর্গ চারিদিক হইতে হাঁ হাঁ করিয়া পড়িয়া বানরটাকে দূর করিয়া দিল এবং রাজসন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

রাজপুত্রী দূর হইতে চিত্রার্পিতের ন্যায় সমস্ত পরিদর্শন করিলেন। পরিশেষে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—হাঁ, স্বয়ম্বরের উপযুক্ত পাত্র বটে!

কোথাও দেখি, একটী নবীনবয়স্ক যুবাপুরুষ রাজবেশ ধারণ করিয়া শিবির সমক্ষে এক পাল ভীষণাকার কুক্কুর একত্র করিয়া তাহার কোনটাকে ক্রোড়ে করিতেছে, কোনটার গাত্রে হস্ত বুলাইতেছে, কোন কোনটার মুখচুম্বনও করিতেছে! রাজযুবকের মুখশ্রী দেখিয়া আমি অগ্রসর হইতেছিলাম। রাজকুমারী আমার বস্ত্র ধরিয়া ফিরাইলেন। কহিলেন, দ্বিপদের মুখশ্রী দেখিয়া ভুলিলে কি হইবে অন্তরে, শ্বাপদের স্বজাতি!

এদিকে সূর্য্যোদয় হইয়া পড়িল। আমাদের গৃহে ফিরিয়া আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়; সুতরাং সমস্ত সাবিত্রী মাঠ দেখা হইল না। মাঠের যে প্রদেশে শিবিরাদি লোকজন অধিক নাই, সেই দিক দিয়া ব্যোমেশ্বর মন্দিরোদ্দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলাম। সহসা শিবমন্দিরের অনতিদূরে অপেক্ষাকৃত নিভৃত প্রদেশে একটী শিবির দেখা গেল। রাজকুমারী কহিলেন, ঐ দিকে চল। আমি তাহা যাইব না! এত রাজা রাজড়ার মধ্যে একটীও রাজকুমারীর উপযুক্ত পাত্র নাই দেখিয়া আমার অন্তরে বিরক্তি জন্মিয়াছিল। সে যাহা হউক, চাহিয়া দেখি, রাজকুমারী একাই এক মনে ঐ শিবিরের দিকে চলিয়াছেন। অগত্যা আমাকেই অগ্রে যাইতে হইল।

দূর হইতে দেখিলাম, একটী অতি সুদৃশ্য পরিচ্ছন্ন শিবিরসম্মুখে কয়েকখানি কাষ্ঠাসন সংস্থাপিত রহিয়াছে। তাহার এক খানিতে একটী অপরূপ যুবা পুরুষ বসিয়া আছেন। পরিচ্ছদে তত রাজচিহ্ন দেখা গেল না, কিন্তু তাঁহার মুখশ্রী দেখিয়া স্বতই ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদয় হইল। যুবা একখানি পুস্তক হস্তে তন্নিবিষ্টমন। অদূরে কয়েকজন রাজপারিষদবেশধারী পুরুষ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। ইতস্ততঃ কতক সৈনিক অসি হস্তে শিবির রক্ষা করিতেছে। স্থানটী জনসমাকীর্ণ অথচ সম্পূর্ণ নিঃশব্দ।

অগ্রসর হইতে দেখিয়া একজন পারিষদ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আসিয়া বিনীত

বচনে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি কহিলাম, আমরা পেশোর-রাজকর্ম্মচারী, রাজাজ্ঞায় আমন্ত্রিত মহাপুরুষদিগের শান্তি ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান যথাযথ বিহিত হইতেছে কি না, অলক্ষিত ভাবে তাহাই পরিদর্শন করিতেছি।

ইত্যবসরে যুবক আসন ও হস্তস্থিত পুস্তক পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ং আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পারিষদ তাঁহার দিকে লক্ষ করিয়া আমাদিগকে কহিল, গান্ধার-রাজ-কুল-তিলক মেঘবাহন। আমি জোড় করে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলাম। রাজকুমারী কি করিলেন, দেখিবার সময় হয় নাই। আমার বক্ষঃস্থল দুরু দুরু কম্পিত হইতেছিল। একবার মনে হইয়াছিল নাচিয়া উঠি। কে জানে—কেন তাহা পারিলাম না। চেয়ে দেখি রাজকুমার রাজকুমারীর দিকে অনিমিক লোচনে চাহিয়া আছেন। তৎকালে তাঁহার যে ঈষৎ হাসিমাখা প্রশান্ত মুখকমল দর্শন করিয়াছিলাম, আমি তেমন সুন্দর মুখ আর কখন দেখি নাই!

রাজকুমার কহিলেন, পেশোবাধিপতির বিশ্বস্ত পাত্রগণ আমার সমাদরের পাত্র। আমি উত্তর করিলাম, আমরা রাজভৃত্য, আপনি রাজকুমার। তিনি হাসিয়া কহিলেন, মুখশ্রী দেখিলে আপনাদের বেশ ভূষায় সন্দেহ হয়!

সহসা রাজকুমারীর হস্ত আমার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিল। ফিরিয়া চাহিয়া দেখি রাজকুমারীর মুখ বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে! তিনি আমার কাণে কাণে কহিলেন এখনই ফিরিয়া চল। আমাদের বেশভূষায় সন্দেহ, এই কথা শুনিয়া আমারও ভয় হইয়াছিল! তৎক্ষণাৎ ফিরিবার উপক্রম করিলাম। রাজকুমার কিছুই বলিলেন না। ক্ষণেক অবনত মস্তকে স্থির হইয়া যেন কি ভাবিতে লাগিলেন। যখন আমরা কয়েকপদ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি তখন মস্তক উত্তোলন করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, যাইতে চাহেন যাউন, কিন্তু স্বয়ম্বরের পূর্ব্বে আরও দেখা হইবে।

তাঁহার কথা শুনিয়া ভয়ে আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। আমরা দ্রুতপদে ব্যোমেশ্বর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পুনরায় কুমারীদ্বার দিয়া নিজ নিজ বেশে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলাম।

শুনিতে শুনিতে অমৃতপ্রভা অনেকক্ষণ হইল বসুমতীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কথা সমাপ্তির পর বসুমতী অঙ্কস্থিত নিদ্রিত মুখখানির উপর স্বীয় ওষ্ঠাধর সংলগ্ন করিয়া একটি গাঢ় চুম্বন করিলেন।

মৃদুস্বরে শুভ্রমতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁ শুভ্র, কুমার মেঘবাহন কি এত রূপের এত গুণের প্রকৃতই যোগ্যপাত্র? তুই কি বুঝিলি?—

শুভ্রমতি নৃত্য করিতে লাগিল। গাহিল।—

চেয়ে ছিলাম নয়ন কোণে,
সেই বদন পানে;
তাই হয়েছি দৃষ্টিহারা,
কিছুই দেখিনে;
কেবল তাই পড়ে মনে।
সেই সে ভাবের, সেই সু-ঠামের,
সেই নয়ন দুটী,
সেই নাসিকার ওষ্ঠাধরের
সেই পরিপাটী;
আর ভুলতে পারিনে।
সে মোর অমূল্য রতন, তারে করিয়া যতন;
হৃদে রাখি কর্‌বো পূজা,
ছাড়বো না আর জীবনে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কুমারী ভোজন।

পেশোর রাজপুরীর সৌন্দর্য্যের ইয়ত্তা নাই। প্রকাণ্ড অথচ মনোহর প্রাসাদ সম্মুখে অসীম দুর্ব্বাদল শ্যামল সমতল। তাহার মধ্যে কতই রাজপথ! কোনটী সরল, কোনটী বক্রগতিতে কতদিক দিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। পথগুলির পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ বিটপী, নানাবিধ চিত্তরঞ্জন পত্র পুষ্পে সুশোভিত! সমতলের কোন স্থানে বিহার কুঞ্জ, কোথাও পুষ্পোদ্যান; স্থলে স্থলে সুরম্য মর্ম্মর তীর্থ সম্বলিত বিস্তীর্ণ সরোবর। তাহার স্বচ্ছ সলিলে কমল কহ্লারাদি প্রস্ফুটিত। দলে দলে মরাল ভাসিতেছে, পুঞ্জেপুঞ্জে ভ্রমর উড়িতেছে, মন্দ মন্দ সমীরণে সরসীবক্ষ ঈষৎ তরঙ্গ-কম্পিত। তাহাতে নলিনী হাসিয়া মুদিত-নয়না কুমুদিনীর গায় ঢলিয়া পড়িতেছে, কমলিনী এক একবার ভ্রমরের কথায় মাথা নাড়িতেছে, মরাল নিকটে আসিলে এক একবার জলমধ্যে মুখ লুকাইতেছে।

সমতলের স্থলে স্থলে সুদৃশ্য এবং সুসজ্জিত বিশ্রাম গৃহ। কোথাও এক একটী পশুশালায় সিংহ ব্যাঘ্রাদি ভীষণাকার বনচর পিঞ্জরাবদ্ধ। কোথাও এক একটী চিড়িয়াখানায় দলে দলে বিচিত্র বিহঙ্গ বিচরণ করিতেছে।

প্রাসাদের এক পার্শ্বদিয়া একটী নির্ম্মল সলিলা শাখানদী প্রবাহিতা। অপর দিকে বিস্তীর্ণ উপবন, একবারে অন্তঃপুরোদ্যানের প্রাচীর সংলগ্ন হইয়া আছে। উপবনের স্থলে স্থলে কুরঙ্গ মিথুন রঙ্গ করিয়া বেড়াইতেছে। ইতস্ততঃ ময়ূর পুচ্ছ বিস্তার করিয়া ময়ূরীসহ নাচিতেছে। বিটপীকুলের শাখায় শাখায় পাখী; পাখী-গণ কলকণ্ঠে গান গাহিতেছে।

রাজপুরীর এক এক মহল এক এক প্রণালীতে সজ্জিত হইয়াছিল, এক এক স্থলের এক এক অভিনব শোভা। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে পৃথক প্রথায় আনন্দোৎসব চলিতেছে। কোথাও দান ধ্যান, কোথাও পান ভোজন, কোন স্থানে নৃত্য গীত বাদ্যে যেন সমগ্র মন্দিরটী নাচিতেছে। একদিকে চিত্রপ্রদর্শনী, অপরদিকে শিল্প, স্থানান্তরে মল্লযুদ্ধের অভিনয়গৃহ।

প্রাসাদের তোরণে তোরণে মধুর বোলে নহবৎ বাজিতেছে, সর্ব্বত্রই লোকে

লোকারণ্য। রাজপুরুষ, কর্ম্মচারী, দর্শক, সকলেই বিচিত্র উত্তম বসন পরিহিত হাস্যমুখ।

পারিষদ পরিবেষ্টিত মহারাজ শৈলেশ্বর, নক্ষত্রদল মধ্যগত পূর্ণচন্দ্রবৎ এক একবার এক এক পুরীতে আসিয়া উদয় হইতেছেন। অমনি জয়ধ্বনিতে সে পুরী পূর্ণ হইতেছে। তথাকার উৎসব আনন্দও দ্বিগুণিত হইতেছে।

বহির্বাটীর সর্ব্বত্র পরিদর্শন করিতে করিতে মহারাজ একবার অন্তঃপুরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; মহিলাকুল মঙ্গলধ্বনি করিয়া উঠিল। রাজা সহাস্যে পারিষদ পুরুষদল হইতে পৃথক হইয়া পুরচারিণী দলমধ্যস্থ হইলেন এবং তাঁহাদের সহিত কথা কহিতে কহিতে রাজমহিষীর পুরী মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রাজ্ঞী স্বর্ণপ্রভা তখন সম্মুখে বসাইয়া শত শত কুমারী ভোজন করাইতে ছিলেন। কখন কখন স্বহস্তেই কোন কুমারীর মুখে মিষ্টান্ন তুলিয়া দিতে-ছিলেন। কুমারীগণ রাজ্ঞীদত্ত নূতন বসন পরিধান করিয়া, নূতন ভূষণে ভূষিত হইয়া, প্রফুল্ল মুখে মিষ্টান্ন ভোজন করিতেছিল। অমৃতপ্রভাও তথায় উপস্থিত ছিলেন। কখন একটি ক্ষুদ্র চন্দ্রমুখীকে ক্রোড়ে করিয়া তাহার মস্তকাঘ্রাণ করিতেছিলেন; কখন আর একটি কমলমুখীর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া তাহার অধরে স্বীয় অধর সংযোজনা করিতেছিলেন। কমলমুখী, চন্দ্রমুখীগণ আহ্লাদে আত্মহারা হইতেছিল!

বসুমতী কটিতে অঞ্চল বদ্ধ করিয়া স্বর্ণথালি হস্তে বড়ই ব্যস্ত। ইহার পাত্রে ইহা দাও, মল্লিকার পাত্রে মিঠাই নাই, গোলাপের পাত্র শূন্য কেন, বলিতে বলিতে সৌদামিনীর ন্যায় অস্থির।

চিড়িয়া বাই কেবল নৃত্যই করিতেছে, কেবল গীতই গাহিতেছে; এক এক বার হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে। তাহার যেন প্রকৃতই উন্মাদিনীর ভাব। সর্ব্বা-ঙ্গের রত্নাভরণ সমস্ত খুলিয়া ফেলিয়া নানা বর্ণের কুসুমালঙ্কারে দেহ সাজা-ইয়াছে। এক রাশি কুসুম অঞ্চলে করিয়া যাহাকে সম্মুখে পাইতেছে মুষ্টিপূর্ণ পুষ্প তাহার অঙ্গে বর্ষণ করিতেছে। যে সকল কুমারী ভোজনে বসিয়াছিল তাহাদের প্রত্যেকের মস্তকের কবরীতে কয়েকটী করিয়া সুন্দর সুন্দর ফুল পরা-ইয়া দিয়া আসিল। সুন্দরী কুমারীগণ কেহ চিড়িয়াবাইকে ধরিয়া মুখে মিষ্টান্ন প্রবেশ করিয়া দিল, কেহ তাহার সপুষ্প করাকর্ষণপূর্ব্বক ফুলগুলি কাড়িয়া লই-বার চেষ্টা করিল, কেহ বা উৎফুল্লমুখে সোহাগের হাসি হাসিতে হাসিতে তাহার

অধর চুম্বনকরিতে লাগিল। সকলেই ঘোর রোলে করতালি দিয়া হাসিয়া উঠিল। সেই হাসির তুফানে এক দল কুমারীর আহারই হইল না। উচ্ছিষ্ট হস্তেই উঠিয়া চিড়িয়াবাইকে ঘেরিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। কেহ হস্ত, কেহ স্কন্ধ, কেহ অঞ্চল ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল। হাসির ছটায় পুরী মাতিয়া উঠিল।

বসুমতী একবার এক থাল মিষ্টান্ন হস্তে নক্ষত্রগতিতে কোন্ দিক্ হইতে কোন্ দিকে যাইতে ছিলেন। পথিমধ্যে শুদ্ধমতির দলবলের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। শুদ্ধমতি ইসারা করিবামাত্র কুমারীগণ বসুমতীকে ঘেরিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। বসুমতীর পলাইবার পথ রহিল না। থালির মিষ্টান্নও আর উদ্দিষ্ট স্থলে পৌছিল না। বালিকারা সবাই পড়িয়া লুটিয়া লইল। লুটের সময় চিড়িয়াবাই এক মুষ্টি লইয়া বসুমতীর মুখে প্রবেশ করিয়া দিল। বসুমতী হাস্য-ক্রোধ-সংমিলিত মুখে কহিলেন, দূর্ হঃ ছুঁড়ি, আপনিত্ পাগল হয়েছিস্, বাড়ীশুদ্ধ পাগল কর্‌বি না কি?—বালিকাদল হাসিতে হাসিতে বিষম খাইতে লাগিল।

সহসা মহারাজকে দেখিয়া চিড়িয়াবাই ভিন্ন সকলেই সসম্ভ্রমে একটু স্থির হইল। শৈলেশ্বর কহিলেন, তোমরা চুপ করিলে কেন? আমি কি চাঁদের মেলায় ভঙ্গ দিলাম?

মহিষী অগ্রগমনে মহারাজের অভ্যর্থনা করিলেন। কহিলেন, শীঘ্রই আমার অমৃতচন্দ্রকে বিদায় দিতে হইবে তাই, এই চাঁদের মেলা করিয়া মনের সাধে চাঁদ মুখখানি দেখিয়া লইতেছি। একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী বালিকা মহিষীর বাম হস্ত ধরিয়াছিল। হাসিয়া কহিল 'আনী মা আমাল্ লাম্ চাঁদমুখ নয় চন্দ-মুখী'। সহাস্যে রাজ্ঞী তাহাকে বক্ষঃস্থলে তুলিয়া লইলেন। চন্দ্রমুখীর ক্ষুদ্র মুখখানিতে গাঢ় চুম্বন করিয়া কহিলেন, মা আমার, আর একবার মা বলিয়া ডাক! চন্দ্রমুখী ডাকিল 'ম্য'। পেশোরেশ্বরীর উভয় নয়নে দুইটী বিশুদ্ধ মুক্তাফল দোদুল্যমান হইল। শৈলেশ্বর হাসিয়া কহিলেন, মহিষি আমার সম্মুখে তোমাকে পরের মেয়ে মাতৃ সম্বোধন করিল? হাসিয়া মহিষী কহিলেন, একবার ক্রোড়ে লইয়া পিতৃ সম্বোধন করাইয়া লউন অধিনীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হউক। রাজা বাহু-প্রসরণ করিলেন, চন্দ্রমুখী হাস্যোৎফুল্লমুখে রাজক্রোড়ে ঝাঁপিয়া পড়িল। পেশো-রেশ্বর কহিলেন, চন্দ্রমুখি আমাকে একবার বাবা বলিয়া ডাক। চন্দ্রমুখীর ক্ষুদ্র মুখখানি আরক্ত-গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। কহিল 'তুমি দে মহালাজ, তুমি

কেন আমাল্ বাবা ? আমাল্ বাবা দে দুঃখী !' মহারাজ অপ্রতিভ হইলেন। হাসিতে হাসিতে মহিষী কহিলেন, জোর করে পরের মেয়ের পিতা হইতে' গেলে প্রতিফল এইরূপই হয় ! রাজা কপট-কোপ-কটাক্ষে চন্দ্রমুখীকে ভূমে নামাইয়া দিলেন এবং হাসিতে হাসিতে মহিষীসহ গৃহান্তরে প্রবিষ্ট হইলেন।

নিভৃতে উপস্থিত হইয়া রাজা কহিলেন, স্বয়ম্বরের সমস্ত আয়োজনই করা হইয়াছে। ভারতের সমস্ত রাজমুকুটধারীই উপস্থিত। এক্ষণে প্রজাপতির ইচ্ছায় অমৃত যাহাতে উপযুক্ত পাত্রকেই বরণ করিতে পারে তাহাই প্রার্থনা।

মহিষী কহিলেন, দেবতারা করুন অমৃত যেন আমার সুপাত্রেই পড়ে। আমি নাথ শুনেছি, যে সকল রাজা ও রাজকুমার স্বয়ম্বরে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে না কি বৃদ্ধ এবং বালকই অধিক ? তাঁহারাও না কি কেহ মদ্যপায়ী, কেহ ব্যসনপ্রিয় কেহ বহুবিবাহকারী ? শুনেছি সমগ্র নিমন্ত্রিতের মধ্যে না কি অমৃতপ্রভার উপযুক্ত পাত্র বিরল !

গম্ভীর স্বরে রাজা কহিলেন, এ সব কথা তোমায় কে বলিল ? রাজা রাজড়ার মাদক সেবন, ব্যসনপ্রিয়তা কি বহুবিবাহ দোষ বলিয়া গণ্য নহে। তাহা ধরিয়া পাত্রাপাত্র বিচার করিতে গেলে ত ও আর কন্যার বিবাহ দেওয়া হয় না ! আরও বিবেচনা কর, বৃদ্ধ ও বালক ব্যতীতও সভাস্থলে অনেক তরুণবয়স্ক যুবরাজ উপস্থিত থাকিবেন অমৃত যাহাকে ইচ্ছা, বরণ করিতে পারিবে।

বিষণ্ণভাবে রাজ্ঞী উত্তর করিলেন, তা—ত—হবে। কিন্তু অমৃত আমার ছেলে মানুষ। সে কি জানে—কে সুপাত্র, কে কুপাত্র ?

হাসিতে হাসিতে রাজা কহিলেন, তবে না হয় তুমি গিয়ে সভাস্থলে উপযুক্ত জামাতা পছন্দ করে নেবে !

পরিহাসে রাজমহিষীর প্রশান্ত মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল না। অধরে হাসির রেখাও দেখা দিল না। 'না জানি অমৃতপ্রভা কোন অপাত্রের হস্তে পতিত হইবে' এই ভাবনায় তাঁহার হৃদয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। মুখকমলে দারুণ আশঙ্কার লক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছিল। তিনি কহিলেন নাথ। কন্যা সুপাত্রে না পড়িয়া যদি অসৎপাত্রে পতিত হয়, তাহা হইলে জননীর হৃদয়ে যে বেদনা জন্মে, জনকে তাহা অনুভব করিতেও পারেন না। স্বয়ম্বরের প্রস্তাব হওয়া অবধি আমার বিষম চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে। তা এখন কি নাথ ! স্বয়ম্বরের কথা ছাড়িয়া দিয়া উপস্থিত রাজকুমারদের মধ্যে মনোমত বাছিয়া কন্যা সম্প্রদান করা যায় না ?

শৈলেশ্বর হাসিয়া উঠিলেন। মহিষীর চিবুকাকর্ষণ করিয়া কহিলেন, বুদ্ধিমতি বুঝিতে পারিতেছ না? তাহা হইলে যে রাজ-প্রথার ব্যতিক্রম করা হইবে? পেশোরমুখে কলঙ্ক পড়িলে পেশোররাজ্ঞী কি করিবেন, কি বলিবেন? আবার যদি সমবেত অপর রাজগণ অবমাননা বোধ করিয়া পেশোর ধ্বংসের আয়োজন করেন তখন কি হইবে? বলিতে বলিতে চিবুকখানি আকর্ষণ করিয়া স্বীয় বদনের উপর স্থাপন করিলেন। স্বামীস্কন্ধে মস্তক রাখিয়া স্বর্ণপ্রভা, স্বয়ম্বর, অমৃতপ্রভা, কুপাত্র সুপাত্র, সমস্তই বিস্মৃত হইলেন। তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া দুইটী প্রেমাশ্রুধারা গোপনে পলায়ন করিতেছিল।

শুদ্ধমতির কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল, শুদ্ধ গাহিতেছে—

প্রাণে বুঝে প্রাণের ভাষা,
কহে শুনে প্রাণে প্রাণে।
দুটী প্রাণের একটি ভাষা,
যাদের ভাষা তারাই জানে।
মধুকর নলিনীরে,
কি বলে গুণ্ গুণ্ স্বরে;
কুমুদিনী চন্দ্র করে,
কেন চেয়ে তারি পানে?
গগণে উঠিলে ঘন,
শিখী নৃত্য করে কেন?
কেন বা বরষে ধারা,
চাতকিনী স্বর শুনে?

মহিষীকে সান্ত্বনা করিয়া শৈলেশ্বর অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এ রমণী কে!

দিবা অবসান হইয়াছে। শুভ সন্ধ্যা সমাগত। রাজপুরী আলোকময়! চারিদিকে নৃত্য গীত আরম্ভ হইয়াছে। আমন্ত্রিত রাজা ও রাজকুমারগণ একে একে রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। মহারাজ শৈলেশ্বর সকলের যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া সভায় বসাইতেছেন। নিমন্ত্রিত সকলেই আসিয়াছেন, কেবল গান্ধার রাজকুমার মেঘবাহন সম্বাদ পাঠাইয়াছিলেন তাঁহার শরীর অসুস্থ, সভায় উপস্থিত হইতে পারিবেন না। সে যাহা হউক, পরিশেষে সহস্র রাজমুকুটধারীর মধ্যস্থলে স্বয়ং শৈলেশ্বর আসিয়া উপবেশন করিলেন। স্তুতিবাদকগণ স্তুতিবাদন আরম্ভ করিল। সমাগত রাজা ও রাজকুমারগণ পেশোয়রাধিপতির অতুল ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার আদর অভ্যর্থনায় প্রীত হইলেন। রাজসভায় নৃত্য গীত হইতেছিল, তন্নিবিষ্ট-মন হইলেন।

অদ্য রাত্রে সমগ্র পেশোর প্রদেশে কেহই নিরানন্দ নাই। কেবল এক ব্যক্তির মুখশ্রীতে প্রফুল্লতার অভাব।

যখন শৈলেশ্বরের অগ্রজ স্বর্গবাসী মহারাজ বিশ্বেশ্বর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহার রাজ্ঞী কমলাদেবী একটি সুন্দর শিশু সমভিব্যাহারে পতিগৃহে আগমন করেন। শিশুটী তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র; সূতিকাগারেই পিতৃমাতৃহীন। সুতরাং পিতৃগৃহে কুমারী কমলাই তাহার লালন পালন করিতেন। সেই অবধি তাহাকে স্বীয়গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতে শিখিয়াছিলেন। শিশুটীও কমলাদেবীকেই জননী বলিয়া জানিত। তাই পতিগৃহে আসিবার সময়ও কমলাদেবী অপারস্নেহপরবশ হইয়া শিশুটীকে সঙ্গে লইয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কালক্রমে সেই শিশুই নিঃসন্তান পেশোরাজের আঁধারগৃহে এক মাত্র প্রদীপ স্বরূপ হইয়া উঠিল। বিশ্বেশ্বরের সহমরণকালে কমলা শিশুটীকে যাতা স্বর্ণপ্রভার করে সমর্পণ করিয়া যান। তদবধি শিশুটী শৈলেশ্বরেরও আত্মজের ন্যায় প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। সেই শিশুই এক্ষণে অসামান্য রূপগুণসম্পন্ন কুমার বীরবাহু পেশোরের সৈন্যাধ্যক্ষ এবং শৈলেশ্বরের একমাত্র উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিগণিত।

অদ্য অপরিসীম এবং সার্ব্বজনিক আনন্দের মধ্যে কেবল কুমার বীরবাহুই নীরানন্দ!

বীরবাহুর বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর। তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল গৌর। মূর্ত্তি সৌম্য এবং মুখকান্তি প্রশান্ত ও প্রীতিপ্রদ। বালককাল হইতেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভাবে নানা শাস্ত্রে পারদর্শী বিশেষ শস্ত্র বিদ্যায় বিশারদ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার দেহ পূর্ণায়ত এবং এরূপ বলিষ্ঠ ছিল যে বিখ্যাতনামা মল্লগণেও কুমার বীরবাহুর সহিত বাহুবল পরীক্ষায় সম্মত হইত না। অত্যল্প বয়সেই ধনুর্ব্বাণ অসি ও শেল প্রভৃতির চালনে বীরবাহু সর্ব্বত্র অগ্রগণ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। সমগ্র পেশোয়র প্রদেশে অশ্বচালনে কেহই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। বীরবাহু সাহসে সিংহ, বীরমদে উন্মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় অকুতোভয়।

যতদিন স্বর্ণপ্রভার অঙ্কে তাঁহার কোন নিজগর্ভজাত রত্ন শোভা পায় নাই ততদিন রাজপুরী মধ্যে বীরবাহুরই একাধিপত্য বর্ত্তমান ছিল। রত্নময়ী অমৃত-প্রভার আবির্ভাবে একবার সন্দেহ হইয়াছিল, বুঝি সেই একাধিপত্যের হ্রাস হইবে। কিন্তু রাজকুমারী অমৃতের প্রতি কুমার বীরবাহুর স্নেহ ও সৌহার্দ্দের পরাকাষ্ঠা সন্দর্শনে সে সন্দেহ আর কাহারও মনে রহিল না। বীরবাহু অমৃত প্রভার ক্রীড়ার সহচর, শিক্ষাদাতা, সর্ব্বত্র রক্ষাকর্ত্তা। অমৃত বীরবাহুর ছায়া। তাঁহার একমাত্র স্নেহময়ী সহচরী।

সে বাল্যকাল কবে স্বপ্নমত অন্তর্হিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহা বীরবাহুর স্মরণ হয় না। প্রাণের পুত্তলি সেই রত্নময়ী বালিকা, তারে ক্রোড়ে করিতে করিতে, বক্ষে ধারণ করিয়া বাল্যসুলভ সোহাগভরে আদর করিতে করিতে, পবিত্র শৈশবের নিষ্কলঙ্ক স্নেহালিঙ্গনে তাহার প্রফুল্ল মুখ কমল চুম্বন করিতে করিতে কবে সে যুবতী হইয়া পড়িল? যে আর তারে স্পর্শ করিতে নাই! সুবিমল সুখ-স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে, একদিন সহসা, বীরবাহুর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল!

স্মরণ হয়, তিন চারি বৎসর গত হইয়াছে, সেদিন মাধবোৎসব। রাজ-বাটীতে আনন্দের সীমা নাই। পুরীশুদ্ধ লোক কে কাহার অঙ্গে বসন্ত-রাগ ও আবীর কুঙ্কুম প্রক্ষেপ করিতেছে, তাহার নির্ণয় নাই। বীরবাহু আবীর কুঙ্কুমা-রক্ত বস্ত্রে সহর্ষে রাজবাটীর যথা তথা ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছেন। যাহাকে সম্মুখে পাইতেছেন তাহারই সর্ব্বাঙ্গ রঞ্জিত করিয়া দিতেছেন। সহসা অন্তঃ-পুরের এক নিভৃত প্রদেশে অমৃতপ্রভা তাঁহার সম্মুখে পড়িলেন। অমৃতের বসনে বসন্ত-রাগ বিরল। তাঁহার অঙ্গে আবীর কুঙ্কুম চিহ্ন নাই দেখিয়া বীরবাহু অমৃতকে

ধরিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রঞ্জিত করিয়া দিবেন এই মানসে তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন ; অমৃতপ্রভা ধরা দিলেন না। বরং দৌড়িতে দৌড়িতে একবার ফিরিয়া চাহিলেন। সেই চাহনিতেই সর্ব্বনাশ! সে ত সৌহার্দ্দ-স্নেহমাখা বালিকার চাহনি নয়! বীরবাহু দেখিলেন, সেই বিশাল নেত্র যুগলে নবযৌবনরাগ উদিত হইয়াছে। লজ্জা আসিয়া সুধামুখীর স্নেহময় মুখমণ্ডলে সম্ভ্রমের প্রলেপ অর্পণ করিয়াছে! বীরবাহুর হৃদয় কম্পিত হইল! নিষ্কলঙ্ক সৌহার্দ্দ-স্নেহের স্থলে এক অভূতপূর্ব্ব কি-জানি-কি ভয়প্রদ আশঙ্কার উদয় হইল। তাঁহার সুকুমার কোমল হৃদয়মধ্য দিয়া যেন শত বজ্র সহসা ভীষণ বেগে চলিয়া গেল! বীরবাহু অবাক-বিস্ময়ে রাজকুমারীর কমনীয় অঙ্গসৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। অমৃতপ্রভার রূপমাধুরী এত মনোহর! ইহা কি তিনি এতদিন দেখেন নাই? কুমারের ভাব দেখিয়া অমৃতপ্রভা ঈষৎ ভ্রূকুটি-ভঙ্গিতে হাসিতেছিলেন! সেই হাসিতেই বীরবাহুর চৈতন্য হইল! সেইদিন সেই মুহূর্ত্তে বুঝিলেন, তিনিও আর বালক নহেন, যুবা নামে কলঙ্কিত হইয়াছেন। তাই সবলা নবযুবতীর সহিত আর তাঁহার সে তাহাতে-দোষ-কি-সম্পর্ক নাই। তখন বুঝিলেন, সেই যাহাতে-দোষ-নাই, দীক্ষাটী না হইলে আর সে সম্পর্ক ফিরিবার নহে। তখনই মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, হয় অমৃতপ্রভার পাণিগ্রহণ, নতুবা প্রাণত্যাগ করিবেন।

সেই অমৃতপ্রভার স্বয়ম্বর উপস্থিত। রাজাজ্ঞায় বা কর্ত্তব্যানুরোধে সেই স্বয়ম্বরের অধিকাংশ আয়োজনও স্বয়ংই করিতেছেন। অমৃতপ্রভার পাণিগ্রহণের আশা শেষ হইয়াছে, সুতরাং বীরবাহুর জীবনের আশাও শেষ হইয়াছে। তথাপি সেনাপতি সাজিয়া, রাজকুমার সাজিয়া, রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী সাজিয়া যথাকর্ত্তব্য করিতে হইতেছে। অন্তরের বহ্নি অন্তরেই প্রজ্জ্বলিত ; তাহার চিহ্নও মুখশ্রীতে প্রকাশ না পায়, সে জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা। কিন্তু দাহ্যমান-হৃদয়-ধূমের ছায়ায় মুখমণ্ডল মলিন হইয়া পড়িল ; নিবারণ করা সাধ্যাতীত।

সভাস্থলে সমবয়স্ক রাজকুমারদিগের পার্শ্বে বসিয়া নৃত্যদর্শন করিতেছিলেন, নিঃশব্দে উঠিয়া সভাগৃহের বাহিরে আসিলেন। একটী হৃদয়ভেদী দীর্ঘনিশ্বাস বহির্গত হইল।

রাজপুরী হইতে নির্গত হইয়া একবারে বহির্তোরণ পার হইয়া পড়িলেন। দ্বাররক্ষকগণ ত্রস্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইল। সেনাপতির ভাব দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। কএকজন অশ্বারোহী পশ্চাদগমন করিবার উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু সেনাপতির কটাক্ষে ভীত হইয়া নিরস্ত হইল। সেনাপতির মুখ বিকৃত।

রাজপুরীর শোভা, রাজা ও রাজপুত্রগণের সংশ্রব যেন বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। নৃত্যগীত বাদ্যের লহরীতে প্রাণ যেন আরও দ্বিগুণ জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিল। যেদিকে আলোকমাত্র নাই, লোকসমাগমের সম্পর্কও নাই, তিনি সেই দিকেই চলিতে লাগিলেন। প্রথমে দ্রুতপদে, সহসা মৃদুগমনে, শেষে বেগে দৌড়িতে লাগিলেন।

কখন রাজপুরীর বাহির হইয়াছেন, কতক্ষণ দৌড়িয়াছেন, কোথায় আসিয়াছেন, কিছুই জ্ঞান নাই। সহসা কে যেন সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল! বীরবাহু সুপ্তোত্থিতের ন্যায় বিস্ময়ে ত্রস্ত হইলেন। এক মুহূর্তে গমনকারীর সম্মুখে গিয়া তাহার পথ রোধ করিলেন। জিজ্ঞাসিলেন, কে তুমি? উত্তর নাই!

ঘোর অন্ধকারে বসনমণ্ডিত মনুষ্যাবয়ব ভিন্ন আর কিছুই পরিলক্ষিত হইল না। পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন, কে তুমি?

অবয়ব কথা কহিল না, পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। বীরবাহু বাহুপ্রসরণ করিয়া গতিরোধ করিবেন, কিন্তু তাঁহার বাহুস্পর্শমাত্র মনুষ্যাবয়ব ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় ভূপতিত হইতেছিল। নিমেষমধ্যে বীরবাহু সেই পতনশীল দেহটীকে স্বীয় বক্ষে ধারণ করিলেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল কম্পিত এবং মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হইল, সেই অনির্দ্দিষ্টস্থলে রজনীর ঘোর অন্ধকারে তাঁহার বক্ষে যুবতী রমণী! লক্ষণে বুঝিলেন, নিদ্রাবশে অচৈতন্য! বীরবাহু শিহরিয়া উঠিলেন, হতজ্ঞান হইলেন, এ রমণী কে?

পরক্ষণেই রমণীর নিদ্রাভঙ্গের লক্ষণ অনুভূত হইল। স্বপ্নব্যক্ত স্বরে রমণী কহিলেন, 'না না কুমার মেঘবাহন, না, এখন আমায় স্পর্শ করিবেন না, আমি আপনারই শ্রীচরণাধিনী; এই দেখুন, আপনার মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া একাকিনী কামিনী কানন হইতে বহির্গত হইয়া রাজপথে আসিয়াছি; কিন্তু এখন আমি কুমারী! এখন আমায় স্পর্শ করিবেন না—স্পর্শ করিবেন না, আমি আপনার পায়ে পড়ি।' রমণী ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইলেন, তাঁহার ঘন ঘন নিশ্বাসে বীরবাহুর বক্ষঃস্থলও কাঁপিতেছিল। বীরবাহু বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, তাঁহারও তখন সম্পূর্ণ সংজ্ঞা ছিল কি না সন্দেহ! রমণী হাসিয়া উঠিলেন! স্বপ্নের হাসি! বিজনে, বনপার্শ্বে ঘোরান্ধকারে প্রেতিনীর বিকট হাসির ন্যায় বীরবাহুর কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। রমণী বলিতেছিলেন 'আজ না, কিছুতেই না—স্বয়ম্বর সভায় নিশ্চয়ই আপনার গলে'—রমণীর সংজ্ঞা সঞ্চার হইল। অহিগাত্রস্পর্শনে মনুষ্য যেরূপ সহসা ভয় চকিত হয়, সেইরূপ অকস্মাৎ

ভীষণ ভয়বিচকিত হইয়া রমণী এক লম্ফে বীরবাহুর বক্ষ ত্যাগ করিয়া দূরে দণ্ডায়মান হইলেন। এ কি, ঘোর অন্ধকারে পুরুষের ক্রোড়ে নিদ্রায় অচেতন! কি বিষম সর্ব্বনাশ! একবার ভাবিলেন, বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছেন, কিন্তু দারুণ আশঙ্কায় সর্ব্বাঙ্গ থর থর কম্পিত হইতেছিল। সম্মুখে দেখিলেন, পুরুষমূর্ত্তি দণ্ডায়মান! ভয়ে চীৎকার করিবেন, কিন্তু স্বর নিস্থত হইল না। দেহ-বিকম্পন এরূপ বৃদ্ধি হইল যে, পুনর্ব্বার ভূপতিত হয়েন। বীরবাহু হস্তধারণ করিলেন।

রমণীর স্বপ্নাবস্থার কথা শুনিয়া বীরবাহুও বাঙ্নিষ্পত্তি রহিত হইয়া দণ্ডায়মনে ছিলেন। কথা কহিবার শক্তি সঞ্চার হইবা মাত্র কহিলেন, অমৃতপ্রভা! তুমি এখানে? আর কি বলিবেন মনে আসিল না!—

অমৃতপ্রভা বুঝিলেন, কুমার বীরবাহু! একবারে প্রভূত ভয়ের উপসম হইল! ব্যাকুলিত কণ্ঠে কহিলেন, কুমার, আমি কোথায়?

বীরবাহু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। মনে মনে ভাবিতেছিলেন ইহা কি চাতুরী? যদি চাতুরী না হয়। তবে কি কাণ্ড!—কহিলেন আমিও ঠিক জানি না! বোধ হয় কামিনী কাননের বহির্ভাগে।

অমৃতপ্রভার হৃৎকম্প হইল। কহিলেন বহির্ভাগে! আমি এখানে কেমন করিয়া আসিলাম?

সন্দিগ্ধ চিত্তে বীরবাহু কহিলেন, তাহা আমি কেমন করিয়া জানিব? তুমি অপরাহ্নে কোথায় ছিলে?—

ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া অমৃতপ্রভা কহিলেন, অপরাহ্নে জননীর কক্ষে সাবিত্রীর কথা হইতেছিল। পুরমহিলারা সকলে তাহাই শুনিতে লাগিল, আমি বিশ্রামার্থ কামিনী-কাননে আসিয়াছিলাম তথায় এক মহাপুরুষ যোগী পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন দেখিলাম। আমি ভক্তিভাবে মহাপুরুষকে প্রণাম করিলাম! তিনি হস্তোত্তলন করিয়া—তাহার পর আর কিছুই স্মরণ নাই।

বীরবাহুর মুখ গম্ভীর হইল। তাঁহার সন্দেহ জন্মিয়াছিল রাজকুমারী কথা গোপন করিতেছেন।

অমৃতপ্রভা কহিলেন, কুমার আমাকে এক্ষণে অন্তঃপুরে পৌছিয়া দিন!—যদি এই প্রাচীরের পরপারেই কামিনী কানন হয় তবে ব্যোমেশ্বর মন্দিরে যাইবার জন্য কুমারী দ্বারাও নিকটেই হইবে। সে দ্বার আবদ্ধ থাকিলেও আমি তাহা বহির্ভাগ হইতে উদ্ঘাটন করিতে পারিব।

বীরবাহু দ্বিরুক্তি না করিয়া অগ্রে অগ্রে কুমরী দ্বারোদ্দেশে চলিলেন। মনে

করিলেন রাজপুত্রী কুমারী দ্বার উন্মোচনের সন্ধানও জ্ঞাত আছেন। রাজপুত্রী অসতী! ক্রোধে অন্ধ হইলেন! একবার কটিস্থিত অসি মুষ্টে কর সংলগ্ন হইল! পাপীয়সীকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিবেন! পরক্ষণেই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।— অমৃতপ্রভা! তাঁহার হৃদয়-মন্দিরের হৈমপ্রতিমা! সে প্রতিমায় কখন কি কলঙ্কস্পর্শ করিতে পারে? হঠাৎ স্মরণ হইল মেঘবাহন! হাঁ, গান্ধার রাজ সন্তান মেঘবাহন স্বয়ম্বরে নিমন্ত্রণে আসিয়াছে বটে! রাজকুমারী তাহাকে কি করিয়া জানিলেন! সেই মেঘবাহনকেই অমৃতপ্রভা মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন! স্বয়ম্বর সভায় তাহাকেই বরণ করিবেন! পাপিষ্ঠকে পূর্ব্বেই শমন সদনে প্রেরণ করিতে হইবে। এত বড় স্পর্দ্ধা? পেশোর রাজকুলে কলঙ্ক প্রক্ষেপ করে? ক্রোধে কলেবর কম্পিত হইতে লাগিল।

অমৃতপ্রভা কথা কহিলেন, কুমার আমি অন্তঃপুরের বাহিরে কেমন করিয়া আসিলাম?

যেদিন হইতে অমৃতপ্রভা বুঝিয়াছিলেন, বীরবাহু তাঁহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী সেই দিন হইতে কখন নির্জ্জনে তাঁহার সমক্ষে বাহির হইতেন না। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কখন বাক্যালাপও করিতেন না! তথাপি সময়ে সময়ে সুবিধা পাইয়া বীরবাহু কখন ক্রোধ, কখন অভিমান, কখন প্রবল প্রেমভরে কত কথাই বলিয়াছিলেন! কত অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন, কতই প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন। অমৃতপ্রভার সকল সময়ে সেই একই উত্তর 'আপনাকে আমি অগ্রজ সহোদরের ন্যায় দেখি, আপনি আমার পিতার পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইবেন; আমার অগ্রজের ন্যায় পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হইবেন; আপনার চরণে ধরি, আমাকে কনিষ্ঠা ভগ্নি ভিন্ন অন্যভাবে দেখিবেন না!' শুনিয়া বীরবাহু কখন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিতেন; বলিতেন, শৈলেশ্বরের বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তিনি তাঁহার পুত্র হইতে চাহেন না, তাঁহার প্রদত্ত রাজ্য ঐশ্বর্য্য তাঁহার নিকট ছাই ভস্ম মত হেয়, তিনি পেশোর রাজের জামাতা হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া খাইবেন, তাহাতেও দুঃখ নাই। কখন অভিমানে কাঁদিয়া উঠিতেন, তিনি নিজেও রাজপুত্র! তবে তাঁহার পিতা নাই মাতা নাই, এক্ষণে সে রাজ্যও উৎসন্ন গিয়াছে, তাই তাঁহাকে শৈলেশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিতে হইতেছে। কখন বা দারুণ প্রেমোন্মাদে বাতুলের ন্যায় কত কি মাথামুণ্ড বলিতেন, আপনাআপনি বিকট হাসিতেন। একদা দারুণ ক্রোধে এবং নিদারুণ মনোক্ষোভে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, 'দেখ অমৃতপ্রভা! যদি সহজে

সম্মত না হও, জোর করিয়া তোমাকে বিবাহ করিব'। সেই অবধি বীরবাহুকে দেখিলেই অমৃতপ্রভার হৃদয়ে একপ্রকার আতঙ্কের উদয় হইত।

কুমারী দ্বারোদ্দেশে পশ্চাদগমন কালে অমৃতপ্রভা ভাবিতে ছিলেন!—কুমার বীরবাহুই আমাকে এই অবস্থায় এই স্থলে আনেন নাই ত?—হয়ত কাননে কোথাও নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম! সেই অবস্থায়!—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল! বীরবাহু কি এতই পাপিষ্ঠ? নিঃসহায় অবলার সুষুপ্তাবস্থায় তাহাকে স্পর্শ করিবেন? যদি করিয়া থাকেন, তাঁহার বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইল। চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল, হৃদয়ে দারুণ ক্ষোভের সহিত দারুণ অভিমান, দারুণ অভিমানের সহিত দারুণ ক্রোধের উদয় হইল। বীরবাহুর প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিল। সহসা অগ্রগমন করিয়া বাম করে, বীরবাহুর হস্তধারণ করিলেন! বিষম ক্রোধাভিমানে কর্কশ স্বরে কহিলেন, আমি কেমন করিয়া অন্তঃপুরের বাহিরে আসিলাম? তুমি কেন আমায় স্পর্শ করিলে বল, নচেৎ এই তীক্ষ্ণ অস্ত্র-দ্বারা তোমার হৃৎপিণ্ড খণ্ড খণ্ড করিব! বলিতে বলিতে দক্ষিণ হস্তে নক্ষত্র কিরণোদ্দীপিত শাণিত ছুরি উত্তোলন করিয়া অপহৃত-শাবক-সিংহিনীর ন্যায় কুমারের সম্মুখীন হইলেন।

নক্ষত্রালোকে বীরবাহু দেখিলেন, নবরক্তাভিলাষিনী ভয়ঙ্করী রাক্ষসী সম্মুখে দণ্ডায়মান! কুলটা রাক্ষসী!

ক্রোধে ও ঘৃণায় তাঁহারও হৃদয় জ্বলিতেছিল। রমণীর অকিঞ্চিৎকর বীর-পণা দর্শনে বিকট হাস্য করিলেন। বাম হস্তে তাঁহার উত্তোলিত হস্তধারণ পূর্ব্বক কর্কশ স্বরে কহিলেন, কালামুখি দূর হও! এখানে এ অবস্থায় কেমন করিয়া আসিলে, কুমার মেঘবাহনকে জিজ্ঞাসা কর গে। এইরূপে রাক্ষসীর হস্ত ত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে পশ্চাদ্গমন করিবেন, কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! তাঁহার কথা শ্রবণমাত্র সেই কার্কশ্য-কঠিন রাক্ষসীমূর্ত্তি একবারে নবনীত কোমলাঙ্গে বিচ্ছিন্ন মূল লতিকার ন্যায় ভূপতিত হইতেছিল। রমণীকে বক্ষে তুলিয়া লই-লেন, নিমেষমধ্যে কুমারী দ্বারপথে কামিনী কাননে প্রবিষ্ট হইলেন। দ্বার উন্মুক্ত ছিল, কানন আলোকময়। দেখিলেন, রাজকুমারী সম্পূর্ণ চৈতন্যহীনা। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল ও নিশ্চল! করস্থিত ছুরি কোথায় পড়িয়া গিয়াছে। মুখের ভাবে বোধ হইল, রমনী গাঢ় নিদ্রায় অচেতন! সে মুখে রাক্ষসী চিহ্ন কোথায়? প্রেমময়ীর প্রেমে-ঢল ঢল-প্রশান্তবদনে নিদ্রিতের সুখ-স্বপ্ন দর্শনোচিত ঈষৎ মধুর হাসি বিকশিত!

রাজপুত্রীকে তদবস্থায় বিশ্রামগৃহের পালঙ্কোপরি শয়ান রাখিয়া বিষম চিন্তা-ক্লিষ্ট কাতর হৃদয়ে তথা হইতে বহির্গত হইলেন। তথা হইতে অন্তঃপুর পথে রাজসভায় আসিবেন, সম্মুখে শুদ্ধমতিসহ সাক্ষাৎ হইল। শুদ্ধমতি কুমার বীরবাহুকে দেখিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, এ সময়ে সেনাপতি কামিনী কাননে কি করিতেছেন? বীরবাহু স্থিরভাবে উত্তর করিলেন, কুমারীদ্বার কেন আবদ্ধ ছিল না বলিয়া, চিড়িয়াবাইকে ভৎর্সনা করিতে আসিয়াছি।

চিড়িয়াবাই মুখ গম্ভীর করিয়া নয়ন ঘুরাইয়া কহিল, সে কি কথা! চিড়িয়াবাইএর মুখমণ্ডলে যুগপৎ বিস্ময় ও ভয়ের চিহ্ন প্রকটিত হইল। জিজ্ঞাসিল, রাজকুমারী?

বীরবাহু উত্তর করিলেন, ঐ বিশ্রামগৃহে নিদ্রিতা, বোধ হয় অসুস্থা। বেগে চিড়িয়াবাই বিশ্রাম গৃহাভিমুখে চলিল। বীরবাহু চিন্তাকুলচিত্তে রাজসভায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

যখন রাজপুত্রী কেমন আছেন, জানিবার জন্য পুনরায় অন্তঃপুরে আসিলেন, বীরবাহু দেখিলেন, তখন অমৃতপ্রভা, সহচরী ও পরিচারিকাগণ পরিবৃত হইয়া আনন্দে হাস্য কৌতুক করিতেছেন। আস্যশোভায় অসুস্থতার কোন চিহ্নই নাই! মনে মনে বীরবাহু বলিলেন, কুলটা রাক্ষসী!

বীরবাহুকে দেখিয়া শুদ্ধমতি অমৃতপ্রভাকে কহিল, রাজকুমারি, সেনাপতি তখন বলিতেছিলেন যে, যে সময়ে তুমি বিশ্রামগৃহে শয়ন করিয়াছিলে, তখন কামিনীকাননের কুমারীদ্বার অরুদ্ধ ছিল, কুমার সেই দ্বারে কাননে প্রবেশ করেন এবং নিদ্রিতাবস্থায় তোমাকে দেখিয়া তোমার অসুস্থতার আশঙ্কা করিয়াছিলেন।

অমৃতপ্রভা উত্তর করিলেন, হবে! আমি ত কুমারীদ্বারের দিকে যাই নাই। বিশ্রাম করিতে করিতে হঠাৎ নিদ্রাভিভূত হইয়াছিলাম, অসুখ ত কিছুই ছিল না।

বীরবাহু ভাবিতেছিলেন, পাপিষ্ঠা! ভাণ করিতেছেন, কিছুই স্মরণ নাই। পরক্ষণেই ভাবিলেন, হতেও পারে কিছুই স্মরণ নাই। ঐ সুধাময় মুখচ্ছবিতে ত ভাণের লক্ষণ কিছু লক্ষিত হয় না। চিন্তা মগ্ন অধোবদনে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পার্শ্বে কে?

পর দিবস অপরাহ্ণে কামিনী-কানন দ্বারে দুইজন ঐন্দ্রজালিক উপস্থিত প্রথম ঐন্দ্রজালিক হাসিতে হাসিতে কহিলেন, রত্নধর, কেমন সাজিয়াছি বল দেখি? কেহ রাজকুমার বলিয়া চিনিতে পারে?

দ্বিতীয় ঐন্দ্রজালিক উত্তর করিলেন কে চিনিতে পারিবে? আপনার শিবিরাধ্যক্ষ মুকুরাস্যই ভিক্ষুক ঐন্দ্রজালিক বলিয়া দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল, শিবিরে প্রবেশ করিতে দিল না! মুকুরাস্যের কর্কশ বচনে এবং দুর্ব্যবহারে আমার এরূপ ক্রোধ হইয়াছিল যে আর একটু হইলেই এই ভেল্কী খেলার অস্থিখানা প্রহারে উহার মস্তকটা চূর্ণ করিয়া দিতাম। বলিতে বলিতে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

প্রথম ঐন্দ্রজালিকও হাস্য করিলেন। কহিলেন রত্নধর তোমার চাল চলন গুলা এখনও সম্পূর্ণ ঐন্দ্রজালিকের মত হইয়া উঠে নাই। সাবধান সহসা ক্রোধ পরবশ হইয়া যেন সব প্রকাশ করিয়া ফেলিও না! বিশেষ রাজপুরী মধ্যে ভেল্কী দেখাইতে হইবে! সেখানে জাল ঐন্দ্রজালিক ঘুণাগ্রে প্রকাশ হইলে ঘোর বিপদে পড়িতে হইবে।

দ্বিতীয় ঐন্দ্রজালিকের মুখ শুষ্ক হইল! ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া কহিলেন তবে না হয় থাকুক। আমি—আমি, লোকটা, বড কি-জানি-কি-রকম! কি জানি যদি হেঁসেই ফেলি! তা তখন না হয় বোলবো আমিই জাল আর আপনিই প্রকৃত ঐন্দ্রজালিক!

কথা শেষ হইতে না হইতেই প্রথম ঐন্দ্রজালিক হাসিয়া কহিলেন, দূর পাগল! তা কি হয়? তা হলে তখনই ধরে দুইজনকেই মশানে দিবে।

দ্বিতীয় ঐন্দ্রজালিক মস্তকে হস্ত মর্দ্দন করিতে করিতে বিষণ্ন বদনে কহিলেন হয় না তাত জানি। মনে মনে ভাবিতেছিলেন এলাম স্বয়ম্বর সভার নিমন্ত্রণ, খাব, দাব, আমোদ-আহ্লাদ করে বেড়াব, মনের স্ফূর্ত্তি করে নেবো তা নয়, একি বাবা! গেরু মাটী ছোপান ধুকড়ী, আর শীকড় মাকড় হাড় গোড় নিয়ে রাত দিন! আমার চৌদ্দপুরুষে কখন ঐন্দ্রজালিকের ব্যবসা করে ন'ই।

প্রথম ঐন্দ্রজালিক কহিলেন, রত্নধর দাঁড়াইয়া ভাবিতেছ কি? দ্বিতীয় ঐন্দ্রজালিক উত্তর করিলেন, ভাবিব আর কি? ইষ্ট দেবতাকে ডাকিতেছি! কুমার, ইহাদের মশানে কুঠার না তরবারি ব্যবহার করে? এ-ত দেখছি রাজান্তঃপুরের কামিনী কুলের বিহার কানন! গুপ্তভাবে ছদ্মবেশে ইহার মধ্যে প্রবেশ করাও হইয়াছে; সুতরাং ধরা পড়িলে—বলিতে বলিতে নিজ কণ্ঠ দেশে হস্তার্পণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন গান্ধার রাজকুমার মেঘ বাহনকে আর, কে কি বলিবে! হতে এই হতভাগ্য ব্রাহ্মণের কণ্ঠটাই একাঘাতে দ্বিখণ্ডিত—

প্রথম ঐন্দ্রজালিক কহিলেন, রত্নধর সতর্ক হও, ঐ দেখ কে এই দিকে আসিতেছে।

এক গাল হাসিতে হাসিতে শুদ্ধমতি কামিনীকাননে প্রবেশ করিতেছিল। শুদ্ধমতির স্বভাব, অবকাশ পাইলেই কামিনীকাননে আইসে। দিবা রাত্রি, কি মধ্যাহ্ন কাল, কি ঘোর নিশীথ, শুদ্ধমতি একাকিনী বিচরণ করিতেছে। ফুল-মুকুল শাখাটী কেন ভূপতিত? বলিয়া, ফুল গাছটীকেই তিরস্কার করিতেছে! অমন সুন্দর মুখে তোরা নখাঘাৎ করিবি? দুর হ পোড়ার মুখো বা বলে ভ্রমর গুলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছে, কোনটাকে অঙ্গুলাঘাতে ঊর্দ্ধ মুখে ভূতলে ফেলিয়া দিতেছে। আবার তখনই তাহাকে সযতনে উঠাইয়া একটী হাস্যমুখী মল্লিকার বুকে বসাইয়া দিতেছে! মল্লিকাকে শাসন করিতেছে, 'ধদর ভোরে মধু খেতে না দিলে, তোবে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেল্‌বো!' যেখানে এক ঝোপ ফুলগাছে এক এক গাছ ফুল ফুটে আছে, তথায় বসিয়া ফুলের হার গাঁথিতেছে, ফুলের অলঙ্কার পরিতেছে, মধ্যে মধ্যে পুষ্প পাখির সাথি হইয়া গীত গাহিতেছে। ফুলদলকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছে, গানা লো, গা!

মধুমুখি মধুস্বরে গা-না-লো,
তোর মধু, দেনা মোরে সই,
আমি তায় মধুমুখী হই;
ধরবো লো মধু করে,
ঢেলে মধু দিয়ে তারে,
ডুবিয়ে দেবো লো।

কামিনীকাননে চিড়িয়াবাইকে সকলেই চিনিত। বসুমতী বলেন, বাগানের ফুলগুলাও শুদ্ধমতি না এলে ফোটে না! প্রকৃতই চিড়িয়াবাই না এলে হাজার চেষ্টা কর, ময়ূর ময়ূরী নৃত্য আরম্ভ করিবে না, হরিণ হরিণী কাহারও নিকটে

আসিবে না, কোকিল ডাকিবে না, কাকাতুয়া কথা কহিবে না, পিঁজরার পাশ দিয়া গেলে খবগস দম্পতী নিঃসাড়ে পড়িয়া থাকিবে, টিপি টিপি চাহিয়া দেখিবে —যাইতেছে চিড়িয়াবাই কি না। চিড়িয়াবাই হইলেই এক লম্ফে গিয়া উভয়ে তার উভয় স্কন্ধে উঠিবে। অমৃতপ্রভার একটী পোষা বানরী ছিল, তাহার নাম রূপসী; নামটী চিড়িয়াবাই রাখিয়াছিল। রূপসীর একটী ক্ষুদ্র বাড়ি ছিল তাহাতে শয়নঘর, বসিবার ঘর, রান্নাঘর, উঠান, পায়খানা সব ঠিক্‌ঠাক্। একটী একাকিনী গৃহ কামিনীর বাসোপযোগী সমস্ত আয়োজন ছিল। প্রকৃতই রূপসী গৃহকামিনীর জীবনের সমস্ত কার্য্য সুন্দররূপে শিক্ষা করিয়াছিল। গৃহমার্জ্জন, গাত্রমার্জ্জন, বেশভূষা সম্পাদন, আহ্নিক পূজা, পাকশাক, তাম্বুল সজ্জা ইত্যাদি সুচারুরূপে শিক্ষা করিয়াছিল। চিড়িয়াবাই তাঁহার শিক্ষয়িত্রী। চিড়িয়াবাইকে দেখিলে রূপসী হাস্যমুখে লজ্জা মাখাইয়া ভয়ে ত্রস্ত হইত। বেশভূষার কোন বৈষম্য থাকিলে তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধন করিয়া লইত। তখন তাহাদের পরস্পরের ভাব দেখিলে বোধ হইত, চিড়িয়াবাই যেন কোন শহুরে ধনপুত্রলক্ষ্মীলাভের সংসারের পাকা গৃহিণী, আর রূপসী তাহার পাড়াগেঁয়ে নূতন বৌ সুসভ্য সহরে সংসারশাস্ত্রের এই প্রথম পাঠ শিক্ষার পরীক্ষা দিতেছে! চিড়িয়াবাই হুকুম করিলে রূপসী রুটী গড়িবে, আলু ভাজিবে, পান সাজিবে, সব করিবে। চিড়িয়াবাই সরিয়া গেলে রূপসী যে বানরী, সেই বানরী। অমৃতপ্রভা যদি পান চাহেন, রূপসী একটী পান দে, রূপসী বিছানা পাতিয়া বালিশ মাথায় দিয়া লেপ মুড়ি দিবে। মারিতে গেলে পলাইবে। দূর হইতে চিড়িয়াবাইকে দেখিলে, দৌড়িয়া ফিরিয়া আসিয়া পান সাজিতে বসিবে। পান সাজিয়া ঘোমটা টানিয়া মুখে অঞ্চল দিয়া আস্তে আস্তে আসিয়া পান যে চাহিবে, তাহাকে দিবে।

মরাল মিথুন চিড়িয়াবাইয়ের পদশব্দ শ্রবণমাত্র সরসীবক্ষে গিয়া নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়া বেড়াইত। নিকুঞ্জের শাখায় শাখায় পাখীগুলাও চিড়িয়াবাইয়ের কণ্ঠস্বর না শুনিলে গীতারম্ভ কবিত না! চিড়িয়াবাই গীত গাহিত, পাখীগুলা তান ধরিত; চিড়িয়াবাই নাচিত, পাখীগুলা তাল দিত।

সেইরূপ কোন অবকাশে চিড়িয়াবাই কামিনীকাননে আসিতেছিল; দূর হইতে ঐন্দ্রজালিকদ্বয়কে দেখিয়া তাহার অধরের হাসির তিরোভাব হইল। কি কবিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতে হয়, চিড়িয়াবাই তাহা প্রকৃত জানিত না। সুতরাং বিদেশিনীরূপী শ্রীকৃষ্ণ বদন খানিকে চেষ্টা করিয়া ক্রোধের উপাদানে কতক

শাজাইয়া চিড়িয়াবাই কহিল, তোরা মিন্‌সেরা কে? এখানে কেন এসেছিস্? এ রাজার অন্তঃপুরের উদ্যান, এখানে রাজকুমারী রাজমহিষীরা বেড়াইতে আই-সেন, তোরা এখানে কেন? প্রবেশ করিলি কি প্রকারে? এখানে পুরুষমানুষ আসিলে রাজা ধরে মশানে দেন, তাহা কি তোরা জানিস না?

আপনি সরুণ সরুণ, সাপ সাপ! বলিয়া প্রথম ঐন্দ্রজালিক চীৎকার করিয়া উঠিলেন! অমনই 'মা গো' বলিয়া চিড়িয়াবাই শিহরিয়া উঠিল। এক লম্ফে বিংশতি হস্ত দূরে গিয়া দাঁড়াইল! ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ থর থর কম্পিত হইতেছিল! তাহার বক্ষস্থল দুরু দুরু করিতে লাগিল, মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইল।

রত্নধর হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, কেমন জোঁকের মুখে নুন? ওস্তাদজি আর একটা বাণ মারুণ ত? ছুঁড়ি যেন উলুখড়ের নুড়োর মত জ্বলিয়া উঠিয়া-ছিল। কেমন ধন, আর একটু এগিয়ে এসো?

প্রথম ঐন্দ্রজালিক শুদ্ধমতির নিকট অগ্রসর হইয়া কহিলেন, আমরা ঐন্দ্র-জালিক গুণীলোক। অনেক রকম যাদুবিদ্যা জানি, আপনাদের রাজকন্যার স্বয়ম্বর সভায় ক্রীড়া দেখাইতে আসিয়াছি। এই দেখুন, সর্পযাদু দেখাইয়া আপনাকে ভয় প্রদর্শন করিলাম।

চিড়িয়াবাই বিশুষ্কবদনে ভ্রুকুঞ্চিত ও ওষ্ঠাধর উন্মুক্ত করিয়া কহিল, ও মা! তাইত। এই যে দেখলাম, দুটা প্রকাণ্ড সাপ আমাকে তাড়া করিয়া আসি-তেছে! কই সে দুটা কোথায় গেল? মা গো! আমার বুকটা এখনও ধড়াস্ ধড়াস্ কচ্ছে! হ্যাঁ গা, ও দুটা কি সত্যি সাপ নয়? তোমাদের যাদু?

প্রথম ঐন্দ্রজালিক হাসিতে হাসিতে কহিলেন, উহা সত্য সর্প নয়, এই দুই গাছ তৃণমাত্র! কিন্তু আমার বিদ্যাপ্রভাবে আপনি দেখিলেন সর্প! এই বলিয়া দুই গাছা তৃণ শুদ্ধমতির সম্মুখে ধারণ করিলেন। ইতিমধ্যে ইঙ্গিত করিবামাত্র দ্বিতীয় ঐন্দ্রজালিক এক খানি অস্থি-করে বাহু সঞ্চালন করিয়া কি মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন, অমনই অস্থি গাত্র হইতে বিজলীর আভা বহির্গত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া চিড়িয়াবাই অবাক হইয়া রহিল। চক্ষুদ্বয় ললাটে তুলিয়া আপনা আপনি বলিতেছিল, 'ওমা। হাত থেকে আগুণ বাহির হইতেছে যে! ও গো! তোমার হাত পুড়ে যায় না?' পরক্ষণেই প্রথম ঐন্দ্রজালিককে সম্বোধন করিয়া কহিল—তোমরা এই স্থানে একটু অপেক্ষা কর, আমি আমা-দের রাজকুমারীকে ডেকে আনি। তিনি তোমাদের খেলা দেখে যথেষ্ট পুরস্কার করবেন। এই বলিয়া দ্রুতপদে অন্তঃপুরোদ্দেশে প্রস্থান করিল।

চিড়িয়াবাই চলিয়া গেলে দ্বিতীয় ঐন্দ্রজালিক কহিলেন, কুমার, এই বেলা আমি সরিয়া যাই। কারণ ক্রমেই জানাজানি বাড়িতে চলিল, তা আপনি ধরা পড়লে তত ভয় নাই। প্রথম ঐন্দ্রজালিক হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন রত্নধর এখন পাগলামি করিও না। রাজকন্যা আসিতেছেন, তাঁহার সম্মুখে খুব সাবধানে ভেল্কী দেখাইতে হইবে।

দূরে বসুমতী ও শুদ্ধমতির সহিত রাজকুমারী অমৃত-প্রভা আসিতেছেন।

আসিতে আসিতে শুদ্ধমতি বলিতেছে, 'আহা যেন রাজপুত্রটী? তবে সামান্য ঘরে জন্মিয়াছে, সামান্য বস্ত্র পরিধান, আর সঙ্গে কেবল কতকগুলা ঝুলি কাঁথা। তাহারই মধ্য হইতে এমন এক একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখায় যে, বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু সঙ্গে আর একটা মিন্‌সে আছে, সেটাকে দেখ্‌লে মুখে মুড়ো ঝাঁটা মার্‌তে ইচ্ছে করে। সেও অমনই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি মন্ত্র পড়িতে লাগিল, আর হাত থেকে হু হু করে আগুন বা'র হ'তে লাগ্‌লো।' বলিতে বলিতে বাহু প্রসরণ করিয়া ঐঃ ঐঃ ওমা! একি কাণ্ড, সব যে অগ্নিময় হইয়া গেল, বলিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। অমৃত-প্রভা এবং বসুমতীও চাহিয়া দেখিলেন, যে দিকে ঐন্দ্রজালিক-দ্বয় দণ্ডায়মাণ, তদ্দেশ সমস্ত অগ্নিময়। অগ্নিদাহে পাছে মানুষ দুটী পুড়িয়া মরে এই আশঙ্কায় উভয়েই কাঁদিয়া উঠিবেন, চীৎকার করিয়া সাহায্যার্থ লোক-জন ডাকিবেন। ইত্যবসরে আর কোথাও কিছুই নাই, উভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ কাহারও বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না।

চিড়িয়াবাই হাস্য করিয়া উঠিল। কহিল, ঐগো! ওঠাও ওদের ভেল্কী। ও ভেল্কীওয়ালারা এই দিকে এগিয়ে এসে রাজকুমারীকে খেলা দেখাও।

দ্বিতীয় ঐন্দ্রজালিক কহিলেন, তোমাকে আর একবার সাপে খাওয়াইব দেখিবে?

শুদ্ধমতি মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, আ মর্ মিন্‌সে, সাপে তোর সাত গুষ্টিকে খাক্।

বসুমতী কহিলেন, শুদ্ধ। তুই ওদের সহিত কলহ করিস্ কেন? ঐন্দ্র-জালিকদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমরা এগিয়ে এস, রাজকুমারীকে খেলা দেখাও। বলিতে বলিতে চাহিয়া দেখিলেন, রাজকুমারী অনিমেষ নেত্রে প্রথম ঐন্দ্রজালিকের প্রতি চাহিয়া আছেন। তাঁহার মুখশ্রীতে সম্পূর্ণ সংজ্ঞা শূন্যতা। যেন কোন আন্তরিক যন্ত্রণার চিহ্ন বর্ত্তমান। অমৃত-প্রভার স্কন্ধে

হস্তার্পণ করিয়া বসুমতী ডাকিলেন, সখি! অমৃত-প্রভা চমকিত হইলেন। সহসা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উত্তর করিলেন কি? সেই কি, যেন কে বলিল! কতদূর হইতে আসিল! যেন অসীম শূন্য হইতে অনন্তের গর্ভ হইতে আসিল—কি! বসুমতীও বিচলিত হৃদয় হইয়া পড়িলেন! কি—যেন—কেন—কি—হই-তেছে, ঠিক সেই ভাবে মস্তিষ্কের চাঞ্চল্য জন্মিল। একবার শুদ্ধমতির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, চিড়িয়াবাইও যেন আর সে নয়। তাহার মুখের ভাবে বোধ হইল সে যেন উন্মীলিত চক্ষেই নিদ্রা যাইতেছে।

প্রথম ঐন্দ্রজালিক বিবিধ ভঙ্গিতে হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ উৎফুল্ল, ললাট উন্নত এবং মুখমণ্ডল প্রশান্ত গম্ভীর হইয়া আসিল। বিশাল নেত্রের কটাক্ষ-তেজঃ এরূপ বৃদ্ধি হইল যে, রাজকুমারী এবং সহচরীদ্বয় কেহ সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সক্ষম হইলেন না। নির্ব্বাক্ নিষ্পন্দবৎ অবনত মস্তকে ভূপৃষ্ঠে চাহিয়া রহিলেন।

উভয় ঐন্দ্রজালিক বৃত্তাকারে পরিভ্রমণ করিতে ছিলেন। দ্বিতীয় ঐন্দ্র-জালিক একটী ক্ষুদ্র বংশিতে এক অশ্রুতপূর্ব্ব তীক্ষ্ণ অথচ মধুর সুর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। সেই সুর সংযোগে প্রথম ঐন্দ্রজালিক গাহিলেন;—

অনাদি অনন্ত-মাঝে কালের কবলে,
সব শূন্যময় হের আঁধারে আঁধার—
কোটী সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল,
সেই শূন্যময়ে ডুবি দিতেছে সাঁতার—
এ পৃথিবী তা'রি মাঝে
কোথায় ডুবিয়া আছে
তদুপরি পরিভ্রমে মানবের দল,
তাদের ক্ষমতা কিবা! কিবা বুদ্ধি বল?

ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার গাহিলেন;—

আছে বিদ্যা বল হউক প্রকাশ;
নবঘনে শোভা, সুনীল আকাশ!
পূর্ণচন্দ্র হাসি তাহাতে উচ্ছ্বাস,
অমৃতে ভাসিয়া যাউক ধরণী!

শুনিতে শুনিতে রাজকুমারীর মোহমুগ্ধ বিষণ্ন বদনকমলে শান্তি ও প্রসন্নতার

বিকাশ হইল। বসুমতী এবং শুদ্ধমতির মুখেও স্বপ্নাবস্থায়—হাস্যের ন্যায় ভাব প্রকাশিত হইল।

প্রথম ঐন্দ্রজালিক গাহিলেন;—

মেঘ গরজনে অন্ধকার কায়,
ফেনীল সাগর তরঙ্গেতে ধায়!
ডুবিল ডুবিল ডুবিল তাহায়,
যতনে সজ্জিত সাধের তরণী!

রাজকুমারীর মুখ বিবর্ণ হইল। বসুমতী ও শুদ্ধমতির মুখে দারুণ ভয়ের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইল।

প্রথম ঐন্দ্রজালিক গাহিলেন;—

হাসিল দিগন্ত প্রভাত অরুণে,
প্রশান্ত সলিলে মন্দসমীরণে;
মৃদু মৃদু তায় আসে কূল পানে,
নাচিয়া নাচিয়া আশা তরী খানি।

রাজকুমারীর বক্ষ স্পন্দিত হইল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার হতাশ ক্ষিন্ন ম্রিয়মান মুখে আবার আশার চিহ্ন প্রকটিত হইল। বসুমতী ও শুদ্ধমতির মুখে আবার হাসির আভা দৃষ্ট হইল।

প্রথম ঐন্দ্রজালিক গাহিলেন;—

পূর্ণ শান্তিময়ে হাসিছে বিমান,
নিকুঞ্জ কাননে বসন্ত উজান;
তাহে উছলিছে কোকিলের গান,
আর কিসে ভয় কর্‌লো সজনি।

রাজকুমারীর দেহ পুলকিত হইল। ওষ্ঠাধরে হাসির রেখা দেখা দিল! তিনি বিকলাঙ্গে বসুমতীর অঙ্কে ঢলিয়া পড়িলেন। গাঢ় নিদ্রায় অচেতন। বসুমতীও নিদ্রাঘোরে সংজ্ঞাহীনা! শুদ্ধমতি ইতিপূর্ব্বেই অবশাঙ্গে নিদ্রা যাইতেছিল!

দ্বিতীয় ঐন্দ্রজালিক বংশীবাদন বন্ধ করিলেন। আর মনোবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। কহিলেন, কুমার আর কেন, এইবার আমি জাল গুটাই?

প্রথম ঐন্দ্রজালিক কোনই উত্তর করিলেন না। নিঃশব্দে অগ্রসর হইয়া স্বীয় অঙ্গুলি হইতে একটী অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া রাজকুমারীর অঙ্গুলিতে

স্থাপন করিলেন। তাঁহার স্পর্শমাত্র অমৃতপ্রভা শিহরিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই প্রথম ঐন্দ্রজালিকের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক প্রথম ঐন্দ্রজালিক জিজ্ঞাসিলেন, রাজকুমারি, চিনিতে পারেন?

অমৃতপ্রভার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল। স্বপ্নাবস্থিতবৎ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, অধরে অস্ফুট স্বর শ্রুত হইল, পারি!

প্রথম ঐন্দ্রজা। আমি কে?

রাজকুমারী। কুমার।

প্র, ঐ। কোন্ কুমার?

রাজকু। নাম করিবার শক্তি নাই।

প্রথম ঐন্দ্রজালিক রাজকুমারীর হস্ত ত্যাগ করিয়া অনতিদূরে অবস্থিত হইলেন; কহিলেন, এইবার বলুন।

রাজকুমারী স্বপ্নাবস্থিত ব্রীড়াস্বরে উত্তর করিলেন, কুমার মেঘবাহন।

প্র, ঐ। কি দেখিতেছেন?

রাজকু। যাদুকর।

প্র, ঐ। তারপর?

রাজকু। সব শূন্যময়।

প্র, ঐ। তারপর?

রাজকু। অসীম মরু! বিস্তীর্ণ বন! বিশাল পর্ব্বত শ্রেণী! শিখর ধবলিত তুষার স্তূপ। জলস্থল সমাকীর্ণ শস্য শ্যামল সুন্দর প্রদেশ! বিচিত্র শোভা!

প্র, ঐ। তারপর?

রাজকু। তারপর সমস্ত শ্বেতবর্ণ রবিকিরণে অত্যুজ্জ্বলিত! ফল পুষ্প-শোভিত বিহারকানন, প্রাসাদ শ্রেণী! বিপুল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ রাজপুরী, রাজসভা, রাজসিংহাসন, সহস্র সহস্র রাজপুরুষ, নৃত্য গীত বাদ্য, পরম আনন্দ!

প্র, ঐ। রাজসিংহাসনে কে?

রাজকুমারী হাসিতেছিলেন! বাহ্যজ্ঞানশূন্য চৈতন্যবিহীন মুখে অচৈতন্যের শূন্যগর্ভ হাসি! প্রথম ঐন্দ্রজালিকের শেষ প্রশ্ন তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয় নাই। প্রথম ঐন্দ্রজালিক পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, রাজসিংহাসনে কে?

রাজকু। রাজাধিরাজ মেঘবাহন!

প্র, ঐ। পার্শ্বে কে?

রাজকুমারী অধোবদন। যুগপৎ বিস্ময়ে ও হর্ষে তাঁহার নিদ্রাবসাচেতন মুখ-

মণ্ডলের এক অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সম্পাদিত হইল। অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কহিলেন, পার্শ্বে?—পার্শ্বে?—পার্শ্বে, রাজ্ঞী অমৃতপ্রভা!

প্রথম ঐন্দ্রজালিক রাজকুমারীকে ধারণ করিয়া বসুমতীর পার্শ্বে শয়ানাবস্থায় স্থাপন করিলেন। দ্বিতীয় ঐন্দ্রজালিক ইতিপূর্ব্বেই সপ্রস্তুত দণ্ডায়মান ছিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে উভয়ে কুমারীদ্বারের বহির্ভাগে আসিয়া পৌঁছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

উন্মাদিনী।

বিধির বিধানে ভবের হাটে সকল পণ্য দ্রব্যই অমৃত-গরলে মিশ্রিত। বিশুদ্ধ পণ্য কিছুই নাই। দুঃখের সহিতই সুখ, সুখের সহিতই দুঃখ, প্রণয়ের সহিতই বিচ্ছেদ। একটীর সহিতই যেন তাহার বিপরীতটী মিশিয়া আছে। কেবল সুখ, বোধ হয় দুঃখ হইতেও বিস্বাদু। কেবল দুঃখের অন্তরে বোধ হয় কোন প্রকৃত সুখ নিহিত আছে। তাই কি বিধাতা কাহাকেও বিশুদ্ধ সুখ ভোগ করিতে দেন না? যাহারা চিরদুঃখী বলিয়া সুখীর হিংসা করে, তাহারা কি তবে প্রকৃত চিরদুঃখী নহে?

স্রষ্টার সমগ্র সৃষ্টির চূড়ান্ত মানবহৃদয়, তাহাও কি ইতর সৃষ্ট পদার্থের ন্যায় সীমাবদ্ধ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিধির অধীন? অত্যানন্দের পর সম্পূর্ণ নীরানন্দ! বিষাদের পরাকাষ্ঠার পর তৎক্ষণাৎ হর্ষের সূচনা, যেন গ্রীষ্মের পর বর্ষা সমাগমের ক্রমবৎ সীমাবদ্ধ প্রাকৃতিক বিধান! এরূপ ধারণা থাকিলে কে আর আনন্দে আনন্দিত হইবে, বিষাদে বিষণ্ণ বোধ করিবে? ইহসংসারে যাহার এ ধারণা থাকে না, তাহার অদূরদর্শী বলিয়া কলঙ্ক জন্মে! কিন্তু সে কলঙ্কও প্রার্থনীয়, তথাপি পরে দুঃখ ঘটিবে বলিয়া সুখের দিনে সুখী হইতে পাইব না, পরে সুখ আসিবে ভাবিয়া দুঃখের দিনে সুখীর ভাণ করিব, এরূপ প্রাজ্ঞতা একপ্রকার বিড়ম্বনা মাত্র।

যে একটী বিশেষ গুণ থাকাতে মানবহৃদয়ই সৃষ্টির চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য, তাহা

প্রাজ্ঞতা লাভের শক্তিও নহে, তত্ত্বজ্ঞান সংগ্রহের ক্ষমতাও নহে। সেটী কেবল মানবহৃদয়ের ভূতভবিষ্যৎ বিস্মৃত হইয়া বর্ত্তমানেই নিমজ্জিত হইবার সামর্থ্য!

পেশোর রাজ্য অত্যানন্দে নিমজ্জিত ছিল। সেই আনন্দের পরাকাষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই নীরানন্দ পেশোর পুরীমধ্যে প্রবেশ করিবে, ইহা কাহারও ধারণা হয় নাই। কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই, এরূপে পেশোরে হরিষে বিষাদ ঘটিবে!

গতকল্য যে স্থলে আনন্দের লহরী উত্থিত হইতেছিল, অদ্য তথায় দারুণ বিষাদের ভীষণ উর্ম্মী প্রবাহিত! সর্ব্বত্র হইতে ঐশ্বর্য্য সজ্জা দূরীকৃত করা হইতেছে! লোকজনের মুখে কথা নাই! রক্ষিগণ নিস্তব্ধ! রাজপুরুষ পারিষদ এবং কর্ম্মচারী ভিন্ন অপর লোকের পুরী-প্রবেশ নিষিদ্ধ।

সভাগৃহ শূন্য! মহারাজ শৈলেশ্বর কক্ষান্তরে নিভৃতে উপবিষ্ট! তথায় রাজমন্ত্রী সুধীবর এবং কয়েকজন মাত্র বিশ্বস্ত পারিষদ উপস্থিত! সকলেই ম্রিয়মাণ বিষণ্ণ। রাজচক্ষু দিয়া অজস্র অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছিল। তিনি বাষ্পগদ্গদ স্বরে কহিলেন, মন্ত্রি! বিধাতা এ কি করিলেন? আমার অদৃষ্টে এরূপ কেন ঘটিল! কোথায় আগামী কল্য এ রাজপুরীর শোভায় ইন্দ্রপুরী পরাস্ত হইবে! রাজ্যময় সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইবে! আমি সহস্র রাজমুকুটধারীর মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া কন্যার স্বয়ম্বরসভা উজ্জ্বল করিব! কন্যা আমার অলোক-সুন্দরী, অসামান্যা গুণবতী! কোন উপযুক্ত অসামান্য অশেষগুণালঙ্কৃত রাজকুমারের কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিবেন, তাহা না হইয়া এ কি সর্ব্বনাশ ঘটিল! আমার একমাত্র সন্তান, আমার প্রাণপুত্তলী অমৃতপ্রভা উন্মাদিনী! বলিতে বলিতে হৃদয়ভেদী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। শোকাধিক্যে কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, আর কথা কহিতে পারিলেন না। উপস্থিত সকলেই অশ্রুত্যাগ করিতেছিলেন। মন্ত্রী রাজশোকের সান্ত্বনা করিবেন কি তাহার নিজ বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইতেছিল, মুখে বাক্যস্ফূরণ হইল না; তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অধোবদনে বসিয়া রহিলেন।

এই সময়ে এক পরিচারিকা আসিয়া সম্বাদ দিল, রাজমহিষীর মূর্চ্ছা অপনোদিত হইয়াছে এবং তিনি মহারাজের শ্রীচরণ দর্শনাকাঙ্ক্ষিনী হইয়াছেন। শ্রবণমাত্র মহারাজ গাত্রোত্থান করিয়া অন্তঃপুরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

বিগত অপরাহ্ণে কামিনীকাননে কি ঘটনা হইয়াছিল, কেহ বলিতে পারে না। নিত্য-আনন্দোৎসবের মধ্যে রাজমহিষী পুরবাসিনী এবং পরিচারিকা সকলেই ব্যস্ত; একে অন্যের সম্বাদ লইবারও অবকাশ ছিল না। অপরাহ্ণ

উত্তীর্ণ হইয়া নিশাগমের কতক্ষণ পরে মহিষীর শুক্লমতিকে কি জন্য প্রয়োজন হওয়াতে প্রকাশ হয় যে, অমৃতপ্রভা, বসুমতী এবং শুক্লমতি তিন জনে কামিনীকাননের এক অনাচ্ছাদিত স্থলে নীরাসনে ঘোর নিদ্রাভিভূত হইয়া পতিত ছিলেন। যখন পরিচারিকাগণ তাঁহাদিগকে জাগরিত করিয়া গৃহে আনয়ন করিল, দেখিল রাজকুমারী সম্পূর্ণ উন্মাদিনী! বসুমতীকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি কখন কামিনীকাননে গিয়াছিলেন, রাজকুমারী কি শুক্লমতি সমভিব্যাহারে ছিলেন কি না, তাঁহারা কেন ঐরূপ অনাবৃত স্থলে নীরাসনে শায়িত ছিলেন, কিছুই বলিতে পারিলেন না! মুখের ভাবে তাঁহারই মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ কি না বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিল!

চিড়িয়াবাইয়ের স্বভাব সম্পূর্ণ পরিবর্জিত; সে যেন নৃত্য গীত বিস্মৃত হইয়াছে! তাহার সে হাসিমাখা মুখে কেমন এক প্রকার গাঢ় কালিমা পতিত হইয়াছে। সে নৃত্যমাখা অঙ্গভঙ্গিতে যেন আর উল্লাসের চিহ্নও নাই, নিস্পন্দ নিশ্চল দেহে সে জীবন্মৃতের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই সে কাঁদিয়া উঠে, কি হইয়াছে কিছুই বলিতে পারে না।

অমৃতপ্রভা হৃদয়শূন্যা, মস্তিষ্কহীনা! কেবল অসম্বদ্ধ কথা কহিতেছেন! কত কি বকিতেছেন, তাহার মাথা নাই, মুণ্ড নাই! কখন বা হাসিতেছেন, কখন গীত গাহিতেছেন, কখন নৃত্য করিতেছেন; কাহারও সমক্ষে লজ্জা ভয় কিছুমাত্র নাই। পরিচারিকাগণ কেহ কিছু বলিলে, তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেছেন! বিগত রজনীতে অন্তঃপুর মধ্যে কেহ নিদ্রা যাইতে পারে নাই। রাজকুমারী বিপর্য্যস্ত বসনে আলুলায়িত কেশে পুরীময় নৃত্য গীত করিয়া ফিরিয়াছেন! সে উন্মাদিনীর নৃত্যগীতে পুরবাসিনীগণ ভয়ে ত্রস্ত হইয়াছিলেন!

একবার স্বয়ং রাজমহিষী কন্যাকে ধরিতে গিয়াছিলেন। অমৃতপ্রভা তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে পলাইতে লাগিলেন। পরিচারিকাদিগকে কহিলেন, উঁনি কে? উঁহাকে আমার নিকটে আসিতে দিস্‌নে, উঁনি আমায় স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ আমার মৃত্যু হইবে! কন্যার পরুষ বচনে রাজ্ঞী ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। তাহাতে ক্ষণমাত্র অমৃতপ্রভা স্থির হইয়া অনিমেষে এক দিকে চাহিয়া রহিলেন। যেন কি বিষম দুর্ভাবনায় তাঁহার মুখ কমল মলিন হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই বিকৃত, হৃদয়শূন্য, উচ্চহাস্য করিয়া মহিষীর নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিলেন। পরিচারিকাগণ পশ্চাদগমন করিয়া শিথিলাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু রাজকুমারীর কিছুতেই বিন্দুমাত্র ক্লান্তির লক্ষণ পরিলক্ষিত হইল না।

কন্যার অবস্থা দেখিয়া রাজমহিষীর ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল! ক্রন্দন করিতে করিতে দারুণ দুশ্চিন্তায় তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন হইয়াছিল। তিনি হা অমৃত! আমার হৃদয়ের ধন! আমার অঞ্চলের নিধি! বলিয়া হৃদয়বিদারক চীৎকার করিতে করিতে সহসা ধূল্যবলুণ্ঠনে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

রজনীযোগে মহারাজ কখন রাজকুমারীর অবস্থা দেখিয়া মনোক্ষোভে রোদন করিতেছিলেন, কখন মহিষীর কক্ষে বসিয়া অজস্র অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিলেন, কখন হতাশ খিন্ন বিষন্নবদনে নির্জ্জনে বসিয়া অকূল চিন্তায় অভিভূত হইতেছিলেন।

সেই রাত্রেই সমস্ত আনন্দোৎসব বন্ধ করা হইয়াছিল। একমুহূর্ত্তে অপার আহ্লাদের সাগর শুষ্ক হইয়া তৎস্থলে নিদারুণ বিষাদবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। নিশিশেষেই মন্ত্রী এবং বিশ্বস্ত অমাত্যগণকে সমবেত করিয়া ঐরূপে বহির্বাটীর এক নিভৃত কক্ষে বসিয়া মহারাজ শৈলেশ্বর প্রাণবিদারক বিলাপ করিতেছিলেন। মহিষীর সংজ্ঞা লাভের সম্বাদ পাইয়া রাজ্ঞীর পুরীর দিকে চলিলেন।

সম্মুখে অমৃতপ্রভা! পিতৃসন্দর্শনে রাজকুমারী নৃত্য করিয়া গীতারম্ভ করিলেন :—

মেঘের কোলে ও বিজলী!
আয় না নিয়ে করি খেলা,
ছুড়ে ছুড়ে মারবো চাঁদে,
জুড়ে জুড়ে পরবো মালা।
চাঁদে চাঁদে চাঁদেব হারে,
তাবায় তারায় গাঁথবো তোরে,
মাতবো সবে চাঁদের খেলায়,
করবো ধরায় চাঁদের মেলা।

পরিচারিকাগণ অমৃতপ্রভাকে ধারণ করিল। তাঁহার মুখে কর প্রদানপূর্ব্বক গীত বন্ধ করিবার চেষ্টা পাইল। কিন্তু রাজপুত্রীর নবনীত কোমল কুমারী-অঙ্গে তখন দশহস্তীর বল। তাঁহার এক একটী অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনায়, বলবতী পরিচারিকারাও দূরে দূরে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল!

মহারাজ অগ্রসর হইয়া কন্যার স্কন্ধে হস্ত রক্ষা করিলেন। অমৃতপ্রভা মুহূর্ত্তকের জন্য সংজ্ঞাশূন্য ঊর্দ্ধনেত্রে জনকের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে এক অভূতপূর্ব্ব চিন্তার ছায়া পতিত হইল!

মহারাজ কহিলেন, অমৃতপ্রভা-মা আমার! অমন করিতেছ কেন? শ্রবণমাত্র রাজকুমারী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সে বিকট পৈশাচিক হাস্যে মহারাজ শিহরিয়া উঠিলেন, ক্রন্দন করিলেন।

হাসিতে হাসিতে অমৃতপ্রভা পরিচারিকাগণকে কহিলেন, দুর্য্যোধন সীতা-হরণ করিয়াছে, তাই কুম্ভকর্ণরাজ ক্রন্দন করিতেছেন। বলিতে বলিতে অট্ট-হাস্য হাসিতে হাসিতে পিতৃসম্মুখ হইতে দূরে পলায়ন করিলেন।

রাজা দরবিগলিত নেত্রে অধোবদনে মহিষীকক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ক্ষুব্ধ ও জিঘাংসাপরতন্ত্র।

অদ্য সাবিত্রীমাঠে মহা হুলস্থূল পড়িয়াছে। গত রাত্রে রাজবৈদ্য আসিয়া অমৃতপ্রভার উন্মাদ রোগ উৎকট ও অচিকিৎস্যনীয় সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যুষেই মন্ত্রী সুধীবর আমন্ত্রিত মহাপুরুষদিগকে ইহা সবিনয়ে পরিজ্ঞাত করিলেন এবং স্বয়ম্বর রহিত হইল বলিয়া সম্বাদ প্রেরণ করিলেন।

এই সম্বাদেই সাবিত্রীর মাঠ কোলাহলে পূর্ণ। বঙ্গ দাক্ষিণাত্য ও রাজ-স্থানের প্রাচীন ও উদার চিত্ত রাজগণ অমৃতপ্রভার অসুস্থতাহেতু আক্ষেপ, এবং রাজা শৈলেশ্বরের শোকে সহানুভূতি প্রকাশ পূর্ব্বক স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। কেবল মুলতান বিদর ও কান্যকুব্জ প্রভৃতির কয়েক জন উদ্ধত স্বভাব ক্রূরান্তঃকরণ নৃপতি চক্রান্ত আরম্ভ করিলেন—পেশোর-রাজ কেন স্বয়ম্বর রহিত করিয়া নিমন্ত্রিতের প্রত্যাখ্যানজনিত অপরাধের সমুচিত শাস্তি পাইবেন না?—বিদর-রাজ কহিলেন, উন্মাদ হওয়ার কথা অলীক। শৈলেশ্বর-কুমারী কোন নির্দ্দিষ্ট পাত্রে আত্ম বিসর্জ্জন করিয়া এক্ষণে স্বয়ম্বর নিবারণার্থ উন্মত্ততার ভাণ করিতেছেন। মুলতান-রাজ স্ব সৈন্য প্রস্তুত হইবার আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, যদি অন্য কেহই তাঁহার সহিত যোগ না দেন, একাই সম্মুখ সমরে শৈলেশ্বরের ধৃষ্টতার উচিত প্রতিফল প্রদান পূর্ব্বক অমৃতপ্রভাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবেন।

বৃদ্ধ কাবকুব্জ-নৃপ বলিলেন, "স্ত্রী জাতির নব যৌবনে উন্মাদ রোগ দোষের নহে। পেশোর-রাজ-তনয়া যদি প্রকৃতই উন্মাদিনী হইয়া থাকেন, তাঁহার স্বয়ম্বর কেন রহিত হইবে? মস্তিষ্কই অপ্রকৃতিস্থ। অসামান্য রূপলাবণ্যের ত কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। উন্মাদিনী রাজকুমারী-প্রদত্ত বর-মাল্য গ্রহণে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই।"

এইরূপ নানা জল্পনায় ও ছলে ক্রূরমতি নরপতিগণ সমবেত হইয়াছেন। শৈলেশ্বরের এই প্রাণপুত্তলিসম একমাত্র কন্যার অচিকিৎস্যনীয় উন্মাদরোগ, রাজ্যময় এই অতুলনীয় হর্ষে এই বিপুল বিষাদ, উৎসবোৎফুল্ল পেশোরবাসীর মস্তকে এই বিনা মেঘে বজ্রাঘাত!—তজ্জন্য দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক, এই পাপাচারীগণ বিনাপরাধে পেশোর ধ্বংসের ও শৈলেশ্বরের সর্ব্বনাশের আয়োজনে প্রবৃত্ত!

শৈলেশ্বর নিদারুণ শোক সন্তাপে ভগ্ন হৃদয়! এ সময়ে বিপ্লবের আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় উৎকণ্ঠিত হইল। পাষণ্ডদিগের বিষম চক্রের সম্বাদ পাইয়া তিনি সুধীবরকে তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মন্ত্রী অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া পেশোরাধিপতির নিরপরাধিতা সংস্থাপন চেষ্টা করিলেন এবং এ সময়ে তাঁহার বিপক্ষে যুদ্ধ করা মৃত দেহে খড়্গাঘাতবৎ ভীষণ নিষ্ঠুরতা বলিয়া তাঁহাদিগকে যুদ্ধে নিরস্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

অগত্যা শৈলেশ্বরকে যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইতেই হইল। জননী যেমন একটি সন্তানের শব-দেহ ক্রোড়ে লইয়া শোকে বিহ্বল হইয়াও পাছে অপর কোন সন্তানের কোন অমঙ্গল হয়, তজ্জন্য সতর্ক হইতে বিস্মৃত হয়েন না; সেইরূপ প্রজাবৎসল শৈলেশ্বর অমৃতপ্রভার শোকে অধীর হইয়াও পেশোর প্রজাগণের অশুভ নিবারণ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না।

পাথরে বুক বাঁধিয়া অমাত্য কর্ম্মচারী ও পারিষদবর্গ পরিবৃত হইয়া রাজা সভাগৃহে উপবেশন পূর্ব্বক যথাপূর্ব্ব রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। প্রবল বিপক্ষ দল গৃহদ্বারে উপস্থিত। গত কল্য যাহাদিগকে পরম সমাদরে আহ্বান ও পরম যত্নে সেবা করিয়াছেন, অদ্য তাহাদিগের দুর্ব্যবহারের উচিত প্রতিফল দিয়া দূর করিয়া দিতে হইবে। শৈলেশ্বর যুগপৎ ক্ষুব্ধ ও জিঘাংসা পরতন্ত্র হইলেন।

পেশোর-সেনানী মহাবল পরাক্রান্ত; বিশেষ অদ্বিতীয় যোদ্ধা বীরবাহু

যাঁহাদের অধ্যক্ষ তাহাদের পক্ষে মুলতান বিদরের ন্যায় দুই চারিটী শত্রু দমন করা তাদৃশ চিন্তার বিষয় নয়। তবে এই নিদারুণ কন্যা-শোক-সন্তপ্তহৃদয়ে আবার যুদ্ধের আয়োজন করিতে হইবে, ইহাই পরম ক্ষোভের বিষয়।

সহসা স্মরণ হইল! বীরবাহু!—অমৃতপ্রভা উন্মাদিনী—এই কথাটী শ্রবণাবধি প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল। আকুল হৃদয়ে অন্য কাহারও কথা তাঁহার মনেই ছিল না, কর্ণেও প্রবেশ করে নাই। এক্ষণে স্মরণ হইল, গত রাত্রি হইতে বীরবাহুকে একবারও দেখেন নাই। আজ্ঞা দিলেন, কুমার বীরবাহুকে রাজসভায় আসিতে বল।

অনতি বিলম্বে দূত আসিয়া সম্বাদ দিল, কুমার পুরী মধ্যে নাই। বিগত নিশায় রাজনন্দিনীর শোকাবহ রোগের কথা প্রকাশ হওয়ার পর হইতে আর কেহ তাঁহাকে দেখে নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পাপিষ্ঠ অসি নিষ্কোসিত কর।

নিশা অবসান প্রায়, ধরিত্রী স্থিরা, প্রকৃতি সুষুপ্তা, দিগন্তর শান্তিময়! স্বর্গভালে শশাঙ্কের কয়েকটী পাণ্ডু কলামাত্র পরিদৃশ্যমান। পার্শ্বে প্রভাতের প্রফুল্ল শুক তারাটী উদিত।

পূর্ব্বাকাশ তখনই ঈষৎ রক্তিমা-রাগ-রঞ্জিত। ইন্দু-কিরণে অরুণ-রাগ, অরুণ-রাগের সহিত ছায়া ছায়া অন্ধকার মিশিয়া গিয়াছিল। তাহার উপর প্রভাত সমীরণের সে কৌমুদীর প্রফুল্লতা, ঝিল্লী রবের সে সুর সঙ্গত মধুরতা তাহার উপর কলকণ্ঠিগণের প্রভাতী আলাপ, সর্ব্বোপরি কোকীলের কুহু রব, সমস্তই উষার অতুল ঐশ্বর্য্য! সেই উষা রূপে গুণে যৌবনে পূর্ণা, প্রেমে ঢল ঢল হইয়া প্রতিদিন লোকের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত। উষা বলে ভাবুক উঠ! আমার সহিত ভাব কর! হা কপাল, কোটী লোকের মধ্যে কয়টাই বা ভাবুক! এই দেখ, সাবিত্রীমাঠের সুদূরপ্রান্ত সংলগ্ন নিবিড় বনপার্শ্বে দুইটী যুবাপুরুষ দণ্ডায়মান, ইঁহারা কি ভাবুক? হরি! হরি! ইঁহারা যে যোদ্ধৃ বেশধারী।

উভয়েই বীরপুরুষ, উভয়েরই মুখশ্রীতে ও অঙ্গ সৌষ্ঠবে সম্পূর্ণ রাজশ্রী বর্ত্তমান।

স্থানটী লোকসমাগম-চিহ্ন বিবর্জ্জিত, সম্পূর্ণ নির্জ্জন। সময়টী, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, নিস্তব্ধ নিশীথের শেষ, প্রশান্ত প্রভাতের প্রাক্কাল! এ সময়ে কুমার বীরবাহু কুমার মেঘবাহনের সহিত এস্থানে কেন? এ আবার কি? বীরবাহুর মুর্ত্তিতে ভয়ঙ্কর জিঘাংশার চিহ্ন প্রকটিত কেন? তাঁহার দেহ স্ফীত, মুখমণ্ডল ভীষণ ক্রোধপূর্ণ, উৎফুল্ল! তাঁহার নয়নে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতেছে, নিশ্বাসের বেগে বক্ষস্পন্দন স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। দৃঢ়মুষ্টে নিষ্কোষিত অসি ধারণ করিয়া ক্রোধান্বিত কেশরীর ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন! সহসা বজ্রপদে ভূপৃষ্ঠে একটী পদাঘাৎ করিয়া কহিলেন, পাপিষ্ঠ, অসি নিষ্কোষিত কর, যুদ্ধ কর, নচেৎ আমার হস্তে কাপুরুষের মতই শমনসদনে যাইতে হইবে।

মেঘবাহন প্রশান্ত গম্ভীর বদনে দণ্ডায়মান। বীরবাহুর কটুক্তিতে অধর-প্রান্ত ঈষৎ কুঞ্চিত হইল, কিন্তু তাহা ক্রোধের পরিবর্ত্তে হাস্যরেখায় পরিণত হইল। উত্তর করিলেন, কুমার আমাকে পেশোয়ররাজ সমাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন; এখানে আসিয়া অবধি আপনাদের প্রদত্ত অন্ন লবণ ভক্ষণ করিতেছি। আমি অকারণে আপনার অঙ্গে অস্ত্র প্রক্ষেপ করিব না! তাহা ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম নহে!

বীরবাহু। (ক্রোধে ও বিকৃতস্বরে) অজ্ঞাতসারে অন্নদাতা ও লবণদাতার অন্তঃপুরে প্রবেশ, তাঁহার একমাত্র কন্যার হৃদয়তন্ত্রী ছেদন, তাঁহাকে মরণাধিক যন্ত্রনাপ্রদান—ইহাতে কি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের কোন বিঘ্ন হয় না?

মেঘবাহন। অমৃতপ্রভা লাভ করিবার জন্য কোন উপায়ই অবলম্বন করিতে কোন ধর্ম্মের হানি বোধ করি না, কোন বিঘ্নই ভাবি না, অমৃতপ্রভা আমার প্রাণেশ্বরী!

শ্রবণমাত্র বীরবাহু শিহরিয়া উঠিলেন; তাঁহার কণ্ঠ হইতে এক বিকট চীৎকার ধ্বনি বহির্গত হইল। এক লম্ফে মেঘবাহনের উপর আসিয়া পড়িবেন এইরূপ সঙ্কল্প, কিন্তু দারুণ ক্রোধে ও বীরমদ উন্মত্ততায় তাঁহার মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হইতেছিল। বৈরনির্যাতন-উত্তেজনায় ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হইয়া বিচলিত পদ-বিক্ষেপণে ভীমবেগে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। অমনি নিদারুণ যাতনাসূচক মর্ম্মভেদী স্বর মেঘবাহনের কর্ণগোচর হইল! তিনি এক লম্ফে গিয়া বীরবাহুকে বক্ষে করিয়া তুলিয়া লইলেন। দেখিলেন, কুমার অচৈতন্য। তাহার বাম জঙ্ঘা

হইতে স্রোতবেগে রুধির ধারা প্রবাহিত। স্খলিতপদে পতন কালে স্বহস্তস্থিত অসির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ তাঁহার বাম উরু ভেদ করিয়া বিদ্ধ হইয়াছিল। বীরবাহু-বক্ষ-মেঘবাহন এক মুহূর্ত্তে নিজ শিবিরে আসিয়া পৌছিলেন। কুমার মেঘ-বাহন ব্যতীত সমগ্র পেশোর প্রদেশে কেহ জানিল না—বীরবাহু কোথায়!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কাল রাত্রি!

গভীর নিশীথকাল! মহারাজ শৈলেশ্বর মন্ত্রি সুধীবরের সহিত মন্ত্রণায় নিবিষ্ট। এই চতুর্থ রজনী বীরবাহুর উদ্দেশ নাই। দেশ দেশান্তর, গ্রাম নগর, বন প্রান্তর, পর্ব্বত নদী কোথাও অন্বেষণ করিতে ত্রুটি হয় নাই। পেশোররাজ হতাশ ক্ষিন্ন ম্রিয়মান। বহুক্ষণ অধোবদনে নিস্তব্ধ থাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, মন্ত্রি, রাজগণ কিছুতেই যুদ্ধে নিরস্ত হইবেন না?

সুধীবরের দুই গণ্ডে অশ্রুধারা বহিতেছিল। বাষ্পগদ্গদ স্বরে উত্তর করি-লেন, মহারাজ আমি স্বয়ং গিয়া বিদর রাজের চরণে ধরিয়াছিলাম, নিদারুণ পুত্রকন্যা শোকেই আপনি যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক, সানুনয়ে তাহা জ্ঞাত করিয়া-ছিলাম। পাষণ্ড বিদর আমাকে যৎপরোনাস্তি অবমাননা করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। মহারাজ সে অবমাননাতেও আমি দুঃখিত হইতাম না। পাপিষ্ঠ বলিল কি না 'তোর পেশোররাজ কাপুরুষ, তুই তার কাপুরুষ মন্ত্রী।' বলিতে বলিতে সুধীবরের বিহিন-দন্ত পলিতচর্ম্ম মুখমণ্ডলও আরক্তিম হইয়া আসিল। দুই হস্তে ধবল শ্মশ্রুদল মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। কহিলেন, মহারাজ! রাজকুমারী ত অচৈতন্যা উন্মাদিনী, কুমার বীরবাহুও নিরুদ্দেশ, আবার বিদর সুলতানের চক্ষে আমরাও কাপুরুষ, তবে আর রাজ্য ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন? জীবনেরই বা আবশ্যকতা কি? আপনি না পারুণ, আমিত সঙ্কল্প করিয়াছি, আগামী কল্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত করিতে হয়, করিব!

শৈলেশ্বর ঈষৎ হাসিলেন। কহিলেন, মন্ত্রি যখন আমি স্বয়ং যুদ্ধে যাই-তেছি, তখন তোমার সঙ্কল্প-সিদ্ধি হওয়া কঠিন।

মন্ত্রী কহিলেন, বীরবাহুর ভরসায় এতকাল অস্ত্র স্পর্শ করি নাই। তথাপি ইচ্ছা হয়, অসি হস্তে রণক্ষেত্রে দুরাত্মা বিদরের বক্ষে বসিয়া তাহার কলঙ্কিত শিরশ্ছেদন করিয়া আনি!—

সহসা মন্ত্রণাগৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। ঊর্দ্ধশ্বাসে একজন দূত আসিয়া সম্বাদ দিল, মহারাজ সর্ব্বনাশ উপস্থিত! সাবিত্রীমাঠের রাজগণ সসৈন্যে রাজপুরী আক্রমণে আসিতেছে।'

শৈলেশ্বর লম্ফপ্রদান করিয়া উঠিলেন। কহিলেন, কে আছিস্ রে, আমার যুদ্ধসজ্জা করিয়া দে। তোরণ শির্ষে নিদর্শন আলোক উত্তোলন কর।

অনতিবিলম্বে পেশোরপুরী সৈন্যপুঞ্জে পূর্ণ হইল। অশ্বারোহী পদাতিক, অগণন অসি হস্ত, শূলকর, মুষলধারী, ধানুকী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল। তুরীর নিনাদে, ভেরীর রবে, জয়ডঙ্কার বজ্রধ্বনিতে পেশোর মাতিয়া উঠিল। শৈলেশ্বর সুলক্ষণা নাম্নী মাতঙ্গিনী পৃষ্ঠে অগ্রগমন করিতে লাগিলেন। পরাক্রান্ত বীরদল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পশ্চাদ্গমন করিল।

সাবিত্রীমাঠের বিস্ময়কর ব্যাপার বর্ণনার অতীত। রজনীর ঘোর অন্ধকারে তুমুল যুদ্ধের ভীষণ কোলাহল! মধ্যে মধ্যে বৈবিদলের কঠোর হুঙ্কার। মধ্যে মধ্যে আহতের হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ! এক একবার জয় বিদর রাজের জয়, জয় মূলতান রাজের জয়, ঘোর রোলে উত্থিত হইতেছে; শ্রবণমাত্র কর্ণ বধির হইতেছে। আতঙ্কে যেন নিশ্বাস ফেলিতেও ইতস্ততঃ করিতে হয়! এক একবার যেন বক্ষস্থলের স্পন্দন রহিত হইয়া পড়ে। বৃদ্ধ মন্ত্রী সুধীবর বিশাল নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ঊর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া করুণ স্বরে আপনা আপনি কহিলেন, ওঃ এই কি কাল রাত্রি! এ রাত্রি কি শেষ হইবে না। এই যুদ্ধেই কি পেশোর রাজ্য ধ্বংস হইবে? পেশোররাজ নিরপরাধী নিঃসহায়। এ যাত্রা বিধাতা রক্ষা না করিলে উপায় নাই।

হরি! তুমি রক্ষাকর্ত্তা! তুমি অগতির গতি, পতিতের উদ্ধারকর্ত্তা, নিঃসহায়ের সহায়। হরি। সাদা প্রাণে কেন কালী পড়ে? নির্ম্মলহৃদয় সাধুর চক্ষে কেন অশ্রু ঝরে? নিরপরাধীর কেন শাস্তি হয়? হরি! তুমি যে সু গড়িয়াছ, তার পার্শ্বেই কেন কু-টী রাখিয়াছ? সবই সু হইলে কি তোমার পছন্দ হইত না? সবই সু, সবই মঙ্গলময়—শান্তিময় 'ইহঃস্বর্গ' হইত! তাহাতে কি তোমার আনন্দ হইত না? সংসার পুণ্যময়, সৃষ্টি আনন্দময়, জগৎ সুখময় হইলে কি তোমার প্রীতি জন্মিত না? হরি! হরি! তোমার পছন্দ, তোমার

আনন্দ, তোমার প্রীতি! এ সব কি কথা! তবে কি বলিব, কি বলিয়া ভাবিব, কি ভাবিয়া ডাকিব? যা দেখি, তাই জানি; যা শুনি, তাই ভাবি; যা শিখি শুনি, তাই শিখি, এ ভিন্ন জীবের আর কি উপায় আছে—যাতে অমর ভাবের ভাবুক হইতে পারে?

শৈলেশ্বর ভাবিতেছিলেন, হায়! কুমার বীরবাহু এ সময়ে কোথায় রহিলেন, তিনি জীবিত থাকিতে শৈলেশ্বরকে স্বয়ং যুদ্ধে আগমন করিতে হইতেছে! মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস প্রবাহিত হইল!

এ কি! ভীষণ গর্জ্জনে মেদিনী কম্পিত করিয়া 'জয় মহারাজ পেশৌরাধিপতির জয়' ধ্বনি কোথা হইতে উত্থিত হইল? শৈলেশ্বরের সৈন্যদল সিংহনাদে সেই বোলে যোগ দিল। সতর্কতা শৃঙ্খলা অধিনায়কগণের অনুজ্ঞা সব ভুলিয়া বীরগণ উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। যেস্থল হইতে উত্থিত হইতেছিল, জয় পেশৌর রাজের জয়, তাহারা সেই দিক লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

জয় কুমার বীরবাহুর জয়!

পেশৌর রাজবিরুদ্ধে চক্রান্তকারীগণ কুমন্ত্রণার প্রস্তাব করিয়া যে সময়ে গান্ধার রাজকুমারকে তাহাতে যোগ দান করিতে অনুরোধ করেন, মেঘবাহন উত্তর করিয়াছিলেন, 'আমি পেশৌরধ্বংশের সহায়তা করিব কি, শক্তি হয় শৈলেশ্বরের শত্রুনিপাতের আয়োজনে ত্রুটি করিব না।' তাহাতে বিদর ও মুলতান রাজ মেঘবাহনকে উদ্ধত স্বভাব বালক বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। মেঘবাহন পাপিষ্ঠদিগের অবজ্ঞাসূচক কটূক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, তাঁহাদের সর্ব্বনাশ করিবেন! সমভিব্যাহারে দুই শত অশ্বারোহী ও দুইশত পদাতিক মাত্র তাঁহার রক্ষকস্বরূপ আসিয়াছিল। তাহাদিগের উপরেই নির্ভর করিয়া শৈলেশ্বরের পক্ষ অবলম্বন করিবেন, মনস্থ করিলেন। সৈন্যসংখ্যা অল্প হইলে কি হয়, তাহারা গান্ধারের বিশ্বস্ত ও অগ্রগণ্য বীর!

তদ্ভিন্ন স্বয়ং মেঘবাহন যে রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিবেন, তথায় পরাজয়ের ভয় কি? মেঘবাহন অতি সঙ্গোপনে নিজ অধিনায়ক ও সেনানীদিগকে উপদেশ দিলেন, তাহারা প্রস্তুত থাকে, চক্রান্তকারীগণ পেশৌর আক্রমণ করিবা মাত্র তাহাদের উল্লঙ্ঘন করিতে হইবে।

সেই গান্ধার সেনাদলমধ্য হইতে উত্থিত হইতেছিল, 'জয় পেশৌরাধিপতির জয়।' বীরগণ প্রমত্ত মাতঙ্গবৎ বিপক্ষ দলমধ্যে পতিত হইয়া তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিতেছে। বিদর মুলতান এবং কান্যকুব্জ তিন রাজ্যের অন্যূন দুই সহস্র সৈন্য সহ স্বয়ং বিদররাজ এবং মুলতানরাজ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত। কিন্তু গান্ধারের চারি শত লোক চারি সহস্রের বুলে তাঁহাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান!

এত সৈন্য লইয়া গভীর নিশীথে গুপ্তভাবে আক্রমণ করিতেছেন, অনায়াসেই পেশৌর জয় করিবেন, এই আশায় বিদর ও মুলতানরাজ বিরাট বিক্রমে নিশ্চিন্ত মনে যাইতেছিলেন। উভয়ের মধ্যে হাস্য পরিহাসও চলিতেছিল। বিদর কহিলেন, মুলতানরাজ, রাজ্য আপনার কিন্তু রাজকন্যার দিকে লক্ষ্য করিবেন না। মুলতানরাজ উত্তর করিলেন; সে উন্মাদিনী রাজকন্যা লইয়া আপনি কি করিবেন? আমার অন্তঃপুরে সকল রকম সুন্দরী আছে, একটী উন্মাদিনীর অভাব।

সহসা স্কন্ধভ্রষ্ট গিরিশৃঙ্গের ন্যায়, অমর-কর প্রক্ষিপ্ত অষ্ট বজ্রের ন্যায়, ঝটিকাবর্ত্ত উদ্বেলিত সাগর-তরঙ্গের ন্যায়, এক দল বিপক্ষ আসিয়া হুঙ্কার ধ্বনি করিল। বজ্রনিনাদে বলিয়া উঠিল, জয় মহারাজ পেশৌরাধিপতির জয়। মুলতান ও বিদর পার্শ্বে পার্শ্বে অশ্ব চালনা করিতে ছিলেন। উভয়েই স্তম্ভিত হইলেন। বিদর কহিলেন, মুলতানরাজ একি! মুলতানরাজ উত্তর করিলেন, সর্ব্বনাশ!

ক্ষণপ্রভার প্রভা বিকীরণ চকিতের ন্যায় অসি চকিতে বিদররাজের চক্ষু আকৃষ্ট হইল। নৈশ গগনের নক্ষত্ররাজি প্রতিফলিত বর্ম্মাবৃত-বপুঃ-বীরপুরুষ বিদররাজ সম্মুখীন হইলেন। গম্ভীর স্বরে বীরপুরুষ কহিলেন, বিদররাজ তস্করের ন্যায় রজনীর অন্ধকারে পেশৌর আক্রমণ করিতে যাইতেছেন, এক্ষণে আত্ম রক্ষা করুণ। তাঁহার বীরোচিত প্রশান্ত মূর্ত্তিতে, তাঁহার নির্ভীকতাব্যঞ্জক গভীর বচনে, নিশীথের সেই ঘোর অন্ধকারে, সৈন্যপুঞ্জের সেই ভয়ঙ্কর কোলাহল মধ্যে, বিদর ও মুলতানরাজ বাঙ্‌নিষ্পত্তি রহিত হইলেন। সহসা তাড়িৎসঞ্চারাবদ্ধবৎ তৎপ্রদেশটী নিস্তব্ধ নিশ্চল হইল। সগর্ব্বে মুলতানরাজ জিজ্ঞাসিলেন, 'তুই কে?' বীরপুরুষ উত্তর করিলেন, অস্মদার নীচান্তঃকরণ তস্করদিগের কৃতান্ত। বিদররাজ চিনিলেন, গান্ধাররাজকুমার মেঘবাহন!—ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল।

ক্ষিপ্র হস্তে অসি উত্তোলন করিয়া কহিলেন পামর, এই লও তোমার ঔদ্ধত্যের উচিত পুরস্কার। করস্থিত অসি শূন্যে পরিভ্রমণ করিল, নিমেষ মধ্যে মেঘবাহনের শিরে আসিয়া পতিত হইবে। কিন্তু সতর্ক গান্ধাররাজতনয় ঞ্চলমতি শত্রুর অভিপ্রায় পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার সুশিক্ষিত অশ্বও অরি-করে অসি দর্শনে কিংকর্ত্তব্যে অমনোযোগী ছিল না। একবার এক লম্ফে আরোহী সহ দূরে সরিয়া গেল। পরক্ষণেই সিংহ-বিক্রমে পুনর্বায় শত্রু-সম্মুখীন হইল, তখন মেঘবাহনের অসি শনৈঃ ঘূর্ণিত হইয়া বজ্রবেগে বিদররাজের শিরে পতিত হয়। বিদর স্বীয় অশ্বের পুচ্ছাংশে দেহ কণ্ডূয়ণ করিলেন, অব্যর্থ অসি অশ্বের গ্রীবায় পতিত হইল। পলকে গ্রীবা, মস্তক ও সম্মুখস্থ পদদ্বয়ের কিয়দংশসহ অশ্বাংশ ভূপতিত হইল, বিদররাজ লম্ফ দিয়া ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। শত্রুসৈন্য জিঘাংসায় চীৎকার ধ্বনি করিয়া উঠিল। বীরকেশরী মেঘবাহনের বীর অনুচরগণ মার মার করিয়া আসিয়া সকলকে দূর করিয়া দিল। মুলতানরাজ হিংস্র ব্যাঘ্রের ন্যায় আসিয়া মেঘবাহনকে আক্রমণ করিলেন।

সহসা কে একজন বজ্র মুষ্টে মুলতানরাজের উত্তোলিত অসি-সংলগ্ন-হস্ত ধারণপূর্ব্বক কহিলেন, সাবধান মুলতানরাজ। গান্ধাররাজকুমারের সহিত বিদররাজের দ্বন্দ্ব যুদ্ধে তৃতীয় ব্যক্তি যোগ দান করিলে চতুর্থ ব্যক্তিও উপস্থিত আছে। ক্রোধে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া ভ্রুকুটী কুটীল মুখে মুলতানরাজ বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, নক্ষত্রালোকে যতদূর দেখা গেল, বক্তার সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণবর্ম্মাবৃত, মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ মুখকোষে আবরিত। বক্তাকে চিনিবার উপায় নাই, অথচ দেহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং চালচলনে অসামান্য শক্তিসম্পন্ন অদ্বিতীয় বীর এবং অলৌকিক যোদ্ধা বলিয়া উপলব্ধি হয়। মুলতানরাজ বক্তাকে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়া উভয়ে ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

এ দিকে শত্রুর সহিত শত্রু কখন একত্রে মিশিয়া গিয়াছে. পরস্পর পরিচিতের ন্যায় দর্শক হইয়া চারি দিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিস্ময়োৎফুল্ল মুখে চিত্রার্পিতের ন্যায় দেখিতেছে, কেমন অলৌকিক কৌশলে সুকুমার গান্ধাররাজকুমার প্রবীণ বীরাগ্রগণ্য বিদররাজের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। বিদরের যোদ্ধাগণ জানে, তাহার সহ-যোদ্ধা ভারতে নাই। গান্ধারের বীরগণ মৃদু হাসিতেছে, তাহাদের বিশ্বাস, কুমার ইচ্ছা করিলে স্বীয় বাহুবলে সসাগরা ধরার রাজত্ব জয় করিতে পারেন।

বিদররাজ নিরশ্ব হইবামাত্র মেঘবাহনও স্বীয় অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করি

লেন। হাসিয়া কহিলেন, বিদররাজ মনে করিবেন না, আপনি ভূপৃষ্ঠে থাকিবেন, আর আমি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে আপনার সহিত অন্যায় যুদ্ধ করিব। মেঘবাহনের কথায় কে কর্ণপাত করে? বিদররাজ ক্রোধে আত্মহারা, ভীম গর্জ্জনে মেঘবাহনের উপর আসিয়া পড়িলেন, আর এক নিমেষ হইলেই হয়ত গান্ধাররাজপুত্র শূন্য স্কন্ধে ভূপতিত হইতেন। কিন্তু তাঁহার অসি সংঘাতে বিদরের অসি দ্বিখণ্ডিত হইয়া দূরে পতিত হইল। বিদররাজ সেই বজ্রবেগের প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া স্খলিত পদে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে বিদররাজ-বক্ষে একটী আঘাৎ লাগিয়াছিল। এবার ভূপতিত হইয়া আর উঠিবার সামর্থ্য রহিল না, তাঁহার অধরপ্রান্তে শোণিত স্রাব পরিলক্ষিত হইল। মস্তক ঘূর্ণিত হইল, নয়ন দগ্ধ হইতেছিল, ঘোরান্ধকার মধ্যে যেন একবারে সহস্র সূর্য্যোদয় হইল।

প্রভুর পতনে বিদর-সেনানী উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। সুলতানের যোদ্ধাগণ মার মার করিয়া আসিয়া পড়িল, আর গান্ধাররাজকুমারের রক্ষা নাই। চকিতের ন্যায় সহস্র অসি, শূল, মুষল তাঁহার মস্তক ও বক্ষস্থল লক্ষ্য করিয়া আসিয়া পড়িল। সকলেরই মুখে 'মার—গান্ধাররাজ-সন্তানকে মার!'—

গান্ধারের অনুচরগণ এক একজন এক একটী মহাবীর দলে দলে আসিয়া সম্মুখ যুদ্ধে বৈরি-সেনা প্রক্ষিপ্ত অস্ত্র নিজ নিজ অঙ্গে ধারণ করিয়া প্রভু অঙ্গ নিরাপদ করিবার চেষ্টা পাইল, কিন্তু সে প্রবলবেগ রোধ করিতে কে সমর্থ হইবে?

মেঘবাহন দুই হস্তে দুইখানি শাণিত অসি ধারণ করিয়া কুলাল চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছেন। তাঁহার অসি-স্পর্শে আক্রমণকারীর শেল, শূল, মুষল, মুদ্গর, অসি যাহা আসিতেছে, তাহাই চূর্ণীকৃত হইতেছে। সে অসি-স্পর্শে শত্রু-দেহ তৃণবৎ খণ্ড খণ্ড হইয়া চতুর্দ্দিকে বিনিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু তাহাতেও শত্রুর গতি রোধ হয় না।

সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, অজস্র রুধির স্রাবে দেহও অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। আর এক মুহূর্ত্ত হইলেই মূর্চ্ছা আসিয়া তাহাকে আশ্রয় করে। ঘন গর্জ্জনের ন্যায় কে বলিল, 'জয় কুমার মেঘবাহনের জয়।' সর্ব্বাঙ্গ মণ্ডিত কৃষ্ণবর্ম্মাবৃত বীরপুরুষ মেঘবাহনের সম্মুখে। তাঁহারও উভয় হস্তে নিষ্কোষিত অসি নক্ষত্রবেগে ঘূর্ণিত হইতেছে। বীরমদে সহস্র শাণিত অস্ত্র সম্মুখে অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিতেছেন।

এতক্ষণ মুলতানরাজের সহিত তুমুল সংগ্রামে ব্যস্ত ছিলেন। জয় পরাজয়, পরাজয় জয়, একবার মুলতানের পক্ষে একবার বর্ম্মধারী পুরুষের পক্ষে। বহুক্ষণ এইভাবে যুদ্ধের পর সহসা মুলতানরাজ বাত্যাহত কদলী বৃক্ষবৎ ভূপতিত হইলেন। বর্ম্মধারী বীরপুরুষের শাণিত অসি তাঁহার দক্ষিণ স্কন্ধ স্পৃষ্ট হইয়াছিল, অমনি অসি-পৃষ্ট দক্ষিণ হস্ত স্কন্ধ-পার্শ্বে ঝুলিতে লাগিল। মুলতানরাজ নয়নে শর্ষপ কুসুম সন্দর্শন করিতে করিতে ভূতলশায়ী হইলেন।

মূর্চ্ছাপন্ন মুলতানরাজকে পরিত্যাগ করিয়া বর্ম্মাবৃত পুরুষ মেঘবাহনের রক্ষার্থ উপস্থিত। তাঁহার অলৌকিক বীরত্বে মুলতান ও বিদররাজ-অনুচরগণ ভীত হইল। একবারে সহস্র লোকে মার। মার। শব্দে তাঁহাকে আক্রমণ করিল, কিন্তু কেহই সে বাহুবলের প্রতিরোধ করিতে পারিল না। প্রচণ্ড বহ্নিতে আহুতি সম যে আসিল, সেই ভস্মীভূত হইল দেখিয়া অবশিষ্ট সকলে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

গান্ধারবীরগণ ধ্বনি করিল, জয় পেশোর মহারাজের জয়, বর্ম্মাবৃত পুরুষ ধ্বনি করিলেন, জয় কুমার মেঘবাহনের জয়।

মেঘবাহনের চক্ষু মুদিত হইয়া আসিতে ছিল, অঙ্গ শিথিল হইয়া আসিতে ছিল। তিনি বর্ম্মাবৃত পুরুষের বক্ষে ঢলিয়া পড়িতে ছিলেন। অতি ক্ষীণ স্বরে তাঁহার কর্ণে কহিলেন, জয় কুমার বীরবাহুর জয়। বর্ম্মাবৃত পুরুষ মেঘবাহনকে বক্ষে ঈষৎ চাপিয়া ধরিলেন, মেঘবাহন সংজ্ঞাশূন্য মূর্চ্ছিত।

ইত্যবসরে পেশোর সৈন্যদল তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। অনতিদূরে স্বয়ং শৈলেশ্বর। পেশোররাজ দেখিলেন, গান্ধারবীরগণ কেহ বিদর ও মুলতানের আহত দেহ বহনে তৎপর, কেহ বা মূর্চ্ছিত প্রভুর অঙ্গ শুশ্রূষায় বিরত। রাজা কহিলেন, সুধীবর। এ কি ব্যাপার। এত সজ্জা করিয়া যুদ্ধে আসিলাম, তা যুদ্ধ কই? শত্রু কোথায়? আবার জয়ধ্বনি উঠিল, জয় মহারাজ শৈলেশ্বরের জয়।

গান্ধার সেনাদলের প্রধান অধিনায়ক আসিয়া রাজসমক্ষে প্রণত হইল। নিবেদন করিল, মহারাজ বিদর ও মুলতানরাজের দুরভিসন্ধি পরিজ্ঞাত হইয়া অবধি আমার প্রভু, আমাদিগকে অলক্ষিত ভাবে অহর্নিশি যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত থাকিতে আদেশ দেন। অদ্য নিশীথে যখন আপনার শত্রুকুল সমবেত হইতে ছিল, কুমার মেঘবাহনও তৎকালে আমাদিগকে লইয়া প্রচ্ছন্নভাবে বহির্গত হন। শত্রুদল রাজপুরী-পথে উপস্থিত হইলে তাহাদের উপর পতিত হইয়া একাকীই আপনার সমগ্র শত্রুর উচ্ছেদ করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না;

কিন্তু আপনার শত্রুগণও মহাবল পরাক্রান্ত, ঘোর সংগ্রামের অবসানকালেও আমরা একবার কুমার মেঘবাহনের প্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে এক কৃষ্ণ বর্ম্মধারী ছদ্মবেশী বীর আসিয়া তাঁহাকে শত্রুব্যূহ হইতে নিষ্ক্রান্ত করেন এবং আমাদেরও প্রাণ রক্ষা করেন।

শৈলেশ্বর কহিলেন, কই কুমার মেঘবাহন কোথায়? কই সে ছদ্মবেশী বীর কোথায়? তাঁহারা আমার মান রক্ষা কর্ত্তা, আমার জীবন দাতা। আমি সমগ্র রাজ্য রাজপরিবারসহ তাঁহাদের নিকট চির ঋণী হইলাম। পেশোবরাজের গণ্ডস্থলে প্রকৃতই কৃতজ্ঞতাশ্রু বহিতে ছিল। তিনি ব্যাকুলিত হৃদয়ে মেঘবাহনের নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন। দেখিলেন, বীরকেশরী অনুচরগণ পরিবৃত হইয়া রণস্থলের ধূলি শয্যাতেই শায়িত রহিয়াছেন। তাঁহার বদনমণ্ডলে ক্লেশের চিহ্নও নাই, বরং বিজয় প্রতীতিতে অধরপ্রান্তে যেন ঈষৎ হাসির ভাব প্রকটিত। সর্ব্বাঙ্গে অগণন অস্ত্রাঘাতে প্রভূত শোণিত স্রাব হইয়াছে, তাই মুখকমল মলিন ঈষৎ পাংশুবর্ণ হইয়াছে মাত্র।

শৈলেশ্বর আজ্ঞা দিলেন, 'কুমারকে শীঘ্র রাজপুরীমধ্যে লইয়া যাও।' কিন্তু গান্ধার-অনুচরবর্গ করজোড়ে সে অনুজ্ঞার প্রতিবাদ করিল। সুতরাং সন্নিকটস্থ গান্ধার-শিবিরেই লইয়া যাওয়া হইল।

কিন্তু সেই কৃষ্ণবর্ম্মাবৃত পুরুষ, তিনি কোথায়? এ দিক ও দিক-চারিদিকে অন্বেষণ করা হইল, তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইল না। সে ছদ্মবেশী বীর কে, কেহই বলিতে পারিল না। শৈলেশ্বর উপকারীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশও করিতে পাইলেন না বলিয়া ক্ষিন্ন মনে রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে বিদর ও মুলতানরাজের আহত দেহ দেখিয়া আজ্ঞা দিলেন চিকিৎসা ও শুশ্রূষা দ্বারা শীঘ্র আরোগ্য সম্পাদনে তৎপর হইবে। তাহার পর মুকুটধারীর উপযোগী কারাগারে সম্মানের সহিত বন্দী করিয়া রাখিবে।

দশম পরিচ্ছেদ।

সজ্ঞানের শেষ কথা।

সাবিত্রী মাঠের নিভৃত শিবিরমধ্যে একখানি পর্য্যঙ্কে মেঘবাহন শায়িত। কয় প্রহর অতীত হইল, এখনও চৈতন্য হয় নাই। অনিমেষ নেত্রে জীবন্মুক্তকায় মত নিশ্চলভাবে পতিত আছেন। কেবল অবিকৃত মুখ-কান্তিতে এবং অতি মৃদু অস্পষ্ট শ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে মধ্যে এক একটী আন্তরিক বেদনাসূচক দীর্ঘ নিশ্বাসেই উপলব্ধি হইতেছে, কুমারের প্রাণবায়ু নিঃশেষিত হয় নাই।

মেঘবাহনের জীবনের আশায় যে আতঙ্ক-সন্দেহ, তাহা পার্শ্বস্থ কৃষ্ণবর্ম্মধারী বীরপুরুষের ভাব দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

তিনি বাম করে বাম গণ্ড সংস্থাপন পূর্ব্বক বহুক্ষণ পালঙ্ক-সীমান্তে নিস্পন্দ-ভাবে উপবিষ্ট ছিলেন। সহসা রোগীর নাসিকাগ্রে হস্ত রক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন, নিশ্বাস বহিতেছে কি না। এবার মেঘবাহনের দীর্ঘনিশ্বাস বহুক্ষণ পড়ে নাই। তাই বর্ম্মধারী পুরুষের ভয় হইয়াছিল, বুঝি সব শেষ হইয়াছে। অবশেষে পালঙ্ক হইতে একটী গম্ভীর নিশ্বাস পতিত হইল, বর্ম্মধারী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শিবিরমধ্যে দ্রুতপাদচারণ আরম্ভ করিলেন। তিনি ভাবিতে ছিলেন, মেঘবাহন যদি না বাঁচেন, শৈলেশ্বর কাহার সহিত অমৃত-প্রভার বিবাহ দিবেন? যাহার সহিত ইচ্ছা! তাঁহার মুখকোষের অভ্যন্তরস্থ বদনের ভাব কিরূপ হইল, দেখা গেল না। তিনি ভাবিতে ছিলেন, একজনকে একজন ভাল-বাসে, কেন বাসে কেহ বলিতে পারে? একজনকে একজন ভালবাসে না, কেন বাসে না কেহ জানে? তারে ছেড়ে আমায় কেন বাসে না? আমার এত রূপ, এত গুণ, আমার কুল শীল সবই তার চেয়ে ভাল, তবুও কেন বাসে না? এইবার আমি জোর করে তার ভালবাসাকে ভুলিয়ে দিয়ে আমাকে ভালবাসিতে শিখাব! হরি! হরি! একি ভদ্রলোকের কথা। ভালবাসার আবার গুণাগুণ কি, কুল শীল কি, ভালবাসার উপর জোর জবরদস্তি কি? সবই বাতুলতা! তিনি কি বাতুল? তিনি শুনিয়াছিলেন, বঙ্গদেশবাসী আর্য্য-সন্তানদিগের মধ্যে না দেখে, না শুনে, না বুঝে, না জেনে যার তার সঙ্গে যার তার বিবাহ হয়। তাহারা কেমন করে যে যার, ঠিক সেই তারেই শেষে ভালবাসিতে শিখে? কৃষ্ণ-

বর্ম্মধারী পুরুষ প্রকৃতই বাতুল। বাতুল না হইলে বাঙ্গালীর পরিণয়ে শেষে ভালবাসা জন্মে, কিরূপে এ সিদ্ধান্ত করিলেন? তিনি ভাবিতে ছিলেন, হয়ত সহস্র দম্পতীর মধ্যে দুটী একটীর শেষে 'হয়ত' ভালবাসা জন্মে। তাহাতেও হয়ত? তা বৈ আর কি! বঙ্গীয় গৃহস্থের গাভীটী না হইলে চলে না, তাই গাভীটী। একটী গৃহিণী না হইলে গৃহ রক্ষণ হয় না, তাই গৃহিণীটী! ও হরি! প্রকৃত দাম্পত্য-প্রেম-প্রসূত সন্তান কি, এত নির্জীব হয়? কৃষ্ণ বর্ম্মধারী পুরুষ ভাবিলেন, বঙ্গদেশ একবারে উৎসন্ন গিয়াছে।

পালঙ্ক হইতে ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল—না? থমকিয়া দাঁড়াইলেন; পালঙ্কের পার্শ্বে আসিয়া যথাপূর্ব্ব উপবেশন করিলেন। মেঘবাহন সম্পূর্ণ সংজ্ঞা শূন্য, অথচ অস্পষ্টভাবে কি কথা কহিতেছেন! প্রলাপ! বর্ম্মধারী রোগীর মুখের উপর কর্ণস্থাপন করিলেন। শুনিলেন—

মা! মা। এই যে আমি আসিয়াছি! দেখা হইবে না? কে বলিল দেখা হইবে না? আমি মরিব। একাকী, বিদেশে, যুদ্ধ শিবিরে, মরিব? মরিবার সময় মাকে দেখিতে পাইব না?

ক্ষণপ্রভা! ক্ষণপ্রভা! আমার স্নেহময়ী ভগিনি! তুমি হাসিতেছ? কেন হাসিতেছ? মরিব? না না। তোমার ঐ অদ্বিতীয় সোণামুখ খানির সহিত আর একখানি মুখের তুলনা হয়।

সে মুখ খানি! সে মুখ খানি পেশোর রাজনন্দিনীর।

তুমি! তুমি! তুমি—কে? কুমার বীরবাহু! তুমি আমার প্রাণ সংহার করিবে?—কেন? আমি তোমার ঐ সুকোমল দেবঅঙ্গে অস্ত্র—কখনই না!

বিদর রাজ। আর রক্ষা নাই!

ঐ। ঐ! মরিলাম! মা! মা! ওমা। মৃত্যুকালে দেখা হইল না? পিতঃ, পিতঃ! শেষকালে ঐ শ্রীচরণ দর্শন করিতে—পেলাম না!

উঃ—জল।

বর্ম্মাবৃত পুরুষ মুখে সুবাসিত শীতল জল প্রদান করিলেন। তিনি নিস্পন্দবৎ মেঘবাহনের প্রলাপ বাক্য শ্রবণ করিতেছিলেন। একদৃষ্টে কুমারের মুখের প্রতি চাহিয়াছিলেন। মেঘবাহন অনেক ক্ষণ চৈতন্য বিহিন। পরে বলিতে লাগিলেন।

অমৃতপ্রভাকে—উন্মাদ—আমি? হাঃ হাঃ হাঃ ভয় নাই! এক মুহূর্ত্তে আরোগ্য—

আপনার বীর বাহুকে হারাইলেন!—উপায়? গান্ধারে ক্ষণপ্র—আমার—সোদরা। অদ্বিতীয় রূপ! গুণে তুল্য, কে? আপনার কন্যা? হাঃ হাঃ হাঃ—ক্ষণপ্রভা আমার ভগিনী, সর্ব্বাংশে অতুল—!

বিদররাজ!—সাবধান!—কেমন? ওঃ ওঃ! আমায় শত সহস্র লোকে আক্রে—মরি! মরি! বর্ম্মাবৃত পুরু—! জয় বীর—জয়—

মেঘবাহন নিস্তব্ধ হইলেন। নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে বর্ম্মাবৃত পুরুষ শিবির হইতে বহির্গত হইলেন।

দ্বার রক্ষক সৈনিক সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া বীরোচিত অভিবাদন করিল। দ্বার রক্ষক চিনিত না, শিবিরে অন্য কেহই চিনিত না, কে সেই কৃষ্ণবর্ম্মধারী পুরুষ। কএকদিন পূর্ব্বে, এক দিন প্রত্যূষে, শিবিরের সকলে দেখিল, কুমার মেঘবাহন এই কৃষ্ণবর্ম্মধারী পুরুষকে আপন কক্ষ মধ্যে আপন শয্যায় শায়িত করিয়া স্বহস্তে শুশ্রূষা করিতেছেন। রাত্রে কখন ইনি শিবির মধ্যে আসিলেন, কেমন করিয়া আসিলেন, কেহ জানে না।

প্রভাতেই কুমারের কঠিন আজ্ঞা প্রচার হইল যে, কৃষ্ণবর্ম্মাবৃত পুরুষ কে কি বৃত্তান্ত, ইহা অনুচর ও রক্ষিগণ কেহ পরস্পর জল্পনা করিলে, অথবা এরূপ কেহ এ শিবিরে আছেন অন্য কাহাকেও তাহা কহিলে, এবং তাঁহার নিজ দেহের প্রতি সকলের যেরূপ ভক্তি ও যত্ন সম্ভব, এই বর্ম্মাবৃত পুরুষের প্রতি, তাহার বিন্দুমাত্র ত্রুটী হইলে, অপরাধকারীর তৎক্ষণাৎ প্রাণ দণ্ড হইবে।

ভীষণ রণ মধ্যে পড়িয়া যখন মেঘবাহন একাকী সহস্র লোকের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। যখন একবারে অগণন প্রবল শত্রুর তীক্ষ্ণ অস্ত্র আসিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিল, তখন প্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া অস্ত্রত্যাগ করিবেন, ইত্যবসরে একবার দেখিতে পাইলেন, কৃষ্ণবর্ম্মাবৃত পুরুষ উভয় করে অসি ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রাণ-পিপাসু পাপিষ্ঠ-দিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দূর করিয়া দিতেছেন। তখনই মূর্চ্ছা আসিয়া তাঁহার চৈতন্য হরণ করিল! কিন্তু সম্পূর্ণ সংজ্ঞা শূন্যতা জন্মিবার পূর্ব্বে বর্ম্মাবৃত পুরুষের বক্ষে মস্তক রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিয়া ছিলেন, জয় কুমার বীর বাহুর জয়। সেই তাঁহার সজ্ঞানের শেষ কথা।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভব সাগর।

যাহার নাম শুনিলে ভয় হয়! বহুদূর হইতে যাহার তুঙ্গাকৃতি, ঘন ঘটার ন্যায় আকাশে লাগিয়া রহিয়াছে দেখিলে, স্তম্ভিত হইতে হয়, সেই বিশাল হিমালয়ের উপর কি মনুষ্য উঠিতে পারে? কত উচ্চ, কত বন্ধুর, অবশ্য কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যে পূর্ণ! পাথর গুলার কি প্রকাণ্ড আকার। একবার একটা খসিয়া পড়িলে বোধ হয়, পৃথিবী রসাতল যায়! নীচে এক একটা কি ভয়ঙ্কর গহ্বর! বুঝি একবারে পাতাল পর্য্যন্ত গিয়াছে। সর্পগুলা কি বৃহদাকার! বোধ হয়, একবারে এক একটা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড গিলিতে পারে! ভল্লুক গুলার কি ভীষণ মূর্ত্তি। যেন কালান্তকের ন্যায বন পর্ব্বতের অন্দরে কন্দরে বিচরণ করিতেছে। বৃক্ষগুলা, এক একটা কি বিষম বৃহদাকার। যেন যমদূতের ন্যায় শিরে স্বর্গ, বক্ষে ব্যোম, এবং পদতলে ভূতল করিয়া দণ্ডায়মান! তাহাদের কাণ্ড প্রকাণ্ড গুলা একদৃষ্টে একত্রে দেখিতে গেলে মস্তক ঘুরিযা যায়।

আবার এদিকে দেখ কেমন বনরাজি বিরাজিত। আহা কেমন শোভা! কুসুম পল্লবে, নানাবিধ চিত্তরঞ্জন লতা গুল্মে, কেমন মনোহর!

তোমরা কে গা? এত ঘোর গর্জ্জনে কর্ণ বধির করিয়া ফেনিল-স্ফীত স্রোতে ভয়ঙ্কর বেগে দৌড়িতেছ? তোমরাই, গিরি নদী? তোমাদের কি এতই বেগে বহিতে হয়? ঘূর্ণা ঝঞ্ঝা প্রপাত-বেগ কিছুই, তোমাদের বেগের সহিত তুলনা হয় না!

তোমরা অসীম জল রাশি। সাগরোপেম বারিবক্ষরঙ্গিনী—তোমরা কে গা? তুষারাবৃত এত উচ্চ পর্ব্বত শিখরে, তোমরা কোথা হইতে আসিলে? তোমরা এত অগাদ জলে চল চল, এই চারিদিকে এত পাথর, ইহার মধ্যে কি করিয়া বাস করিতেছ? তোমরাই কি হ্রদ? সেই হিমালয়! যাহার দৈর্ঘ্য প্রস্থের ইয়ত্তা নাই, যাহার ঊর্দ্ধগামী শিখরগুলা গগণ ভেদ করিয়া কোথায় উঠিয়াছে, কেহ বলিতে পারে না। সেই হিমালয়ের উপর দিয়া পথ! সেই পথে নক্ষত্র বেগে দৌড়িতেছে—কে, এ? অশ্ব পৃষ্ঠে? আরোহীর অবয়ব বা পরিচ্ছদ কিম্বা তাহার আকার কিছুই পৃথক দেখা যাইতেছে না। এত তীব্রবেগে! এরূপ ভীষণ পথে, এরূপ বেগে গমন করা দুর্ব্বুদ্ধিতা নয়?

আপনার বীর বাহুকে হারাইলেন!—উপায়? গান্ধারে ক্ষণপ্র—আমার—সোদরা। অদ্বিতীয় রূপ! গুণে তুল্য, কে? আপনার কন্যা? হাঃ হাঃ হাঃ—ক্ষণপ্রভা আমার ভগিনী, সর্ব্বাংশে অতুল—!

বিদররাজ!—সাবধান!—কেমন? ওঃ ওঃ! আমায় শত সহস্র লোকে আক্রে—মরি! মরি! বর্ম্মাবৃত পুরু—! জয় বীর—জয়—

মেঘবাহন নিস্তব্ধ হইলেন। নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে বর্ম্মাবৃত পুরুষ শিবির হইতে বহির্গত হইলেন।

দ্বার রক্ষক সৈনিক সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া বীরোচিত অভিবাদন করিল। দ্বার রক্ষক চিনিত না, শিবিরে অন্য কেহই চিনিত না, কে সেই কৃষ্ণবর্ম্মধারী পুরুষ। কএকদিন পূর্ব্বে, এক দিন প্রত্যুষে, শিবিরের সকলে দেখিল, কুমার মেঘবাহন এই কৃষ্ণবর্ম্মধারী পুরুষকে আপন কক্ষ মধ্যে আপন শয্যায় শায়িত করিয়া স্বহস্তে শুশ্রূষা করিতেছেন। রাত্রে কখন ইনি শিবির মধ্যে আসিলেন, কেমন করিয়া আসিলেন, কেহ জানে না।

প্রভাতেই কুমারের কঠিন আজ্ঞা প্রচার হইল যে, কৃষ্ণবর্ম্মাবৃত পুরুষ কে কি বৃত্তান্ত, ইহা অনুচর ও রক্ষিগণ কেহ পরস্পর জল্পনা করিলে, অথবা এরূপ কেহ এ শিবিরে আছেন অন্য কাহাকেও তাহা কহিলে, এবং তাঁহার নিজ দেহের প্রতি সকলের যেরূপ ভক্তি ও যত্ন সম্ভব, এই বর্ম্মাবৃত পুরুষের প্রতি, তাহার বিন্দুমাত্র ত্রুটী হইলে, অপরাধকারীর তৎক্ষণাৎ প্রাণ দণ্ড হইবে।

ভীষণ রণ মধ্যে পড়িয়া যখন মেঘবাহন একাকী সহস্র লোকের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। যখন একবারে অগণন প্রবল শত্রুর তীক্ষ্ম অস্ত্র আসিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিল, তখন প্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া অস্ত্রত্যাগ করিবেন, ইত্যবসরে একবার দেখিতে পাইলেন, কৃষ্ণবর্ম্মাবৃত পুরুষ উভয় করে অসি ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রাণ পিপাসু পাপিষ্ঠ-দিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দূর করিয়া দিতেছেন। তখনই মূর্চ্ছা আসিয়া তাঁহার চৈতন্য হরণ করিল। কিন্তু সম্পূর্ণ সংজ্ঞা শূন্যতা জন্মিবার পূর্ব্বে বর্ম্মাবৃত পুরুষের বক্ষে মস্তক রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিয়া ছিলেন, জয় কুমার বীর বাহুর জয়। সেই তাঁহার সজ্ঞানের শেষ কথা।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভব সাগর।

যাহার নাম শুনিলে ভয় হয়! বহুদূর হইতে যাহার তুঙ্গাকৃতি, ঘন ঘটার ন্যায় আকাশে লাগিয়া রহিয়াছে দেখিলে, স্তম্ভিত হইতে হয়, সেই বিশাল হিমালয়ের উপর কি মনুষ্য উঠিতে পারে? কত উচ্চ, কত বন্ধুর, অবর্ত্ম কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যে পূর্ণ। পাথর গুলার কি প্রকাণ্ড আকার। একবার একটা খসিয়া পড়িলে বোধ হয়, পৃথিবী রসাতল যায়! নীচে এক একটা কি ভয়ঙ্কর গহ্বর! বুঝি একবারে পাতাল পর্য্যন্ত গিয়াছে। সর্পগুলা কি বৃহদাকার! বোধ হয়, একবারে এক একটা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড গিলিতে পারে! ভল্লুক গুলার কি ভীষণ মূর্ত্তি। যেন কালান্তকের ন্যায বন পর্ব্বতের অন্দরে কন্দরে বিচরণ করিতেছে। বৃক্ষগুলা, এক একটা কি বিষম বৃহদাকার। যেন যমদূতের ন্যায় শিরে স্বর্গ, বক্ষে ব্যোম, এবং পদতলে ভূতল করিয়া দণ্ডায়মান। তাহাদের কাণ্ড প্রকাণ্ড গুলা একদৃষ্টে একত্রে দেখিতে গেলে মস্তক ঘুরিয়া যায়।

আবার এদিকে, দেখ কেমন বনরাজি বিরাজিত। আহা কেমন শোভা! কুসুম পল্লবে, নানাবিধ চিত্তরঞ্জন লতা গুল্মে, কেমন মনোহর!

তোমরা কে গা? এত ঘোর গর্জ্জনে কর্ণ বধির করিয়া ফেনিল-স্ফীত স্রোতে ভয়ঙ্কর বেগে দৌড়িতেছ? তোমরাই, গিরি নদী? তোমাদের কি এতই বেগে বহিতে হয়? ঘূর্ণা ঝঞ্ঝা প্রপাত-বেগ কিছুই, তোমাদের বেগের সহিত তুলনা হয় না!

তোমরা অসীম জল রাশি! সাগরোপম বারিবক্ষরঙ্গিনী—তোমরা কে গা? তুষারাবৃত এত উচ্চ পর্ব্বত শিখরে, তোমরা কোথা হইতে আসিলে? তোমরা এত অগাধ জলে টল টল, এই চারিদিকে এত পাথর, ইহার মধ্যে কি করিয়া বাস করিতেছ? তোমরাই কি হ্রদ? সেই হিমালয়। যাহার দৈর্ঘ্য প্রস্থের ইয়ত্তা নাই, যাহার ঊর্দ্ধগামী শিখরগুলা গগণ ভেদ করিয়া কোথায় উঠিয়াছে, কেহ বলিতে পারে না। সেই হিমালয়ের উপর দিয়া পথ। সেই পথে নক্ষত্র বেগে দৌড়িতেছে—কে, এ? অশ্ব পৃষ্ঠে? আরোহীর অবয়ব বা পরিচ্ছদ কিম্বা তাহার আকার কিছুই পৃথক দেখা যাইতেছে না। এত তীব্রবেগে! এরূপ ভীষণ পথে, এরূপ বেগে গমন করা দুর্ব্বুদ্ধিতা নয়?

অশ্বারোহী প্রকৃতই জ্ঞানশূন্যবৎ অশ্বচালনা করিতেছেন। বন প্রস্তর নির্ঝর গহ্বর নদ নদী লম্ফে লম্ফে উত্তীর্ণ হইতেছেন। তাঁহার অশ্বটাও উন্মত্ত না কি? নচেৎ ভয় নাই ডর নাই একটু ইতস্ততঃ করা নাই উন্মত্ত আরোহী যখন যে দিকে চালাইতেছে, উন্মুক্ত মৃত্যু মুখ হইলেও, উল্লাসের সহিত তথায় যাইতেছে।

একবার গিরিভালে, একবার প্রকাণ্ড প্রস্তর স্তূপের মধ্যে, একবার নিবিড় বনে, একবার তুষার রাশির অভ্যন্তরে, অশ্ব, অশ্বারোহী ঐ দেখা গেল, আবার দেখাই গেল না, অনেকক্ষণ কিছুই দেখা গেল না। আবার ঐ পার্শ্ব দিয়া একটী গিরি নদী অক্রবক্রে ভাবে, কোথা হইতে আসিয়া, শন্ শন্ করিয়া কোথায় চলিয়াছে। কদাকার গিরিগায় তাহার স্বচ্ছ ও শুভ্র জল রেখাটী, দেখিলে বোধ হয় যেন হিমাদ্রিকণ্ঠে কেহ মনোহর মুক্তা হার ছড়াটী পরাইয়া দিয়া গিয়াছে।

সেই নির্ঝরিনী সৈকত দিয়া যাইতে যাইতে সম্মুখে একটী অত্যুচ্চ গিরিগণ্ড দর্শনে অশ্বারোহী একটু উৎসাহ-ভঙ্গ হইলেন। না জানি গান্ধার আরও কতদূরে। ভাবিয়া অন্তরে নীরাশা প্রবেশ করিতেছিল। তিনি অশ্ব বল্গা শিথিল করিয়া দিবেন, কিন্তু তাঁহার ঘোটক গ্রীবা উত্তোলন করিল, বোধ হইল যেন তাহার ক্লান্ত অবস্থায় দ্বিগুণ বল দিয়া ছুটিল। একবার হ্রেসারব করিয়া নাসারন্ধ্রে প্রশ্বাস ধ্বনি করিল। কয়েক লম্ফে গিয়া গিরি গণ্ডের শীর্ষে উত্থিত হইল। অশ্বারোহী চাহিয়া দেখিলেন, অদূরে গান্ধার রাজধানী শোভা পাইতেছে।

গান্ধার রাজধানী! অবশ্য এই অতি প্রাচীনা পৃথিবীতে কত কোটী কোটী এমন রাজধানী হইয়াছিল, কত বা এক সময়ে ছিল, এখন নাই। কত বা এখন আছে, কালে কোথায় যাইবে, কে জানে? অশ্বারোহী ভাবিলেন, রাজা, রাজ্য, রাজধানী চিরকালই আছে, অথচ চিরস্থায়ী নহে। বিধাতার অনন্ত লীলাময় বিশ্বসংসারে সকলই অনন্ত। রাজ্য-সৃষ্টি অনন্ত, রাজা-সৃষ্টি অনন্ত, রাজধানী সৃষ্টিও অনন্ত! ভীষ্ম শরশয্যাশায়ী হইলে বীরবর অর্জ্জুন গাণ্ডীবে শর যোজনা করিয়া অনুসন্ধান করিতেছিলেন, ভূমণ্ডলে এমন স্থান কোথায়, যে স্থলে কোন শবদাহ হয় নাই। তৃতীয় পাণ্ডবের সঙ্কল্প ছিল, সেই অদাহ-শব-পবিত্র স্থানে পিতামহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিবেন। অর্জ্জুনের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া সর্ব্বজ্ঞ ভগবান ঈষৎ হাসিলেন, কহিলেন, সখা অদাহ-শব-পবিত্র স্থানের অন্বেষণ করিতেছ কি—সসাগরাধরা মাঝে অদাহ-ভীষ্ম স্থলই নাই।

তবে এ ধরায় কত ভীষ্মই সৃষ্টি হইয়াছিল!

অশ্বারোহী চিত্রার্পিতের ন্যায় ক্ষণেক বিশাল গান্ধার নগরীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার অশ্বও এত কষ্টে এত শীঘ্র প্রভুকে উদ্দিষ্ট স্থলে আনিয়াছে মনে করিয়া আত্মশ্লাঘা পরতন্ত্র হইয়াই যেন কিঞ্চিৎ মন্থরগতি হইল—তাহার বেগগামী বাজীপদের গতি বেগ মৃদু হইয়া আসিল।

অশ্বারোহী ভাবিতেছিলেন, ক্ষণপ্রভা! গান্ধার রাজতনয়া, কুমার মেঘ-বাহনের স্নেহময়ী সহোদরা—কুমারী ক্ষণপ্রভা! ঐ পুরী মধ্যে। "যদি ক্ষণপ্রভা রূপে গুণে!—কি বিভ্রাট। তাও কি কখন হইতে পারে, অমৃতপ্রভার সহিত তুলনা? মেঘবাহনের কথা কি সত্য? পরীক্ষা করা আবশ্যক। পেশোররাজ রাজ্য দিবেন, ধন দিবেন, ঐশ্বর্য্য দিবেন, সর্ব্বস্ব দিবেন—অমৃতপ্রভা দিবেন না। ও। অমৃতপ্রভা যদি আমাকে ভাল বাসিতেন?—ভাল বাসেন! অগ্রজ ভাবিয়া, সৌহার্দ্দ্যের সোহাগে। ছাই আর ভস্ম। অমৃতপ্রভাকে একবারে ভুলিয়া যাইব! দৃঢ় প্রতিজ্ঞা! পাপ লোকালয়ে আর থাকিব না! কোথাও বিরাগী হইয়া চলিয়া যাইব। *কিন্তু একবার যখন এতদূর আসিয়াছি, তখন একবার গান্ধার রাজ-*কুমারী কিরূপ দেখিয়া যাইতে হইবে।'

অশ্বকক্ষে বাম পদের পাদুকা-কণ্টক স্পর্শ করিল। অশ্বের নাম সুবর্ণক। সুবর্ণক নক্ষত্রবেগে ছুটিল।

মুহূর্ত্তমধ্যে অশ্বারোহী নগরদ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন। তখনকার গান্ধারের শ্রীছাঁদ আর এক রকম ছিল। সে কৃষ্ণমর্ম্মরের প্রকাণ্ড প্রাচীর, সে শ্বেতমর্ম্মরের বিশাল তোরণ, সে রাজ্যব্যাপিনী বিস্তীর্ণ পরীখা! এখন তাহার কিছুই নাই। এখন গান্ধারের নাম কান্দাহার। (১) তখন মধ্যস্থলে অতি বৃহৎ সৌধময় রাজপুরী শোভমান ছিল। তাহার চতুর্দ্দিকে খর্জ্জুর, দাড়িম্ব, তমালাদির পরিচ্ছন্ন উপবন, উপবন পার্শ্বে রাজপথ, রাজপথ ধারে বিপনি শ্রেণী এবং নগরবাসীগণের সুরম্য হর্ম্ম্যরাজি বিরাজিত। সেই সমস্ত বেষ্টন করিয়া অতলস্পর্শী পরীখা। তাহা এত বিস্তীর্ণ যে, এক পার হইতে পারান্তরে মনুষ্য স্বর পৌঁছিতে পারে না। পরীখার বহির্ভাগে সৈন্য নিবেশ, চতুর্দ্দিকে এরূপ ভাবে সংস্থাপিত যে, সহসা দেখিলে বোধ হয় শত্রুসৈন্যে নগর অবরুদ্ধ রহিয়াছে। পরীখার নাম ভব-সাগর। বীর প্রসবিনী গান্ধারী কুমারী কালে ঐ পরিখার উভয়কূলে এক লক্ষ তীর্থ ও এক লক্ষ শিবস্থাপনা করিয়া ভবারাধনা করিয়া ছিলেন। সে ভব-

---

(১) ভারতের অনেক প্রদেশে 'স' কে 'হ' উচ্চারণ করে।

সাগরের এখন চিহ্নও নাই। এখন কান্দাসারে অথবা কান্দাহারে সমতল ভূমে বন্ধুর উপত্যকা অধিত্যকা, পরীখা স্থলে ভীষণাকার পর্ব্বতাঙ্গ। সেই সব শঙ্কর মন্দিরের মর্ম্মরাংশে এখন কত যবনের সমাধি স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে।

হায়! কেন ভারতে আর্য্য কীর্ত্তির পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল! এখন তাহার এই পরিণাম? ভাবিলে কোন আর্য্য চক্ষু বিশুষ্ক থাকিতে পারে?

নগরে প্রবেশ করিবার চারিটী সিংহদ্বার, পরীখার উপরিস্থিত চারিটী লোহিত প্রস্তরের সেতু মুখে সংস্থাপিত। তাহারই অন্যতর অর্থাৎ হস্তিনা দ্বার দিয়া অশ্বারোহী নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক নিকটস্থিত এক পান্থ নিবাসে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপযুক্ত স্থানে সুবর্ণককে রক্ষা করিয়া স্বহস্তেই তাহার সেবায় নিবিষ্ট হইলেন। সুবর্ণক এক পক্ষের এত ভীষণ পার্ব্বতীয় পথ তিন দিনে আসিয়াছে, প্রভু কার্য্যে প্রাণপণ করিয়া অহর্নিশি দৌড়িয়া আসিয়াছে, এক্ষণে প্রভু দত্ত শষ্পরাজি পাইয়া আহ্লাদে তাহার দেহ পুলকিত হইল।

অশ্বসেবা সমাপ্ত হইলে পর অশ্বারোহীর স্মরণ হইল তিনি নিজেও ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর। তখন পান্থ নিবাসের একটী প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ আহারীয় ভক্ষণ ও জল পান করিয়া ক্ষুৎপিপাসার শান্তি করিলেন। পরিশেষে পান্থনিবাস-রক্ষক-প্রদত্ত যৎসামান্য শয্যায় গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পরীখা বক্ষে।

দিনমণি অস্তাচল শিখরশায়ী হইয়াছেন। অদ্য শিবচতুর্দ্দশী। সান্ধ্যগগনে তপন কিরণ বিলুপ্ত হইতে না হইতেই অমানিশার অসিত বরণ প্রকাশিত হইতেছিল। বিমান বিশুদ্ধ, আকাশ সুনীল। মধ্যে মধ্যে দুটী একটী তারকা উঁকি মারিতেছে। তারা দেখিতেছে, প্রভাকর গিয়াছেন কি না, সন্ধ্যা আসিয়াছেন কি না; তারা নাথ আজি আসিবেন কি না।

অপরাহ্ণের শীতল অনিল নিঃশব্দে বাহির হইয়াছে। অনিল খুঁজিতেছে কোথায় সূর্য্যমুখী ঘোমটা টানিতেছে, কমলিনী মুখ লুকাইতেছে, মল্লিকা হাসিতেছে। চোর অনিল সুধামুখীদের মুখে মুখে পরিমল চুরি করিবে। মধুকর

অনিলের সহ দ্বন্দ্ব করিতেছে তাহার অপহৃত ধন অপহরণ করে! অনিলের সহিত ঝটাপটি করিয়া হারিয়া গেল, ক্রোধে গুণ্ গুণ্ করিতে করিতে পলাইতে রজনী, কামিনী, চাঁপা কুসুম সকলে হাসিয়া উঠিল।

কলকণ্ঠীগণ কলকণ্ঠে ঝঙ্কার দিল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা অতীত। আর্য্য রাজার আর্য্য রাজ্যময় লক্ষ লক্ষ দীপ প্রজ্জলিত হইল, সায়াহ্ন পূজা আরম্ভ হইল। একেবারে সহস্র সহস্র শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সহস্র স্থানে সহস্র মন্দিরে, সহস্র দেব দেবীর প্রতিমা সম্মুখে আরতি হইতেছিল। বেদপাঠ বেদস্তুতি বেদগানে আর্য্যগণ উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। দেবদেবীগণের নিত্য সেবা সমাপনান্তে এখনই ভব সাগরে লক্ষ শঙ্কর দেখিতে যাইতে হইবে; সকলেই এই উৎসাহে উৎসাহিত। সেই বিশাল নগরী মধ্যে, সেই মুহূর্ত্তের 'হর হর শঙ্কর' ধ্বনি অবশ্যই কৈলাস শিখর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। অবশ্যই কৈলাস নাথ তাহা শুনিয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বর! সে রবে কি অসন্তুষ্ট হইতেন? তবে কেন, আশুতোষ, ধরায় সে গগন ভেদী হর-ধ্বনি এখন এত বিরল? এত গরীয়সী আর্য্যভূমি, এত আদরের আর্য্যজাতি, এত সাধের আর্য্যধর্ম্ম, এখন এদের এ দুর্দ্দশা কেন দেব? এত যবন কোথায় ছিল? এত ম্লেচ্ছ কোথা হইতে আসিল? হর মন্দিরে জাফরের কবর, হরি পিঠ স্থানে রহিমের নেমাজ, তুলসীমঞ্চে মোরগের প্রতিমা আর্য্য সন্তানদিগের কি মহাপাপে এ বিধান ঘটিল দেব! আর্য্যসন্তানগণ! একবার ওঠ না! একবার জেগে ওঠ। আর একবার 'হর হর শঙ্কর' রবে ভারতভূমি মাতায়ে দাও না। তোমরা সব হরিপ্রিয়, হরপুত্র, ভৈরবী সন্তান; একবার মিলে সখার আরাধনা করনা! বাবাকে ডাক না! মার কাছে কাঁদ না। সখা সে কালে যে পক্ষে দাঁড়াইতেন তাহারই জয় হইত! এখন একবার পতিত ভারত সন্তানের পক্ষ অবলম্বন করিবেন না? এই বলে প্রাণ দিয়ে প্রিয়তমের পূজা কর না! বাবাকে বল না একবার তাঁহার সেই ভৈরব মূর্ত্তি ধরে কালান্তক ত্রিশূল-দ্বারা ভারত সন্তানের পরকাল হন্তাদের সংহার করুণ! ডাক না কেঁদে কেঁদে মা মা বলে ডাক। বিঘ্ন বিনাশিনী রণ মাঝে রক্তবীজের নির্ম্মূল করেছিলেন, এখন একবার এসে আর্য্য শত্রু নিপাত করিতে পারিবেন না? মা। ওমা। পারিবে না মা। কি বলিলে? 'বাহুবলান্নপি নাস্ত বলং'? বোস মা। একটু তলিয়ে বুঝি! হয়েছে! কেহ কেহ বলেন ব্যাস, গণ্ডমূর্খ পরাশরের হস্তীমূর্খ সন্তান! ব্যাসের লেখা উচিত ছিল 'ধর্ম্ম বলান্নপি নাস্ত বলং'! হরি! হরি! ইহার কোনটা সত্য কে বুঝিয়ে-দেবে মা?

গগন ভেদী হরধ্বনিতে অশ্বারোহীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। গাত্রোত্থান করিয়া গৃহের বহির্ভাগে আসিলেন। দেখিলেন সহস্র সহস্র লোক বিচিত্র বসনে রাজ-পথ পূর্ণ করিয়া চলিয়াছে। সমগ্র নগর রাজপথ ও হর্ম্ম্যরাজি দীপ মালায় মণ্ডিত। অশ্বারোহী ও রাজপথের সেই জন স্রোতে মিশিয়া গেলেন।

এ দিকে ভব সাগরের বক্ষ নৌ যানে পূর্ণ! গান্ধারীর লক্ষতীর্থ তখন ভগ্নাবশেষ তথাপি সকল তীর্থই যাত্রীদলের অসংখ্য তরণী বেষ্টিত হইয়াছে। লক্ষ মন্দিরে লক্ষ হরের পূজা হইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে লক্ষ মুখে 'হরঃ হরঃ শঙ্কর' ধ্বনি উত্থিত হইয়া কর্ণ কুহর বধির করিতেছে!

অশ্বারোহী নিকটস্থিত কোন একটী তীর্থে অবতরণ করিয়া একখানি দ্রুত-গামী নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক ভবসাগর বক্ষে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। উভয় কূলে একবার এ তীর্থে একবার ও তীর্থে একবার কোন মন্দিরাভ্যন্তরে হর দর্শনে নিবিষ্ট হইতেছিলেন। রজনীর ঘোর তমসে, বিস্তীর্ণ স্বচ্ছ পরীখা বক্ষে, উভয় কূলে অসংখ্য আলোক, লক্ষ লক্ষ লোক, লক্ষ লক্ষ তরণী, লক্ষ প্রকার আতস বাজি দর্শনে সকলেই পুলকিত চিত্ত! কিন্তু অশ্বারোহীর হৃদয়ে শান্তি নাই! তিনি যে অভিপ্রায়ে গান্ধারে আসিয়াছেন এখনও তাহা সিদ্ধ হয় নাই।

নৌযানের ছাদে বসিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া আছেন; কোটী কোটী তারকা তীক্ষ্ণ জ্যোতিতে নৈশগগন শোভমান করিয়াছে। সহসা সম্মুখে বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইল! দেখিলেন পরীখা বক্ষ আলোক পূর্ণ হইয়াছে! একখানি অনতিবৃহৎ সুদৃশ্য তরণী নীল পীত লোহিত নানা চিত্তরঞ্জন পতাকায় মণ্ডিত, নানাবিধ মনোহর পত্রপুষ্পে সুরুচিতে সজ্জিত এবং সহস্র আলোকে আলো-কিত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ আসিতেছে। বলিষ্ঠ এবং সুপুরুষ মাল্লাগণও সুরঞ্জিত সমসজ্জায় সজ্জিত হইয়া প্রফুল্লচিত্তে বাদ্য তালে তরী বাহিতেছে। পশ্চাতে আরও কএক খানি সুন্দর সজ্জিত তরীতে বাদ্যকর দল এবং পরিচারক পরিচারিকাগণ বহুমূল্য বস্ত্র রত্নে ভূষিত হইয়া আসিতেছে। অশ্বারোহী শ্রবণ করিলেন, প্রধান তরীর অভ্যন্তরে গান্ধার রাজ কুমারী ক্ষণপ্রভা, সহচরী পরিবৃতা হইয়া লক্ষ হর পূজা এবং চতুর্দ্দশীর মহোৎসব দর্শনার্থ বহির্গত হইয়াছেন। সেই তরীর ছাদোপরি একদল গান্ধারবীর রণ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া শানিত অসি হস্তে রাজাত্মজার রক্ষকতা করিতেছে।

রাজকন্যার তরীদল ভবসাগরের বক্ষস্থল কম্পিত করিয়া নক্ষত্র বেগে চলিল। সম্মুখ হইতে অপর তরণী সকল দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল। উভয়

কূল হইতে দর্শকবৃন্দ 'হর হর শঙ্কর'—জয় মহারাজ গান্ধারেশ্বরের জয়, জয় রাজকুমারীর জয়—বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল!

মুহূর্তেকের জন্য সমস্ত নিস্তব্ধ! ভবসাগর নিশ্চল নির্জীব! সহসা রাজকুমারীর তরী অভ্যন্তর হইতে ভয়সূচক আর্তনাদ 'রক্ষা কর রক্ষা কর' বলিয়া রমণীকণ্ঠে চীৎকারধ্বনি শ্রুত হইয়াছিল। নিমেষ মধ্যে সহস্র তরী সেই দিকে ছুটিল। চারিদিক হইতে ডুবিল! ডুবিল! বলিয়া ঘোর রোলে হাহাকার উঠিল। আর দীপ নাই! আলোক নাই! কি সর্ব্বনাশ! কূল হইতে দেখা গেল পরীখাবক্ষে কতকগুলি তরণী অন্ধকারে কে কাহার অঙ্গে আসিয়া পড়িতেছে। ভীষণ কোলাহল, কি হইয়াছে কূল হইতে কেহ নিশ্চয় জানিতে পারিল না! সর্ব্বত্র হৃদয়ভেদী ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে কেবল আত্মাপুরুষ শুষ্ক হইতে লাগিল।

অশ্বারোহীর নৌকা রাজকন্যার বিলাস তরণীর অনতিদূরে পার্শ্ব পার্শ্বে আসিয়াছিল মাত্র এমন সময় তদভ্যন্তর হইতে প্রথম আর্তনাদ উত্থিত হয়। বোধ হয় সে আর্তনাদ সর্ব্বপ্রথমে অশ্বারোহী পুরুষেরই কর্ণে প্রবেশ করিয়া থাকিবে! তাঁহার মাল্লাগণ তরীমুখ ফিরাইতে না ফিরাইতে দেখিল আরোহী নৌকায় নাই!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পান্থ নিবাসে।

সে কালরাত্রিতে গান্ধার রাজধানী ভয়স্তম্ভিত হইল। রাজা রাণী উভয়েই সংজ্ঞা রহিত। রাজপুরী নিস্তব্ধ! কেবল মধ্যে মধ্যে এক একজন সহচরী, পরিচারিকা অথবা পুরবাসিনীর বক্ষভেদী ক্রন্দন শ্রুতিগোচর হইতেছিল! রাজকুমারী পঞ্চজনা সহচরী এবং মাল্লা ও সৈনিকে দ্বাবিংশ লোকসহ পরীখা মধ্যে জলমগ্ন হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কেবল তিনজন সহচরী, দুইজন সৈনিক এবং ছয় জন মাল্লার প্রাণ রক্ষা হইল। অন্য সকলে কে কোথায় গেল, কিছুই জানা গেল না। সহস্র লোকে সহস্র দিকে অন্বেষণ করিতেছিল, পরীখাতলে ডুবুরী নামান হইল, কিন্তু দুইটী সহচরীর মৃতদেহ ব্যতীত কিছুই পাওয়া গেল না।

রাজকন্যার জীবন রক্ষা হইল কি না; যদি তিনি পঞ্চত্বই পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহার শবদেহ কোথায়, কেহ বলিতে পারিল না!

অমানিশার ঘর অন্ধকারে নিশীথ কাল আরও মলিন বোধ হইল। দর্শকমণ্ডলী ভয়ে ত্রস্ত হইয়া পরীখাতীর পরিত্যাগ করিল। স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। নিদারুণ শোকাবহ ঘটনায় ভয়ে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আর কেহ দ্বারের বাহির হইল না। রাজপুরুষ, নগরপাল, দৌবারিকগণ সকলেই ম্রিয়মান, সকলেই স্বকর্ত্তব্যে শিথিলাদর ভবসাগরের ভীষণ ঘটনার জল্পনায় এবং রাজকুমারীর জন্য দুঃখ প্রকাশে নিরত। কেবল কএকজন সাহসী সৈনিক রাজনন্দিনীর অন্বেষণে বিরত না হইয়া, সমস্ত রজনী পরীখাময় পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

অতি প্রত্যূষেই গান্ধারনগরীর হস্তিনাদ্বার নিকটস্থ একটী নিভৃত পান্থনিবাসের পন্থায় একখানি ক্ষুদ্র ডুলি! ডুলি খানি ঘন আবরণে সম্পূর্ণ আবরিত। দুইজন মাত্র বাহকে অবলীলাক্রমে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে! পশ্চাতে একজন অশ্বারোহী মৃদুপদে অশ্বচালনা করিয়া আসিতেছেন!

একজন বাহক জিজ্ঞাসা করিল, ডুলি কোন্ পথে লইয়া যাইব?

অশ্বারোহী উত্তর করিলেন, হস্তিনাপথে।

বাহকদ্বয় মুখ ফিরাইয়া অশ্বারোহীর মুখপ্রতি চাহিল। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি কহিল, ডুলিতে কে জিজ্ঞাসিলে, কি উত্তর দিব? সদুত্তর না দিলে নির্গমন নিষিদ্ধ—উপরান্ত রাজদণ্ড!

অশ্বারোহী ঈষৎ হাসিলেন। কহিলেন, সে ভার আমার, তোমাদের নয়।

বাহকদ্বয় দ্বিরুক্তি না করিয়া ডুলিস্কন্ধে দ্রুত চলিল! অগ্রের বাহক মনে করিতেছিল, এ বিদেশী আমাদের শহর হইতে কোন ভদ্রঘরের মহিলা চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে, হস্তিনা তোরণে ধরা পড়িলে বড় মজা হয়।

অনতিবিলম্বে ডুলিসহ অশ্বারোহী হস্তিনাদ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন। দ্বারদেশে প্রহরীগণ বসিয়া ভবসাগরের বিষম ঘটনার জল্পনা করিতেছিল। ডুলি দেখিয়া একজন জিজ্ঞাসা করিল, ডুলিতে কি?

অগ্রগমনে অশ্বারোহী উত্তর করিলেন, রত্ন।

প্রহরী। কি রত্ন?

অশ্বারোহী। রমণীরত্ন।

প্রহরী। কাহার?

অশ্বারোহী 'আমা'—বলিতে বলিতে ফিরাইয়া বলিলেন 'মহারাজ গান্ধারেশ্বরের।

'চোর চোর' বলিয়া পাঁচ ছয়জন সৈনিক লম্ফ দিয়া আসিয়া অশ্বারোহীসহ ডুলি ঘেরিয়া দাঁড়াইল। অশ্বারোহী হাস্য করিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই গর্ব্বিত গম্ভীর স্বরে কহিলেন, 'দূরে সরিয়া দাঁড়াও, তোমাদের অধিনায়ক কে?' অধিনায়ক বিস্ময় স্তম্ভিতহৃদয়ে সসম্ভ্রমে অশ্বারোহীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল।

অশ্বারোহী অধিনায়ককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, এই ডুলিতে তোমাদের রাজকুমারী। তিনি মূর্চ্ছিতা, এখনই রাজসমক্ষে লইয়া যাও, বিলম্বে বিঘ্ন সম্ভাবনা। দেখিও, তাঁহার অসূর্য্যম্পশ্য বদনকমলে ইতরের দৃষ্টি পতিত না হয়!

অধিনায়ক বলিতেছিল, আপনি কে? আপনাকেও ছাড়িব না, আপনি আমাদের বন্দী।

কিন্তু অশ্বারোহী কোথায়? তাঁহার সুশিক্ষিত অশ্ব এক লম্ফে তোরণ অতিক্রম করিয়া নক্ষত্রবেগে সেতু পার হইয়া কোথায় চলিয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কি সন্দেশ?

সহচরী মুরলা কহিলেন, সখি! তিনি কে, তাহাকে চিনিতে পারিলে না?

রাজকুমারী ক্ষণপ্রভা উত্তর করিলেন, সহসা তরণীমধ্যে এক তরণী জল। তোমরা সবাই কাঁদিয়া উঠিলে, আমি অজ্ঞান হইলাম! তারপর যখন একবার জ্ঞানসঞ্চার হইয়াছিল, দেখিলাম, আমি একটী সামান্য ঘরে ভূমিশয্যায় শুইয়া আছি, আর আমার মস্তকটা একটী অপরূপ পুরুষের অঙ্কে। মাথা তুলিবার শক্তি নাই, কথা কহিবার শক্তি নাই, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব অবশ, অথচ আমি কে, কোথায় আসিয়াছি, সব যেন ভাবিতেছি! কতক্ষণ সেই ভাবে তাঁহার অঙ্কে শুইয়াছিলাম, তাহা জানি না। কেবল মনে হয়, সেই প্রাণমনমুগ্ধকারিণী দেবমূর্ত্তির বদনকমলের দিকে বহুক্ষণ ধরিয়া চাহিয়াছিলাম, তথাপি নয়নের তৃষ্ণা

নিবারিত হয় নাই। তিনি তখন আমার অঙ্গে অগ্নিশেক প্রদান করিতেছিলেন; আমার সংজ্ঞা সঞ্চারের চেষ্টা পাইতেছিলেন।

সহচরা। তিনি কি তবে কোন রাজপুত্র হইবেন?

রাজকুমারী। তিনি যে দেবতা! দেবতারা কি রাজপুত্র হয়?

মুরলা হাস্য করিয়া উঠিলেন। ক্ষণপ্রভার অপ্রতিভ লজ্জাবনত বদনখানি দুই হস্তে আকর্ষণ করিয়া অধরে চুম্বন করিলেন।

কালনিশা শেষ হইলে গান্ধার ভয় মোহমুগ্ধ সুগুপ্ত।

অন্ধ মানব কি জানিবে, অনন্ত কালের কোন্ নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তের গর্ভে তাহার জন্য কি অপার সুখ বা বিষম দুঃখ নিহিত আছে? বিশ্বনায়ন্তা স্বয়ংই কি জানেন, তাহার অতি দিনহীন ক্ষীণ সন্তানটী অদ্য প্রবলপরাক্রান্ত মহীপাল হইয়া উঠিবে; তাহার অলৌকিক ক্ষমতাশালী সসাগরা-ধরা-সরা-ভাবি-বরীয়ান সন্তানটী কল্য সিন্ধুবেলার বালুকা কণাটীর ন্যায়, বারিধি বক্ষের বুদ্বুদটীর ন্যায় ছায়াপথের অস্পষ্ট শুভ্র বিন্দুটীর ন্যায় কোথায় লুকাইয়া যাইবে? তাহার পক্ষে অনন্ত জ্ঞানে তাহা জানা অসম্ভবও নহে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে তোমার আমার কি বিষম ক্ষোভের বিষয়! যাঁরে দয়াময় বলে জানিবার জন্য, মঙ্গলময় বলে ভাবিবার জন্য, অপনার হতেও আপনার বিশ্বাস করে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে শিখিবার জন্য, মানব সর্ব্বত্যাগী হইতেছে, কঠোর সাধনায় চিরজীবন দগ্ধাইয়া পোড়াইয়া খাক্ করিতেছে, স্বহস্তে পঞ্জরগুলা ভাঙ্গিয়া উপাড়িয়া নিজ হৃৎপিণ্ড-টাকে প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নিতে আহুতি দিতেছে তাঁহার এই কর্ম্ম? কেহ কেহ মহাজ্ঞানী, (বেচারারা মনে করে তাহারাই ঈশ্বরের বরপুত্র আমরা কেহ নহি) কেহ কেহ তত্ত্বজ্ঞানাভিমানী গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া নাসিকার বুজ্লো, কাণের ভুলো চক্ষের ঠুলি খুলিয়া, অতি সাবধানে তোমার আমার কাণে কাণে সাড়ে চারিটী বীজঅক্ষরে দুইটী মাত্র শব্দ উচ্চারণ করিবেন ‘কর্ম্মফল’! তাঁর মাথা আর তাঁর মুণ্ড—ভাজা, আর মুড়ো, তুমি বোঝ আর নাই বোঝ, জ্ঞানাভিমানী কথা দুইটী বলিয়া দিয়াই চুপ! —হরি! হরি!

তাই বলিতেছিলাম, তাঁহার এই কর্ম্ম? সেই সর্ব্বশক্তিমান অনন্ত স্রষ্টার এই কাজ? এইটী করিলে এইটী হবে, ইহা না করিলে ইহা হবে না! একে একে দুই, দুই তিনে পাঁচ—পণ্ডিত মহাশয়দিগের ন্যাড়ামাথায় বজ্রাঘাৎ।

ন্যায়ের ফাঁকি ফাঁক করে একবার ভিতরটাই খুলে দেখাও না কেন? বুদ্ধিটার দৌড় অনেক। ঘোড়ার গাড়ি রেলওয়ে, ব্যোমযান, সবার চেয়েও ঢের-

বেশী! তীর নক্ষত্রও হারি মানিয়াছে! তবু! তবু! মনটা যতদূর যেতে পারে, প্রাণটা যতদূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতে পারে, বুদ্ধিটা এখনও তাহার কাছেও যায় নাই! কখন কি যাইবে?

কে আছ এসো; বল—সর্ব্বস্রষ্টার সৃষ্টি মধ্যে তিনি মনুষ্য প্রাণের চেয়ে কোন অত্যন্ত সুন্দরতর, অত্যন্ত অদ্ভুৎ-তর অত্যন্ত নৈপুণ্যপূর্ণতর পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন?

তোমাদের এক উত্তর আছে 'জানি না, থাকিতে পারে'।

ছেঁদো কথা' ন্যায়ের ফাঁকি। সাদা কথায় এসো। যেমন "গঙ্গাপূজি গঙ্গা-জলে" এমনই পরিষ্কার কথায় বলিতে পারত বল। যীশু বাদীরা বলেন, ঈশ্বর আপনার প্রতিরূপ স্বরূপ করিয়া মানব সৃষ্টি করিয়াছেন! একথাও মন্দ নয়!

তাই বলিতেছিলাম। যিনি সেই মনুষ্য মনের সৃষ্টি করিযাছেন, যাহাতে তাঁহার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কাণ্ডের অসীম জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইলেও সেই জ্যোতিঃ বিকীরণ-স্থানের অভাব হয় না; যাহাতে ভূৎ ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের শূর অশূর নর হইতে, সামান্য চেতন বা অচেতন পরমাণুটীর পর্য্যন্ত সৃষ্টি স্থিতি লযের প্রকরণ নির্ঘন্ট করিবার শক্তির অভাব হয় না; যাহাতে এমন তেজঃ জন্মিতে পারে, যে তেজেঃ পলকে প্রলয় হইবে, স্বয়ং ঈশ্বরও তাহা নিবারণ করিতে অসমর্থ। যে তেজেঃ এই ভারতে এককালে বিশ্বামিত্র নামক এক শূদ্র-সন্তান স্বয়ং ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব সংহারেও অসর্থ হয় নাই। সেই মন। যিনি সেই মনুষ্য মনের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার এই কর্ম্ম? সেই মনে কষ্ট দেওয়া?

উন্নতির পতন কেন? পতিতের আবার উত্থান কেন? চিরদুঃখীর আজন্ম খিন্ন মনে হঠাৎ সুখ সুধার সিঞ্চন কর কেন? সে ভালমানুষ, বোঝে না শোচে না, তাই ভূমিশয্যা ছেড়ে আবার তোমার প্রদত্ত দুগ্ধফেননিভ সুখশয্যায় শয়ন করে। বুঝিলে তাহার মনে যে যন্ত্রণা হইত, সেই যন্ত্রণায় তাহার চক্ষে যে অশ্রুপাত হইত, তুমি নিষ্ঠুর ক্রূর খলমতি বিধাতা, তুমিও তাহাতে গলিয়া যাইতে! তাহার কাছে তোমার চিরকৃত দাসসম বাস করার ব্যবস্থা হইত!

সেই কে একটা দুষ্ট ছেলে শুনেছিল, মা বলে ডাকলে দুর্গারূপে যা চাও, তাই দিয়ে যায়। ছেলেটা দুষ্টর উপর আবার একটু সাদাসিদে, অর্থাৎ এ কালের ভণ্ডধার্ম্মিক মহোদয়দের মত নারেট দুষ্ট নহে। ছেলেটা মাকেই ডাকিতে লাগিল। ঘর বাড়ি, মা বাপ, ভাই, বন্ধু আহার নিদ্রা ত্যাগ করে কেবল মা! মা! মা!—ওমা! দেখা দে মা! এই সব ছেড়ে তোর কাছে এসেছি, কোলে

নে মা ! বলে ডুকুরে ডুকুরে কেঁদে কেঁদে বনে বনে ফিরিতে লাগিল ! নিষ্ঠুর নির্দ্দয়, পাষাণহৃদয়া মা সহজে কি দেখা দিলেন ? ছেলেটাও না-ছোড়-বন্দা ! শেষ কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিল ! তখন আসতেও হইল ! পূর্ব্বেই বলেছি, মনের তেজে না হয়, এমন কাজ নাই ! তখন মাকে ছেলের কাছে আসতেই হইল। সে যে অখল সরলহৃদয়ে সহজ বুদ্ধিতে তেজীয়ান ! নির্ম্মল কোমলান্তঃ-করণে তাঁর প্রেমে প্রেমিক ! সে কি যে সে ছেলে ?

তখন মা এসে বল্লেন, এসো যাদু আমার এসো, কি চাই বল ! হরি ! হরি ! তখন আবার কি চাই ? ছেলেটা ভেবে দেখলে, তখন ত আর তার কিছুই চাই না ! যখন তার কিছুই ছিল না, তখন সে সবই চাহিয়াছিল, তখন ত কিছুই দাও নাই ! এখন কিছুই আবশ্যক নাই, তাই সব দিতে এসেছ ? 'যাদু আমার' চটিয়া লাল হইল ! কতকাল কষ্ট পেয়েছে, কতকাল ধরে ডেকেছে, কেঁদে কেঁদে প্রাণ বিদীর্ণ করেছে ! একটু হেঁসে বল্লে, মা কিছু চাই না ! একটী চাই, আমি এই যে পাথর খানির উপর দাঁড়িয়ে তোমায় ডেকে ছিলাম, আমি যখন যেখানে ইচ্ছা করিব এইখানি পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

তখন চিরক্রীত দাস সম ছেলেটার কাছে কাছে থাকিতে হইল, যখন তার যেখানে ইচ্ছা সেই লক্ষ মোন পাথরখানি বহিয়া বেড়াইতে হইল !

তাই কি বলিতেছিলাম ?

কখন কার কেনই বা যে কি ঘটে, কে বলিতে পারে ? এই সখের হাট বাজারে সুখের মহাজনী করিয়াই চির জীবনটা কেটে যাবে এই ত ভরসা ছিল ! শেষ দশায় ! এ আবার কি বাবা ? দুঃখ ? দুঃখ জিনিসটা কি ? হরি ! হরি !

আবশ্যকীয় জিনিসের অভাবকেই দুঃখ বলে ?

যখন সসাগরা পৃথিবীর হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলাম, প্রতিদিন দশ বিশ সহস্র ইউরোপীয় সৈন্য ভক্ষণ না করিলে ক্ষুধা নিবৃত্তি হইত না, দু দশটা করে দেশ না চিবাইলে দন্তের তৃপ্তি হইত না, দুই চারিটা করে সাম্রাজ্য না গিলিলে উদর পূর্ত্তি হইত না (১) তখনত কিছুরই অভাব ছিল না ! তখন যে আমার পদভরে

---

(১) থ্যাকারে বাল্যকালে ভারতবর্ষ হইতে বিলাত যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে সেণ্ট-হেলিনায় তাঁহাদের জাহাজ লাগিলে, একদিন অপরাহ্নে তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুজ ও অনুজাসহ বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন, একটী অত্যুচ্চ লৌহগরাদে বেষ্টিত বাগানের ভিতর একটী কেমন এক রকম লোক বক্ষসংলগ্নবাহু হইয়া হেঁট মুণ্ডে স্থির ও গম্ভীরভাবে উদ্যানমধ্যে পাদচারণ করিতেছেন। তাঁহারা শিশুমতি, লৌহগরাদের মধ্যে মুখ দিয়া অবাক্ হইয়া

উইরোপ কম্পিত হইত? আমায় দেখিয়া আমেরিকার মুখ শুখাইত? এসিয়া—কাঁদিয়া উঠিত? হরি! হরি! একা ইউরোপে আমার থাকিবার স্থান কুলাইবে না বলিয়া বোধ হইয়াছিল! এখন এ কি বাবা! শেষ দশায় সেণ্ট হেলিনায় কেন বাবা? বৃদ্ধ সিংহ মত লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ! তখন যে পরাক্রান্ত পশু-রাজের সমগ্র পশু রাজ্য (২) মধ্য স্থান কুলাইত না! এখন এ পিঞ্জরটাও অতি বৃহৎ বোধ হইতেছে!

হা ভগবান! এত উত্থানের এরূপ পতন?

আকাশের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড খসিয়া পড়িল! না হয় তেজোবিহীন পূর্ণচন্দ্র মত ম্লান হইয়া থাকুক্ তাহা নহে! না হয় চন্দ্রের ষোল কলার কলাটী মাত্র হইয়া থাকুক্ তাহা নহে। না হয় নক্ষত্রটী হইয়া থাকুক্ তাহাও নহে। দীপ্তি বিহীন ক্ষুদ্রতনু, ছায়া পথের কোটী কোটী শুভ্র বিন্দুর মধ্যে বিন্দুটী হইয়া থাকুক তাহাও নহে! এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-পটল হইতে তাহাকে একধারে পুঁছিয়া না ফেলিলে নয়?

হা ভগবান! এত বৃদ্ধির এরূপ হ্রাস?

ভাবিলেও যে বুক ফেটে যায়! তবে কে বলে প্রভু তুমি দয়াময়? তুমি সুকৃতি দুষ্কৃতির উচিত ফল দাতা? নির্গুণ চালুনী খানা মাত্র? মোটা উপরে থাক সূক্ষ্ম নীচে পড়।

সুকৃতি, দুষ্কৃতি! কারে বলে নাথ? কাহার সুকৃতি? কাহার দুষ্কৃতি? কে

বিচরণকারীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহাদের রক্ষক একজন বৃদ্ধ খানসামা বাঙ্গালী-মুসলমান একটু পশ্চাতে পড়িয়াছিল। শীঘ্র আসিয়া তাঁহাদিগকে তদবস্থা হইতে টানিয়া আনিয়া ভ্রুকুটি করিয়া কহিল, ছিঃ ওদিকে অমন করে অসভ্যভাবে চাহিয়া থাকিতে আছে? খ্যাকারে জিজ্ঞাসিলেন, ঐ ব্যক্তি যাঁহার মুখের দিকে চাহিলে প্রাণের ভিতর দারুণ ভয় এবং পরম ভক্তি ও স্নেহ যুগপৎ উদয় হয়, উনি কে? উত্তরে বৃদ্ধ খানসামা বলিয়াছিল, "ঐ ব্যক্তি বৃহৎ বৃহৎ সেনানী ভক্ষণ করিতে পারেন, রাজাগুলা গিলিতে পারেন এবং সাম্রাজ্যগুলাকে হজম করিয়া ফেলিতে পারেন।"

"That man can eat armies swallow kingdoms and digest Empires!"

(২) এই স্থলটী পাঠ করিতে করিতে লেখকের একজন বন্ধু বলিলেন, ইউরোপকে পশু রাজ্য বলিয়াছ? লেখক প্রতিবাদ করিলেন। বন্ধু কহিলেন, বলাই ত উচিত। যাহারা পুরুষত্বের পূজা করিতে জানে না, তাহারা পশু নয় ত কি? বোনাপার্ট ভারতে জন্মাইলে এতদিনে তাহার প্রতিমা পূজা প্রচলিত হইত।

করে? কি করে? যা করে সবই কেন সুকৃতি হয় না? সবই দুষ্কৃতি হইলেই বা ক্ষতি হইত কি? হিংস্র সর্প ভেক দেখিলেই ধরিয়া খায়;—ভেকের হত জীবনে সর্পোদর পরিপূরণ ক্রিয়া সুকৃতি না দুষ্কৃতি? সর্পের ভেক মাংসাস্থি সমাসাদন দ্বারা দেহপুষ্টি ও অন্তর্তুষ্টি সম্পাদন, দুষ্কৃতি না সুকৃতি?

হরি! হরি। এরেই বলে ধান ভানিতে শিবের গীত! কিন্তু আমায় কে বুঝাইয়া দিবে যে এ ধরায় মনুষ্যাবয়বের সর্প সৃষ্ট হয় না; মানব মাত্রেই "ভেক জাতি অতি নিরীহ" শ্রেণীভুক্ত? মণ্ডুক মারিয়া খাইলে অহির কি পাপ হয়? তাহাও কি চিত্রগুপ্তের খতিয়ানে উঠে? যদি তাহা না হয়, তবে মানবাকৃতি অহি মানবাকৃতি মণ্ডুক মারিলে তাহার কি পাপ? বল, অহি মণ্ডূক ইতর, আর মানব শ্রেষ্ঠ প্রাণী; কি মজার মতিভ্রম—আ মরি!

তবে কি বলিতে ছিলাম?

কিসের কলংকি—কেন হয়? মারিল হুদে, মরিল নিদে, ফাঁসি গেল সীদে কেন হয়?

পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল।

সেই সাড়েচারি অক্ষরের বীজমন্ত্র। ভাল তাহাই হউক! এখন ন্যায়শাস্ত্রে আসিয়া পড়িল না, বাঁচ্‌লাম মতিভ্রম ঘুচিল। পূর্ব্ব জন্মের পূর্ব্ব জন্ম! তাহারও একটা পূর্ব্ব জন্ম! তবে কখন না কখন সীদের একটা প্রথম জন্ম ছিল?

কাজেই ছিল।

বেশ বেশ। ভাল কথা। তবে সেই জন্মে কোন এমন দুষ্কৃতি ছিল, যাহার ক্রম বর্দ্ধিত ফল শেষে বিষময় হওয়াতে এই অষ্টাদশ জন্মে সীদেকে বিনাপরাধে ফাঁসি খাইতে হইল?

তা বই আর কি?

বলি হঁ্যা হে নৈয়ায়িক! যদি এক জন্মের একটু পাপ, পর জন্মের আর একটুর সহিত যোগ হইতে পারে, অথবা—জন্ম ক্রমে জ্যামিতিক গুণীকরণে প্রথম জন্মের একটু পাপ বৃদ্ধি হইয়া বেশী হইতে পারে, তবে জন্ম জন্মান্তরের বেশী পাপ কম পুণ্য, কম পাপ বেশী পুণ্য, যোগ বিয়োগের ফলাফলেও ভাগ্য ফলাফল নির্ভর করিতে পারে? তবে বেশত—এজন্মে একটু বেশী পাপ করে এ কাজটা হাঁসিল করে নিই, জন্মান্তরে বেশী পুণ্য করে এটার প্রতিশোধ করিলেই হইবে। কোন্ এই জন্মের পরই চির নরক? তোমার শাস্ত্রে ত তা বলে না?

এজন্মে বেশী পাপ করিলে পর জন্মে আর বেশী পুণ্য করিবার প্রবৃত্তি থাকিবে না!

এটি নূতন কথা।

কিসে?

তবে প্রবৃত্তিও কার্য্য ফলের অধীন?

তাও ত বলিতেছি।

তবে বাপু! সীদেকে প্রথম জন্মে সেই এক বিন্দু পাপ প্রবৃত্তি, কে, কোথা হইতে, কেন দিয়াছিল?

তাহা বলিতে পারি না।

তবে দূর হও, যমালয়ে যাও যথা ইচ্ছা যায় যাও। আর তোমার ন্যায় শাস্ত্রের পুঁথি গুলোকেও মহাকালের হোমকুণ্ডে প্রক্ষেপ কর গে। আমি আমার গান্ধার রাজ কুমারীকে জলে ডুবাইয়া দিয়া—রাজা রাণী ও রাজ্যশুদ্ধকে এই এত কাঁদাইলাম; আবার এখনই তাঁহাকে বাঁচাইয়া আনিয়া দিয়া—এই এত হাসাইতেছি কেন ভাবিয়া, ভগবানের মায়া বুঝিতে না পারিয়া, তাঁরে ডাকৃছিলাম, তুমি কেন বাপু বার সতের কথা এনে আমায় এত বকাইলে! না জানি আমার পাঠক পাঠিকাগণ কতই বিরক্ত হইবেন।

মায়া? ঈশ্বরের আবার মায়া কি?

হা গণ্ডমূর্খ! ঈশ্বরের মায়া! বুঝিতে পার না? মায়া, মায়া—হরি! হরি! প্রায় আমিই তাহা বুঝি। একটা কথা যেন বুঝি বুঝি বলিয়া মনে হয়! কে জানে পাঠক পাঠিকাগণ শুনিলে কি মনে করিবেন।

'ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি'—তাহলে স্বাধীন প্রবৃত্তিবাদীরা কি বলিবেন?

স্বাধীন প্রবৃত্তিবাদীদের মুখে কৃষ্ণবর্ত্ত।

প্রত্যুষেই হটাৎ রাজ পুরী হইতে শত শত জয় শঙ্খ জয় ডঙ্কা জয় ভেরী বাজিয়া উঠিল। আনন্দের লহরী উঠিল! কি সমাচার। রাজ কন্যা বাঁচিয়া আছেন। গৃহে আসিয়াছেন। কে এক জন পরম সুন্দর বীর পুরুষ তাঁহাকে বাঁচাইয়াছেন।

রাজ কুমারী এক্ষণে সম্পূর্ণ সংজ্ঞালাভ করিয়াছেন। তাঁহার দৈহিক দৌর্ব্বল্য ও অবসাদের পূর্ণ বিরাম হয় নাই কিন্তু মনের সম্পূর্ণ শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। তাই সহচরী সহ কথা বার্ত্তা কহিতেছেন।

হাসিয়া সুবলা কহিলেন সখি। প্রাণ দাতাকে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছ না কি?

রাজ কুমারী অধোবদনে চিন্তা করিতেছিলেন। সুবলার প্রশ্নে চকিত হইয়া সহসা কহিলেন, স্বীকার করিলেই বা ফল কি? তিনি দেব মূর্ত্তি। অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। আর ত দেখা হইবে না।—কথা গুলি রাজপুত্রী সহচরীর প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে কি আপনা আপনি বলিতেছিলেন, সহচরী বুঝিতে পারিলেন না। সখীর মহাক্ষোভ পূর্ণ, নিরাশা পূর্ণ, মর্ম্মভেদী এই 'আরত দেখা হইবে না' কথাটি শ্রবণ করিয়া সুবলা নীরব হইলেন।

গান্ধারে এই শোক, তাপ, আর্ত্তনাদের, পরাকাষ্ঠা! আবার এখনই আনন্দের সীমা নাই। এ আনন্দই বা কতক্ষণ থাকিবে। কে জানে।

আবার ঐ দেখ, কে দুইটা উগ্রমূর্ত্তি, ভস্ম মাখা জটাধারী পূর্ব্ব তোরণে আসিয়া ঘোর দর্পে দ্বারপালদিগের সহিত কলহ করিতেছে। কে জানে উহাদের ঐ নিবিড় জটাভার মধ্যে কি সন্দেশ লুক্কাইত আছে? যাহাতে হয় ত এই মুহূর্ত্তেই আবার গান্ধারের হাসি মুখে শোকের অশ্রু প্রবাহিত হইতে পারে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পার্ব্বত গুহায়।

প্রভু পৃষ্ঠে সুবর্ণক এক লম্ফে হস্তিনাতোরণ রক্ষকদিগের আক্রমণ উল্লঙ্ঘন করিয়া নক্ষত্র গতিতে পরীখা সেতু পার হইল। নিমেষে সেনানী শিবিরে আসিয়া পৌছিল। ইতিমধ্যে তোরণ হইতে তুরী নিনাদ দ্বারা রক্ষিগণ সৈন্য শিবিরে সম্বাদ দিল 'অশ্বারোহীকে ধর।' কিন্তু তুরীনাদ দিতে না দিতে শিবিরে তাহা পৌছিতে না পৌছিতে, শিবিরের লোক অগ্রসর হইতে না হইতে অশ্বারোহী কোথায় অদৃশ্য হইল। তথাপি শিবিরের একদল অশ্বারোহী বীর পশ্চাৎ ধাবিত হইল, কিন্তু সুবর্ণকের পৃষ্ঠস্থ আরোহীকে ধৃত করে কাহার সাধ্য?

এইরূপে গান্ধার রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া অপ্রতিহত গতিতে অশ্ব চালন করিয়া অশ্বারোহী দেখিলেন কএক দণ্ডে পেশোর পথে বহুদূরে আসিয়া

পড়িয়াছেন। তখন অশ্ববেগ সংযত করিয়া স্বয়ং তৎপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। পার্শ্বে একটী পর্ব্বতের সমতল অধিত্যকা দৃষ্ট হইল। তথায় কএকটী সুন্দর ছায়াময় মহীরুহ, কএক খণ্ড হরিদ্বর্ণ লতা শষ্প পূর্ণ সমতল ভূমি এবং ইতস্ততঃ কএক খণ্ড আসনোপযোগী প্রকাণ্ড প্রস্তর! অদূরে একটী ক্ষীণস্রোতা স্বচ্ছ সলিলা নির্ঝরিণী! চারি দিকে অত্যুচ্চ পর্ব্বত কন্দর মেঘাকারে গগণে লাগিয়া আছে। স্থানটী নির্জ্জন অথচ অতীব মনোরম্য।

সুবর্ণককে সজ্জা বিমুক্ত ছাড়িয়া দিয়া অশ্বারোহী একটু বিশ্রামার্থ এক বৃক্ষতলে শয়ন করিলেন। গত রাত্রি হইতে আহার নাই নিদ্রা নাই বিশ্রাম নাই। রাজকন্যা ক্ষণপ্রভার তরণী মধ্য হইতে রমণী কণ্ঠে 'রক্ষা কর' শব্দ শ্রবণ মাত্র লম্ফ দিয়া পবীণ বক্ষে পতিত হইলেন। দেহে বলের অভাব নাই, মনে সাহসের ইয়ত্তা নাই, রমণী কণ্ঠে 'রক্ষা কর' ধ্বনি শ্রবণে তজ্জন্য প্রাণ দিতেও ইতস্ততঃ করা নাই।

প্রবল বেগে সন্তরণ করিয়া এক নিমেষে রাজপুরীর তরণী পার্শ্বে উপনীত হইলেন। তখন তরণী ডুবিতেছে। অভ্যন্তরে অর্দ্ধ তরণী জল পূর্ণ হইয়াছে। সহচরীগণ দারুণ চীৎকার করিতেছে। ভয়ে কম্পিত হইতেছে। পরস্পরকে পরস্পর প্রাণভয়ে আলিঙ্গন করিতেছে। নাবিকগুলা ও উপরের রক্ষকগুলা সোরবোলে ক্রন্দন করিয়া এত ছুটাছুটি এত লম্ফ ঝম্ফ করিতেছে যে তাহাতেই আরও শীঘ্র অধিক জল তরণী গর্ভে প্রবিষ্ট হইতেছে। কেহ কেহ জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ লইয়া পলাইতেছে।

তখনও তরী অভ্যন্তরের মণিময় দীপ সকল নির্ব্বাপিত হয় নাই! তরী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই অশ্বারোহীর প্রথম চিন্তা হইল রাজকুমারী। দেখিলেন, তরণী কক্ষের এক দিকে একটী অপেক্ষাকৃত কৃষাঙ্গী কুমারী উপাধানে দেহ ঢালিয়া মূর্চ্ছিতা। তাঁহার আলুলায়িত কেশদাম কক্ষ প্রবিষ্ট জলে ভাসিতেছে। পাপীষ্ট বারি পদ পৃষ্ঠ কটি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে, এখনও বক্ষে উঠিতে সাহস করে নাই। কুমারীর নিবিড় ঘন-খণ্ড-সম অলকদাম এবং দুগ্ধালক্তক-রাগ রঞ্জিত নিস্পন্দ হৃদয় এই উভয়ের মধ্য প্রদেশেও বুঝি একবার অশ্বারোহীর নয়ন পতিত হইয়াছিল। ঠিক্ স্মরণ হয় না। ফলতঃ তখন তাহার অকুতোভয় বীর হৃদয়ও ভয়ে কম্পিত হইয়াছিল, পাছে সেই চিত্তহরা চারুমুখীকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে অসমর্থ হন্।

কোন অকস্মাৎ বিপদপাতকালে নিমেষ মধ্যে যে কাণ্ড গুলি ঘটিয়া যায়,

ভাবিয়া চিন্তিয়া বিবেচনা করিয়া সেগুলি পরে লিপিবদ্ধ করিতে তাহার কতগুণ সময় আবশ্যক। সেই লিপিবদ্ধ বর্ণনাটী পাঠ করাও অতি অল্প সময় মধ্যে হইতে পারে, কিন্তু ঘটনাটী তাহারও অপেক্ষা অল্প সময়ে ঘটিয়াছে!

রাজপুত্রী সহচরীগণ সহ তরণী কক্ষে বসিয়া বাতায়ন মুখে পরীখার উভয় কূলের শোভা, হরমন্দির শ্রেণীর উৎসব এবং অমানিশায় পরীখা বক্ষ-প্রতিফলিত গগণ শোভা সন্দর্শন করিতেছিলেন! সখীদের সহিত নানা গল্প করিতেছিলেন, হাস্য কৌতুক করিতেছিলেন। মুরলা নাম্নী এক প্রধানা সহচরী হাসিতে হাসিতে কহিলেন, সখি আজি যেন তোমার বিবাহ রাত্রি। আমরা সকলে কন্যা যাত্রী যাইতেছি।

রাজপুত্রী কহিলেন, সখি। আমাব বিবাহে কন্যাযাত্রী হইবার সাধ বোধ হয় আমি এ জন্মে পূরণ কবিতে পাবিব না। মুরলা কহিলেন, সে কি কথা? আমি শুনিয়াছি, কুমাব পৈশোর রাজ কন্যাব স্বয়ম্বব হইতে প্রত্যাগমন করিলেই মহারাজ আপনার স্বয়ম্বরেব আয়োজন আরম্ভ করিবেন। সেই স্বয়ম্বর সভায় মনোমত বাছিয়া বরণ কবিবে।

রাজকুমারী হাসিয়া কহিলেন, এজন্মে ত নয়! বলিতে বলিতে সকলে শিহরিয়া উঠিলেন। তরী কক্ষ জলময়! মধ্যস্থল হইতে একটী প্রবল উৎসমত জল উঠিতেছে! দেখিবা মাত্র রাজকুমারী মূর্চ্ছিতা হইলেন! তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহীও তরী কক্ষে আসিয়া পৌছিলেন। তৎক্ষণাৎ রাজকন্যার অচেতন দেহ সযত্ন-বস্ত্রাবদ্ধ অশ্বারোহী-পৃষ্ঠে লম্বিত হইল। অশ্বারোহী এক লম্ফে নিমজ্জমান তরী কক্ষ হইতে পরীখা বক্ষে পতিত হইলেন। তরণী জলগর্ভে প্রবেশ করিল!

অন্ধকারে, কোলাহলে, নৌকাব ভীড়ে অশ্বারোহীকে অতি সাবধানে সন্তরণ করিতে হইল! কতবার কোন তরী-সংঘর্ষণ নিবারণার্থ কিয়দ্দূর ডুবিয়া ডুবিয়াই সন্তরিতে হইল। বাহুদ্বয়ে প্রভূত বল! এক মুহূর্ত্তে সেই ভীড়ের মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া অবলীলাক্রমে বহুদূরে চলিয়া গেলেন। তাহার পর লোক সমাগম শূন্য এবং অন্ধকারাবৃত দেখিয়া পরীখাকূলে গিয়া উঠিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ স্বীয় শিরস্ত্রাণ বস্ত্রে রাজপুত্রীব কেশদাম ঢাকিয়া এবং তাহাবই একাংশে রাজকুমাবীর সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া দিয়া বক্ষে কবিয়া নিকটস্থ একটী পান্থনিবাস উদ্দেশে চলিলেন। পথিমধ্যে জন মানবের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। সকলেই ভব সাগরের উৎসব দেখিতে গিয়াছে! একটী বৃদ্ধ স্ত্রীলোক পান্থগৃহের দ্বারে বসিয়া তাহা রক্ষা করিতেছে। সেও প্রায় অন্ধ, তবে কর্ণে বিশেষ

সতর্ক বলিয়াই সেই কার্য্যের ভার গ্রহণে উপযুক্ত জানিয়া গৃহপতি নিশ্চিন্ত হইয়া হর পার্ব্বণ দর্শনে গিয়াছে।

পদ শব্দ শ্রবণ মাত্র বৃদ্ধা জিজ্ঞাসিল কে?

অশ্বারোহী উত্তর করিলেন, মা আমি অতি বিপদে পড়িয়াছি। আমরা দুই সহোদরে ভবসাগরের উৎসব দেখিতে গিয়াছিলাম। তথায় আমার ভাই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। আপনি দয়া করিয়া যদি একটু স্থান দেন, তাহাকে রাখিয়া শুশ্রূষা করি, নচেৎ তাহার প্রাণ যায়।

বৃদ্ধা কহিল, আমার নাতি ভাড়া না পাইলে কাহাকেও থাকিতে দেয় না।

অশ্বারোহী কটিদেশ হইতে একটী স্বর্ণ মুদ্রা বাহির করিয়া বৃদ্ধার হস্তে প্রদান করিলেন, কহিলেন, এই মোহরটী লউন। আবশ্যক হয় কল্য প্রাতে আরও দিব। বৃদ্ধা মোহরটী হস্তে ধরিয়া নিকটস্থ দীপালোকে কতকবার বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল; পরিশেষে সাহ্লাদে সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়া পান্থ গৃহের সর্ব্বোত্তম ঘরটী দেখাইয়া দিল!

অশ্বারোহী বৃদ্ধার হস্তে আর একটী মুদ্রা দিয়া কহিলেন, শীঘ্র আমাকে কএক খানি নূতন বস্ত্র আনিয়া দাও এবং একটী অগ্নি জ্বালিয়া দাও। বৃদ্ধা নিজ কক্ষ হইতে কএকখান নূতন বস্ত্র এবং একটা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি পাত্র আনিয়া দিয়া যথা পূর্ব্ব পান্থ গৃহের দ্বার দেশে গিয়া বসিল।

অশ্বারোহী মুহূর্ত্ত মধ্যে রাজকন্যার সিক্ত বস্ত্রাদি মোচন করাইয়া শুষ্ক বস্ত্র পরাইয়া দিলেন এবং আপনিও অগ্নিশেকে স্বীয় পরিধেয় সমস্ত বিশুষ্ক করিয়া লইলেন। রাজকুমারীকে ভূতলে শোযাইয়া তাঁহার মস্তকটী যত্ন পূর্ব্বক স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিলেন এবং শুষ্ক বস্ত্র খণ্ড অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তদ্বারা রাজকুমারীর সর্ব্বাঙ্গে শেক দিতে লাগিলেন।

এই সময়ে একবার রাজকুমারীর নেত্রযুগল উন্মীলিত হইয়াছিল। কিন্তু কতকক্ষণ মাত্র অশ্বারোহীর মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া পুণরায় মুদিত হইল। অশ্বারোহী বিশেষ সতর্কতার সহিত দেখিলেন রাজকন্যার জলমগ্ন হেতু কোন বিশেষ যন্ত্রণা নাই। তাহা থাকিবারও সম্ভাবনা ছিল না যেহেতু দুই একবার মাত্র তিনি অশ্বারোহী সহ সম্পূর্ণ জলমগ্ন হইয়াছিলেন নচেৎ উর্দ্ধ মুখে পৃষ্ঠদেশে আবদ্ধ থাকাতে এবং অশ্বারোহীর অলৌকিক ক্ষমতাতে তাঁহার গ্রীবার উর্দ্ধদেশ জলস্পর্শ হয় নাই। তিনি অকস্মাৎ দারুণ আতঙ্কে অচেতন মাত্র।

এদিকে প্রভাত হইয়া আসিল। অশ্বারোহী পান্থ নিবাস রক্ষককে আজ্ঞা

দিলেন একখানি ডুলি আনিয়া দাও। সে ডুলি অন্বেষণে গেল, অশ্বারোহী স্বীয় অঙ্গুলি হইতে একটী অঙ্গুরীয় খুলিয়া রাজকন্যার অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিলেন এবং রাজকন্যার একটী অঙ্গুরীয় লইয়া স্বহস্তে পরিলেন।

এ পর্য্যন্ত তিনি রাজপুত্রীর মুখের প্রতি আবদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন। তখন তাঁহার হৃদয় মন্দিরের পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিতা দেবতার বিলোপ ঘটিতেছিল। অমৃতপ্রভা মূর্ত্তির তিরোভাব ক্ষণপ্রভা মূর্ত্তির আবির্ভাব।

যাঁহারা বলেন, একবার একজনকে ভাল বাসিলে আর অন্যকে ভাল বাসা যায় না, তাঁহারা অতি মূর্খ। অথবা তাঁহাদের ভাল বাসার ভাণ্ডারটী অতি সঙ্কীর্ণ। একজনকেই ঝাড়িয়া পুড়িয়া দিতে সব ফুরাইয়া গেল। সে মরিল, কি পলাইল, তোমায় ছাড়িয়া আর কাহারও হইল; তুমি তাহার জন্য আগুণ খাইতে বসিলে। তোমার কাছে তাহার মত, তাহার চেয়েও কত সুপাত্র এসে ভাল বাসা চাহিল। তুমি বলিলে তুমি 'প্রেম ধর্ম্মনিষ্ঠ' 'অদ্বিতীয়াচারী'। হরি! হরি! যে এসে তোমার কাছে প্রেম চাহিল, সে কি জানে তুমি প্রেমের কড়ে, প্রেমের মহাজন নও। তোমার প্রেমের সরিৎ হ্রদ নদী, তোমার প্রেমের সাগর থাকিতে পারে, কিন্তু তোমার প্রেমের অপার মহাসাগর নাই। তোমার প্রেমে ঢেউ নাই, তুফান নাই, অন্য হিংস্র জন্তু নাই, বড় জোর দুই একটা যৎসামান্য হাঙ্গর কুম্ভীর। তাহাতে যে সে যখন তখন যেরূপে ইচ্ছা পারাপার হইতে পারে। কেহ অতি ক্ষুদ্র যৌবনের খিলে খানিতে, কেহ রূপের ডিঙ্গিতে, কেহ বিদ্যা বুদ্ধির পান্সি খানিতে, কেহ ধন ঐশ্বর্য্যের অথবা সৌর্য্য বীর্য্যের সাজান গোছান বজরায়, আবার কেহবা বংশ মর্য্যাদার কিম্বা পদ গৌরবের সুন্দর লঞ্চ খানিতে অনায়াসে পরাপার হইতেছে। যে প্রেমে তিমির ভয়, তিমিঙ্গিলের ভয় রাঘ-বের ভয়। জল হস্তী, সিন্ধু ঘোটক যে জলের ক্ষুদ্র প্রাণী। যাহার উত্তাল তরঙ্গ রঙ্গে মেদিনী কম্পিত হয়। তাহাতে কি যৌবনের খিলে, রূপের ডিঙ্গি বুদ্ধির পান্সি যাইতে পারে? তথায় ঐশ্বর্য্যের বজরা গেলেও তৎক্ষণাৎ ডুবিবে বংশ মর্য্যাদার লঞ্চখানিও মুহূর্ত্তেকের জন্য বাঁচিবে না। সেই প্রেমের মহাসাগরে যাতায়াত করিবার যানও আছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যান। সে গুলোর নাম অর্ণব যান তাহাও শূন্য গর্ভ হইলে ডুবিয়া যাইবে। অন্ততঃ পাথর বোঝাই বালি বোঝাইও চাই। সেই অপরিমের প্রেম মহাসাগরেও তাহার দুই একখানা প্রকাণ্ড যান ডুবিয়া যায়। আবার তাহারও অপেক্ষা বৃহৎ যান নূতন প্রস্তুত হইয়া ভাসে। তাহাতে কি দোষ? ব্যভিচার প্রেমে নাই প্রেমের অসদ্ভাবে;

অশ্বারোহীর প্রেম-মহাসাগরে অমৃতপ্রভার সৌন্দর্য্য তরণী ডুবিতেছিল; ক্ষণপ্রভারূপ প্রকাণ্ড নূতন জাহাজ আসিয়া ভাসিল। ক্ষণপ্রভা! ক্ষণপ্রভা। কে? অমৃতপ্রভা। অমৃতপ্রভা। তাঁহার স্নেহময়ী ভগিনী। ক্ষণপ্রভা তাঁহার পরমারাধ্য প্রেম প্রতিমা তাঁহার একমাত্র হৃদয়েশ্বরী। তাঁহাদের নয়নে নয়নে মিলিল। প্রতিমা বদল হইল! উভয় হৃদয় হইতে গভীর প্রেমের অপার আশার অসীম আনন্দের উচ্ছাস উঠিল! উভয়ের অধর পল্লবে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল! তাহারাও কি পরস্পর মিলিল না? রাজকুমারী নয়ন মুদ্রিত করিয়াছেন!

অশ্বারোহী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন, তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, কুমার মেঘবাহনের কথা মিথ্যা। ক্ষণপ্রভা কত সুন্দরী, তাঁহার বদনকমলে কতগুণের লক্ষণ প্রতীয়মান, মেঘবাহন তাহার সহস্রাংশের একাংশও বলিতে পারেন নাই!

পান্থগৃহ রক্ষক আসিয়া সম্বাদ দিল ডুলি প্রস্তুত। রাজকুমারীকে ক্রোড়ে করিয়া ডুলি মধ্যে রক্ষা করিলেন। পান্থনিবাস রক্ষককে আর একটী স্বর্ণমুদ্রা দিয়া ডুলিসহ তথা হইতে বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে আসিতে আসিতে যে পান্থগৃহে বিগত অপরাহ্নে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং তথা হইতে সুবর্ণককে সজ্জিত করিয়া তদুপরি আরোহণ পূর্ব্বক ডুলির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

ডুলি হস্তিনা দ্বারে পৌছিল! দ্বারপালগণ তাঁহাকে বন্দী করিতে চাহিল। তিনি তাহাদের হস্ত এ্যাড়াইয়া এই পার্ব্বতীয় অধিত্যকায় আসিয়া পৌছিয়াছেন। একটু বিশ্রামার্থ এই শয়ন করিয়াছেন।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছেন কিছুই ঠিকানা নাই। সহসা অশ্বহ্রেষা শ্রবণে নিদ্রা ভঙ্গ হইল। নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, এক কৃষ্ণবর্ণ জটাধারী মহাপুরুষ পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার মস্তকে হস্ত বুলাইতেছেন। অদূরে সুবর্ণক শষ্প ভক্ষণ করিতে করিতে এক একবার জটাধারীর প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিতেছে। সুবর্ণক ভাবিতেছে জটাধারী পুরুষ প্রভুর ইষ্ট না অনিষ্ট অভিলাষী।

সুবর্ণকের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া অশ্বারোহী ঈষৎ হাস্য করিলেন, জটাধারীকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে। কি নিমিত্ত আমার শুশ্রূষায় ব্যস্ত হইয়াছেন? সন্ন্যাসী কহিলেন, বৎস তোমার অমানুষী মুখশ্রী দর্শনে স্নেহাকৃষ্ট হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। এটী আমার আশ্রম তুমি কে? কেন এখানে এরূপ নিরাশ্রয়ে শয়ন করিয়া আছ? আমার কুটীরে আসিয়া বিশ্রাম কর।

তাপসের অমৃত মাখা স্নেহ সম্ভাষণে পুলকিত হইয়া অশ্বারোহী কহিলেন, আমি না জানিয়া বিনানুমতিতে আপনার আশ্রমে আসিয়াছি, অপরাধ মার্জ্জনা করুণ। এইরূপ পরস্পরের মিষ্ট সম্ভাষণে পরস্পর প্রীত হইয়া অশ্বারোহী তাপসের পশ্চাদ্গমন করিলেন। উভয়ে অনতিদূরস্থিত এক নিভৃত পর্ব্বত গুহায় প্রবিষ্ট হইলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

চুরিকরি নাই।

গান্ধার রাজের বিরাট সভা সমাহূত। নিদারুণ শোকের পর অত্যানন্দ উপস্থিত। রাজ্যশুদ্ধ লোক মহারাজকে দেখিতে ও অভিনন্দন করিতে আসিয়াছে।

বিশাল সভাগৃহে সুচিত্র আসনে, কএক সহস্র লোক উপবিষ্ট। বিস্তীর্ণ-প্রাঙ্গনে বহু সহস্র লোক দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রাজবাটীর সম্মুখে ও অভ্যন্তরে ইতস্ততঃ দলে দলে সুদৃশ্য সৈন্যপুঞ্জ শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া রাজপুরীর শান্তি রক্ষণ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে গগনভেদী ধ্বনি উঠিতেছে 'হর হর শঙ্কর' জয় গান্ধার রাজার জয়', জয় রাজকুমারীর জয়'।

সভা মণ্ডপের মধ্যস্থলে বিচিত্র রত্ন সিংহাসনে মহারাজ গান্ধারেশ্বর উপবিষ্ট চতুঃপার্শ্বে মন্ত্রী এবং পাত্র মিত্র সভাসদ কর্ম্মচারী সকলে বদ্ধপরিকরে দণ্ডায়মান। ছত্রধর মস্তকোপরি রাজছত্র ধারণ করিয়াছে. পরিচারক দ্বয় উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া স্বর্ণদণ্ড মণ্ডিত শ্বেত চামর ব্যজন করিতেছে। মহারাজের বয়স অশীতি বর্ষ হইয়াছে। তথাপি দেহকান্তির বিলোপ হয় নাই। বরং উন্নত দেহে শুভ্রকেশে শুভ্র শ্মশ্রুতে রাজশ্রীর প্রগাঢ় গাম্ভীর্য্য সন্দর্শনে সকলে ভয়ে ভক্তিতে ও সম্ভ্রমে ত্রস্ত।

জোড়করে দণ্ডায়মান হইয়া মন্ত্রী কহিলেন, মহারাজ রাজনন্দিনীর জলমগ্ন হওয়ার পর দিবস যে সন্ন্যাসীদ্বয় ধৃত হইয়াছিল, তাহাদের অপরাধের বিচার করিয়া উচিত দণ্ড দেওয়া হইতেছিল। কিন্তু তাহাদের প্রার্থনা, মহারাজ স্বয়ং তাহাদের বিচার করেন। এক্ষণে রাজাজ্ঞা যেরূপ হয়।

গান্ধারেশ্বর কহিলেন, অপরাধীদিগকে সভাস্থলে উপস্থিত কর। মুহূর্ত্ত মধ্যে সভাস্থল নিস্তব্ধ হইল! অপরাধীরা কে, কিই বা তাহাদের অপরাধ, তাহাদের প্রতি কি দণ্ডাজ্ঞা নিঃসৃত হয়! এই সমস্ত জানিবার জন্য উপস্থিত সকলেই কৌতূহলপূর্ণ হইলেন।

ইত্যবসরে কএকজন নিষ্কোশিত-অসিহস্ত রক্ষকের মধ্যবর্ত্তী হইয়া গজেন্দ্র পদবিক্ষেপে অপরাধী দ্বয় সভাস্থলে আসিয়া, উপস্থিত হইলেন! তাঁহাদের মনোহর মূর্ত্তি দর্শনে সভাস্থ সকলে স্তম্ভিত হইলেন! কে এ শুভ্রজটা শ্বেতশ্মশ্রু সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ তাপস? কে এ অপরূপ নবীন সন্ন্যাসী? কি এঁদের অপরাধ! ইত্যাদি বিস্ময় সূচক প্রশ্ন মৃদুস্বরে পরস্পরের কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল! বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রশান্ত গম্ভীর মুখমণ্ডলের প্রতি তাকাইতেও ভয় হয়! তাঁহার আকৃতি দীর্ঘ, বর্ণ উজ্জ্বল, দেহ ক্ষীণ, জঠর মেরুদণ্ড সংলগ্ন—সর্ব্বাঙ্গে কি যেন একটী জ্যোতিঃ বিকীর্ণ। বৃদ্ধের বাম হস্তে ত্রিশূল দক্ষিণ হস্তে জপমালা।

যেমন সকলঙ্ক বলিয়াই পূর্ণ শশীর শোভা বর্ণনাতীত। সেইরূপ ভস্মাবৃত বলিয়াই যেন নবীন তাপসের রূপের এত আভা বাহির হইতেছে। পদতল হইতে উরুদেশ পর্য্যন্ত বিমুক্ত ভস্মমাখা। কিন্তু সে পদের, সে অঙ্গুলিরাজির, সে উরুর, গঠন পারিপাট্য সচরাচর দেব মূর্ত্তিতেও দেখা যায় না! ক্ষীণ কটিতে একখণ্ড কৌপিন, বক্ষে ভস্ম প্রলেপ। বোধ হয় তাপসের হৃদয়াকাশে কোন অভিনব ধূমকেতুর উদয় হইয়াছে তাই তাঁহার অন্তর্ম্মণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী গ্রহ দেবতার মন্দির ভস্মসাৎ হইতেছে! তাহারই ছাই পড়িয়া সে উন্নত বিশাল বক্ষ ঢাকিয়া গিয়াছে। বাহু আজানু লম্বিত; বামহস্তে ভিক্ষা পাত্র, দক্ষিণ হস্তে দণ্ড, গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা পরিশোভিত। সে বদন কমলের ভাব বর্ণনাতীত! ঈষৎ ক্রোধের সহিত ঈষৎ ঘৃণা, ঈষৎ ঘৃণার সহিত ঈষৎ অভিমান, তিনেরই সহিত মৃদু মৃদু মধুর হাসি! ভয়? সে মুখচ্ছবিতে ভয়ের চিহ্নও নাই! চক্ষুদ্বয় কিঞ্চিৎ আরক্তিম। ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক শিরে জটাভার; সন্ন্যাসী উন্নত বক্ষে বিস্ফারিত নেত্রে রক্ষকগণ পরিবৃত হইয়া রাজ সমক্ষে দণ্ডায়মান!

গান্ধাররাজ বহুক্ষণ সন্ন্যাসীদ্বয়ের আকার গঠন ও বদন মণ্ডলের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া মন্ত্রীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন ইঁহাদের অপরাধ কি? মন্ত্রী কহিলেন হস্তিনাপুরের কোতোয়াল চোর বলিয়া প্রেরণ করিয়াছে!

শ্রবণমাত্র রাজার অধর পল্লবে হাসি দেখা দিল। দর্শক মণ্ডলীর মধ্যে মৃদু মৃদু মিথ্যা মিথ্যা ধ্বনি শ্রুত হইল!

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন কি চুরি ?

মহারাজের হাস্য দর্শনে এবং দর্শক মণ্ডলীর 'মিথ্যা মিথ্যা' মন্তব্য প্রকাশে মন্ত্রী কথঞ্চিৎ ক্ষুন্ন হইয়া ছিলেন। অপেক্ষাকৃত শ্লাঘার সহিত কহিলেন ম... রাজ। বিশেষ বমাল না পাইলে গান্ধার রাজ্যে, বিশেষতঃ এই রাজধানীতে এমন কর্মচারী কেহই নাই যে মিথ্যাপবাদে কাহারও প্রাণদণ্ডের চেষ্টা পায়! তদ্ভিন্ন ইঁহারা তপস্বী, অবশ্যই সিদ্ধ পুরুষ হইবেন। এই বলিয়া একটী অত্যুজ্জ্বল হীরকাঙ্গুরীয় রাজহস্তে প্রদান করিলেন। কহিলেন, এই অঙ্গুরীয় মহারাজ কুমারীর, এই সন্ন্যাসীদ্বয় ইহা বিক্রয়ার্থ বণিক সমীপে লইয়া যান। বণিক এত বহুমূল্য রত্ন এই সামান্য সন্ন্যাসী হস্তে কি প্রকারে আসিল, সন্দেহ করিয়া কোতোয়ালীতে দেয়। কোতোয়াল অনুসন্ধান দ্বারা প্রমাণ পাইয়াছে যে ইহা রাজ নন্দিনীর।

অঙ্গুরীয় স্বহস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক মহারাজ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, তাহার অভ্যন্তরে খোদিত রহিয়াছে—ক্ষণপ্রভা! তখন তাঁহার স্মরণ হইল যে সেই অঙ্গুরীয়টীই দিয়া স্বয়ং মহারাজ, রাজকুমারীর বিগত জন্ম দিনে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত কুপিত স্বরে সন্ন্যাসীদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, এই অঙ্গুরীয়টীই তোমরা বণিক সন্নিধানে লইয়া গিয়াছিলে ?

অপরাধীদ্বয় ঈষৎ মস্তক অবনত করিলেন। নবীন সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন হাঁ মহারাজ!

সভাময় মৃদুধ্বনিতে হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! ইত্যাদি শোক সূচক শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল।

রাজা। (সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া) সাবধানে উত্তর দিবে! এ সময়ে বিন্দুমাত্র ভ্রম হইলে প্রাণদণ্ডের সম্ভাবনা। অঙ্গুরীয় তোমরা কোথায় পাইলে ?

নবীন সন্ন্যাসী। চুরি করি নাই!

রাজা। নির্ব্বোধ তাপস! এরূপ উত্তরে ধর্ম্মাধিকরণ পরিতৃপ্ত হইতে পারে না।

ন, স,। না হইলেঁ কিছুই হানি নাই।

রাজা। (সক্রোধে) প্রাণদণ্ড হইলে ?

ন, স,। (হাসিয়া) অনাহ্লাদের কিছুইত কারণ দেখি না।

পুরীময় মৃদুধ্বনি উত্থিত হইল 'উন্মাদ'। 'বাতুল।'

রাজা। তুমি উন্মাদ ?

ন, স,। একবার ছিলাম। আবার বোধ হয় হইতেছি!

রাজা। তোমার কথার ভাবেত উন্মত্ততার কোনই লক্ষণ প্রতীয়মান হয় না

ন, স,। আমার দুরদৃষ্ট!

রাজা। অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলে, কিরূপে পাইলে, প্রকৃত উত্তর না দাও উভয়ের প্রাণ দণ্ড।

ম, স। রাজকুমারীর নিকট হইতে বিনিময়ে পাইয়াছি।

সভামধ্যে "কি সর্ব্বনেশে কথা।"—"গোপনে আংটী বদল।"ইত্যাদি না না কথা অস্ফুটস্বরে নিঃসৃত হইতেছিল।

একজন অশ্বারোহী নক্ষত্রবেগে একবারে লোক সমাকীর্ণ প্রাঙ্গণের মধ্যে আসিয়া পড়িল। প্রহরীগণ চারিদিক হইতে হাঁ হাঁ করিয়া আসিয়া পড়িল! দর্শক মণ্ডলী অশ্বপদাঘাতে প্রাণ যাইবার আশঙ্কায় কে কাহার উপর পতিত হয়। সকলে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। অশ্বারোহী এক লম্ফে ভূ-পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া ধুঁকিতে ধুঁকিতে কহিল—'পেশোর হইতে।—কুমার মেঘবাহনের সম্বাদ, বিঘ্ন জনক! শীঘ্র রাজ সমক্ষে লইয়া চল।'

অবিলম্বে দূত রাজ সন্নিধানে আনীত হইল। তথায় কর জোড়ে কহিল মহারাজ, রাজাধিরাজ পেশোরেশ্বর মহারাজের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কুমার মেঘবাহন মহারাজ শৈলেশ্বরের রাজ্য রক্ষার্থে—যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহত হইয়া শয্যাশায়ী। প্রাণনাশের আশঙ্কা নাই। কিন্ত মহারাজের, গান্ধার রাজ্ঞীর এবং গান্ধার রাজ কুমারীর পেশোর আগমন নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে কারণ কুমার মেঘবাহন জনক জননীর শ্রীচরণ দর্শন বিনা শীঘ্র স্বাস্থ্যলাভ করিবেন এখন বোধ হয় না।

পেশোরে পদার্পণ করিবার জন্য মহারাজের, গান্ধার রাজ্ঞীর এবং গান্ধার রাজ কুমারীর জন্য এই তিন খানি নিমন্ত্রণ পত্র।

পত্র আর কে গ্রহণ করে? গান্ধার শিরে আবার বজ্রাঘাত। সভাস্থলে বক্ষভেদী বিলাপ! অন্তঃপুরে আবার হৃদয় বিদারক ক্রন্দন।

মহারাজের মুখ হইতে কেবল মাত্র শ্রুত হইয়াছিল 'মন্ত্রি সব প্রস্তুত কর এখনই সপরিবারে পেশোর যাত্রা করিব। তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া রাজ্য রক্ষা কর। সন্ন্যাসীদ্বয়কে আমার সমভিব্যাহারে দাও।'

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পেশোরে পদার্পণ করুণ।

সাবিত্রী মাঠের শিবিরে গান্ধার রাজকুলতিলক মেঘবাহন শয্যাশায়ী। পেশোর রাজ চিন্তাকুল চিত্তে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সম্বাদ লইতেছেন—তিনি কেমন আছেন! রাজ বৈদ্যের প্রতি আদেশ হইয়াছে কুমারের কাছ ছাড়া না হন। যুদ্ধক্ষেত্রেই চিকিৎসা আরম্ভ হয়। তখন কুমারের কেহ প্রাণের আশা করে নাই। তাহার পর শিবিরে আসিয়া বিশেষ পরীক্ষাদ্বারা নিরূপিত হইয়াছে যে প্রাণ নষ্টের কোনই আশঙ্কা নাই। তবে জ্বর হইলে বিঘ্ন সম্ভাবনা হইতেও পারে।

তখন কৃষ্ণবর্ম্মাবৃত পুরুষ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। শৈলেশ্বর যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি প্রচ্ছন্নভাবে গান্ধার রাজকুমারের শিবিরে প্রবেশ করিলেন। আজ্ঞা দিলেন মূর্চ্ছাপন্ন কুমার শিবিরে আনীত হইলে, তিনি নিজে যে কক্ষে থাকিবেন, শৈলেশ্বর কিম্বা তৎসম্পর্কীয় কেহ তন্মধ্যে প্রবেশ না করেন। শিবিরে মেঘবাহনের ন্যায় তাঁহারও আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

মেঘবাহনের জন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিতে রাজ বৈদ্য একবার শিবির হইতে বহির্গমন করিলে বর্ম্মাবৃত পুরুষ তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং যতক্ষণ তিনি তথায় থাকিবেন, পেশোরের কাহাকেও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না দেয়, দ্বার রক্ষককে নিষেধ করিয়া মেঘবাহনের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন।

এই সময়েই মেঘবাহনের মূর্চ্ছাবস্থার প্রলাপ বাক্য তাহার কর্ণগোচর হয়। যাহা শ্রবণ করিলেন তাহাতে তাঁহার বীর হৃদয়ও কাতর হইল। মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন স্বয়ং গান্ধার যাত্রা করিবেন।

গান্ধার রাজকে, মেঘবাহনের জননীকে, তাঁহার স্নেহময়ী সোদরাকে সম্বাদ দিয়া পেশোরে আনয়ন করিবেন। যদিই মেঘবাহন মানবলীলা সম্বরণ করেন পরমগুরু জনকের শ্রীচরণোপান্তে, পরম স্নেহময়ী জননীর বক্ষে, পরম সৌহার্দ্দ্য-ময়ী সোদরার অঙ্কে শয়ন করিয়া তাঁহাদের স্নেহাশ্রু-সিক্ত শীতল হৃদয়ে, তাঁহা-দের পুত্রশোক ভ্রাতৃশোক কাতর হৃদয়ের পবিত্র স্নেহ উচ্ছ্বাসে ভাসিতে ভাসিতে মেঘবাহন স্বর্গে যাইবেন। তিনি দেখিয়াও কৃতার্থ হইবেন। একবার মনে

হইয়াছিল মেঘবাহনের সেই পরম স্নেহময়ী সোদরা কিরূপ রমণী রত্ন তাহাও দেখিবেন।

কৃষ্ণবর্ম্মাবৃত পুরুষের জনক নাই জননী নাই সোদরাও নাই। ইহসংসারে তাঁহাকে আপনার বলিতে কেহ নাই! যাঁহারা আছেন তাঁহারা আপনার হইলেন কই? তিনি ভাবিলেন, যদি মেঘবাহনের পরিবর্ত্তে তিনি ঐরূপে আহত হইতেন! হৃদয়ের কোন অংশ হইতে কে যেন বলিল, তাহা ইহলে তোমার কি সুখ হইত? তোমার ত জনক জননী, সোদরা কেহ নাই। তাঁহার মুখ-মণ্ডল মলিন হইল, নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। ভাবিলেন যাহার জনক জননী নাই সোদর সোদরা নাই, তাহার কি মরিয়াও সুখ নাই। সহসা অধরে একটু হাসির রেখা দেখা দিল—আছে ত। কেহ না থাকিলেও যদি একজন থাকে ইহ জগতে সকলের অভাব পূরণ হয়। সকল দুঃখ সহ্য হয়। সকল কষ্টেই শান্তি থাকে। সেই সে! যারে প্রাণ দিয়া প্রাণের বিনিময়ে পাওয়া যায়। জনক জননীর স্নেহেও যাহা নাই, সোদরার সৌহার্দ্দ্যেও যাহা পাওয়া যায় না গুরুর আদরে, শিষ্যের ভক্তিতে, মিত্রের মিত্রতায় ও যেটীর অভাব, সেইটী যে দিতে পাবে! স্নেহের সহিত সৌহার্দ্দ্য, উভয়ের সহিত শ্রদ্ধা ভক্তি মিত্রতা, সকলের সহিত প্রীতি! ঢল ঢল প্রেমের ভাবে স্নেহ, সৌহার্দ্দ্যের ভাবে প্রেম! প্রেমের ভক্তি, প্রেমের শ্রদ্ধা, প্রেমের মিত্রতা! সেইটী যে দিতে পারে! যাহার সহিত ইহকাল অবিভাজ্য, পরকাল এক, সেই সে! দুঃখের সে! সুখের সে! বিপদের সে! সম্পদের সে! সেই এক মাত্র সে! সেই সে যদি সম্মুখে থাকে, তবে মরিতে দুঃখ কি? যখন পঞ্চত্বের অধিকারীগণ স্ব স্ব স্বত্বে অধিকার প্রতিপন্ন করিতে আসিবে তখন, তাহার নয়নে নয়ন রাখিয়া, সেই মুখ দেখিতে দেখিতে—তখন যদি সেই নয়নে অশ্রু ঝরে!—সেই অশ্রু দেখিতে দেখিতে ভবের ঋণ পরিশোধ করিব! 'যদি' সেই নয়নে অশ্রু ঝরে? হরি! হরি! কেহ যেন না বলে 'যদি'!

ভাবিতে ভাবিতে বর্ম্মাবৃত পুরুষ শিবির হইতে বহির্গত হইলেন। যাইবার সময় বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া গেলেন কুমারের সহসা প্রাণ প্রয়াণের কোনই আশঙ্কা নাই!

সমস্ত দিন গত হইল কুমারের চেতনা হইল না! অপরাহ্নে শৈলেশ্বর স্বয়ং তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। কুমারের অঙ্গে ভীষণ জ্বর লক্ষণ প্রতীয়মান হইল! রাজ বৈদ্যের মুখ শুষ্ক চিন্তাকুল! রাজা জিজ্ঞাসিলেন গান্ধার রাজকে কি, সম্বাদ প্রেরণ আবশ্যক? রাজবৈদ্য মস্তক অবনত করিয়া কহিলেন আজ্ঞা হাঁ।

তৎক্ষণাৎ অশ্বশালার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বেগগামী অশ্ব সজ্জিত হইল। কুমার বীরবাহুর একজন প্রিয়তম অনুচর-অশ্বারোহীকে গান্ধারে প্রেরণ করা হইল। আজ্ঞা দেওয়া হইল, সে অবিশ্রামে অশ্ব চালনা করিয়া যত শীঘ্র পারে গান্ধার রাজকে সম্বাদ দেয় কুমার পীড়িত।

তাহার হস্তে তিন খানি নিমন্ত্রণ পত্র দেওয়া হইল। শৈলেশ্বর লিখিলেন 'কুমার মেঘবাহন পিতৃচরণ দর্শনার্থ কাতর, গান্ধার রাজের নিকট সবিনয় প্রার্থনা তিনি পত্র পাঠ পেশোরে আগমন পূর্ব্বক পেশোর পবিত্র করুণ।

রাজ্ঞী স্বর্ণপ্রভা গান্ধাররাজ মহিষীকে লিখিলেন 'কন্যা উন্মাদিনী, যাহাকে পুত্রভাবে প্রতিপালন করিয়া প্রাণ ঢালিয়া স্নেহ করিতে শিখিলাম সেও মাতৃঘাতী কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়াছে। আপনার হৃদয়ের ধনটী আমাদের জন্য প্রাণ দিতেছেন! ইহাঁর জন্য এ কঠিন প্রাণও বিদীর্ণ হইতেছে! এ রত্ন আমি বক্ষে করিয়া আছি কিন্তু আপনার হৃদয়মণি একবার আপনি আসিয়া বক্ষে করুণ।'

বসুমতী গান্ধার রাজ তনয়া স্বর্ণপ্রভাকে লিখিলেন—'পেশোর রাজনন্দিনী চৈতন্যহীনা উন্মাদিনী! তাই আমি তাঁহার হইয়া আপনাকে আহ্বান করিতেছি পেশোরে পদার্পণ করুন! আমাদের কি ঘোর দুরদৃষ্ট দেখিয়া যাউন! এই ঘোর বিপদে আমাদের রক্ষা কর্ত্তা—কুমার বীরবাহু আমাদিগকে ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন! ঈশ্বর কৃপায় আপনার অগ্রজ দেবোপম কুমার মেঘবাহন এখানে ছিলেন তাই আমাদের ধর্ম্ম ও প্রাণ রক্ষা হইয়াছে! কিন্তু অভাগিনীদের দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি এক্ষণে শয্যাশায়ী! তাঁহার মূর্চ্ছাবস্থায় প্রলাপ বাক্যে কেবল আপনার নাম। তাই বলি একবার কৃপা করিয়া এখানে আসুন। আমি রাজকুমারী নহি রাজকুমারীর সহচরী বলিয়া আমার নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিবেন না!'

দূত সেই রাত্রেই গান্ধার যাত্রা করিল। সেও এক পক্ষের পথ কএক দিনে অতিক্রম করিয়া গিয়া গান্ধার রাজ সমীপে পত্র প্রদান করিল।

গান্ধাররাজ সেই দিনই সস্ত্রীক পেশোরোদ্দেশে বহির্গত হইলেন। সে সমভিব্যাহারে রাজকুমারীর যাওয়া হইল না; তাঁহার তখনও দৈহিক দৌর্ব্বল্যের বিরাম হয় নাই।

এদিকে মেঘবাহনকে আর শিবিরে রাখা অবিধেয় বিবেচনায় পেশোর রাজপুরী মধ্যে লইয়া যাওয়া হইল। তথায় কুমার বীরবাহুর শয়নকক্ষে রক্ষা করিয়া স্বয়ং শৈলেশ্বর রাজ্ঞী স্বর্ণপ্রভা এবং বসুমতী ও অন্যান্য পরিচারিকাগণ তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিলেন

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সম্পূর্ণ নীরোগ।

অদ্য অষ্টাহ হইল মেঘবাহন রণস্থলে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ ঘোর মূর্চ্ছা! তাহার পর ভয়ঙ্কর জ্বর! রাজ বৈদ্যেরও ভয় হইয়াছিল বুঝি কুমার এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন না। আজ্ সে ভয় একবারে গিয়াছে। কুমারের জ্বর নাই, জাগরিতাবস্থায় সম্পূর্ণ সংজ্ঞা সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি মহারাজ শৈলেশ্বরের স্নেহে ও যত্নে প্রাণদান পাইয়াছেন বলিয়া মহারাজের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। শৈলেশ্বর কহিলেন কুমার আপনার নিকট আমিই সপরিবারে চিরঋণী। মেঘবাহন সলজ্জভাবে ঈষৎ হাস্য করিলেন কহিলেন আমার নিকট ঋণী নহেন; সেই কৃষ্ণবর্ম্মধারী মহাপুরুষের নিকট আমরা সকলেই চির ঋণী। তিনি কোথায়?—তিনি কোথায় কেহ জানে না শুনিয়া মেঘবাহনের মুখমণ্ডল মলিন হইল! তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে আবার নিদ্রাভিভূত হইলেন। পার্শ্বে বসুমতী একাকিনী বসিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

কুমার নিদ্রিতাবস্থায় ঈষৎ হাসিতেছিলেন। বসুমতী বুঝিলেন কোন সুস্বপ্ন দেখিতেছেন। 'অমৃতপ্রভা! প্রেম ময়ি!—আমায় ভুলিয়া গিয়াছেন? আমি—আমি সেই কামিনী কাননের প্রথ—ঐন্দ্র'—কুমারের স্বপ্নপ্রলাপ—

সহসা দ্বারোদ্ঘাটিত হইল। বসুমতী ফিরিয়া চাহিলেন। দেখিলেন কক্ষের মধ্যস্থলে রাজ কন্যা অমৃতপ্রভা।

এ কি! এ ত উন্মাদিনী বেশ নহে! সসম্ভ্রমে বসুমতী উঠিয়া দাঁড়াইলেন! অমৃতপ্রভা নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে পালঙ্কের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল প্রশান্ত, নয়ন চঞ্চল গণ্ডস্থলে অশ্রুচিহ্ন! বসুমতী অগ্রসর হইয়া তাঁহার করস্পর্শ করিলেন। কহিলেন সখি কাঁদিতে ছিলে?

অমৃতপ্রভা উত্তর করিলেন আর কাঁদিব না!—তুমি একাকিনী আমার হৃদয়েশ্বরের সেবা করিতেছ, এখন হইতে আমি তোমার সহায়তা করিব! রাজ কুমার কেমন আছেন?

প্রশ্নটী বোধ হয় মেঘবাহনের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি নয়ন উন্মীলন

করিলেন। দৃষ্টি প্রাণ প্রতিমার বদন কমলে, প্রেমময়ীর নয়ন প্রতি, হৃদয়েশ্বরীর হৃদয় ভেদ করিয়া পতিত হইল! উভয়ে অনিমেষ নেত্রে ক্ষণেক উভয়ের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

ইতিমধ্যে পরিচারিকাগণ সহ শুদ্ধমতি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। হাসিতে হাসিতে বসুমতীকে একটী ক্ষুদ্র তাম্রাঙ্গুরীয় দেখাইয়া কহিল, সখি রাজকুমারী নীরোগ হইয়াছেন; এই অঙ্গুরীয়টাই তাঁহার রোগের কারণ।

অমৃতপ্রভা অঙ্গুরীয়টা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন কহিলেন, ওটা যেন আর আমায় স্পর্শ না করে। উহা যাঁহার তাঁহাকে ফিরাইয়া দাও!

মেঘবাহন উপাধানে ভর করিয়া উঠিয়া বসিলেন। হাসিয়া কহিলেন কাহার অঙ্গুরীয়?

শুদ্ধমতি হাস্য করিয়া উঠিল। কহিল রাজকুমার! দুইটী বিদেশী চোর ঐন্দ্রজালিক বেশে আমাদের অন্তঃপুরের উদ্যানে প্রবেশ করেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন ধৃত হইয়া কারাবাসে আছেন, যিনি প্রধান তাঁহাকে এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তিনিই আমাদিগকে যাদু করিয়া আমাদের রাজ কুমারীর হস্তে এই অঙ্গুরীয়টা পরাইয়া দিয়া তাঁহাকে উন্মাদিনী করিয়াছিলেন! রাজকুমারী ইহার দোষে প্রথম প্রথম অত্যন্ত বিকল চিত্ত হইয়াছিলেন। তার পর যে দিন আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে মূর্চ্ছিত হয়েন সেই দিন হইতে ইঁহার রোগের উগ্রতা বিলুপ্ত হয়। সেই দিন হইতে জড়বৎ যথা তথা বসিয়া উন্মনে কি চিন্তা করিতেন, গোপনে গোপনে কাঁদিতেন। এপর্য্যন্ত নিদ্রা এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার নয়ন পথের পথিক হয় নাই। সহসা অদ্য নিশীথে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়েন। তদবস্থায় শুশ্রূষা করিতে করিতে আমি এই তাম্র অঙ্গুরীয়টাকে দেখিয়া অঙ্গুলি হইতে খুলিয়া লই। এটা কি কোথা হইতে রাজ কুমারীর হস্তে আসিল ভাবিতে ভাবিতে মহিষীর কক্ষের দিকে যাইতেছি হঠাৎ আমার সমস্ত কথা স্মরণ হইল। মহিষীর সমক্ষে গিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কহিয়া ফিরিয়া আসিতেছি শুনিলাম, রাজকুমারী এই দিকে আসিয়াছেন। তিনি সম্পূর্ণ নীরোগ!

শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। মেঘবাহন ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসিলেন প্রথম ঐন্দ্রজালিক ধৃত হইলে তাহার কি দণ্ড হইবে?

শুদ্ধমতি মুখ বিষণ্ণ করিয়া বলিল, পেশোরে কখন অবিচার হয় না! ধর্ম্ম-বিচারে তাঁহার প্রাণ দ—

অমৃতপ্রভা শুদ্ধমতির মুখে করাচ্ছাদিত করিয়া জনান্তিকে বসুমতীকে

কহিলেন বল না সখি—বল—'পেশোর রাজ তাঁহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিবেন!'

বসুমতী অমৃতপ্রভার প্রতি ভ্রুকুটি করিয়া কহিলেন—রোস বুঝি! কুমার মেঘবাহনই সেই ঐন্দ্রজালিক! পরক্ষণেই মেঘবাহনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কুমার ছদ্মবেশে কামিনী কাননে প্রবেশ করা কি পুরুষোচিত কার্য্য হইয়াছিল? আপনাকে প্রকৃতই কিছু বিশেষ দণ্ড দেওয়াইতে হইবে!

রাজকুমার হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, ছদ্মবেশে সাবিত্রী মাঠে বর পরীক্ষায় যাওয়া কি অসূর্য্যম্পশ্যরূপা কুল-কামিনীর উচিত কার্য্য হইয়াছিল?

শুদ্ধমতি হাসিয়া উঠিল! রাজনন্দিনী লজ্জাবনত মুখে ঘোমটা টানিয়া পশ্চাদগমন তৎপরা! বসুমতী অপ্রতিভ। হাস্য মুখে অমৃতপ্রভাকে ধরিলেন। তাঁহার করাকর্ষণ পূর্ব্বক মেঘবাহনের করসংলগ্ন করিয়া কহিলেন উভয়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত উভয়ে উভয়ের পাণিগ্রহণ।

পরিচারিকাগণ উলুধ্বনি করিয়া উঠিল। শুদ্ধমতি নাচিতেছিল। অমৃতপ্রভা রাজকুমারের হস্ত ছাড়াইয়া প্রণয়কোপে বসুমতীর গণ্ডে দশন সংলগ্ন করিলেন। বসুমতী হাসিতে হাসিতে, সখি ছাড় ছাড়, বলিয়া রাজকুমারীর আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।—সকলে ঘোর রোলে হাস্য করিতেছিলেন। দাসী আসিয়া সম্বাদ দিল, রাজকুমারী নীরোগ হইয়াছেন এবং গান্ধার রাজকুমার সুস্থ হইয়াছেন, শুনিয়া রাজা ও রাণী উভয়ে তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিতেছেন।

তচ্ছ্রবনে পরিচারিকারা সকলে কক্ষ ত্যাগ করিল। অমৃতপ্রভাও পলায়ন করিতেছিলেন; বসুমতী ধরিয়া ফেলিলেন, পলায়ন করা হইল না। লজ্জাবনত মুখে অদূরে দণ্ডায়মান রহিলেন।

শুদ্ধমতি কোথায় সরিয়া গিয়াছিল।—তাহার কণ্ঠস্বর শ্রুত হইতেছিল। শুদ্ধমতি গাহিতেছে—

কত হাসিতাম আপন মনে,
মনের সাধে মনে মনে,
ভ্রমিতাম বিজন বনে,
নাচিতাম গাহিতাম কত—
কোকিল তানে।

খেলিতাম সোহাগের খেলা—
হরিণী সনে।
আকাশে উঠিলে ঘন,
হইতাম হতজ্ঞান,
বজ্রাহত হৃদি যেন—
নব যৌবনে।
সৌদামিনী ক্ষণে ক্ষণে,
প্রকাশিত সেই ঘনে,
তাবি সহ সঙ্গোপনে—
মজিয়ে প্রাণে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সতীন।

গান্ধারেশ্বর পেশোয়ারাগমন করিয়াছেন। শৈলেশ্বর সপরিবারে মহাসমারোহের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনার্থ অগ্রগমন করিয়াছিলেন। কুমাব মেঘবাহন নীরাপদ হইয়াছেন, এই সম্বাদ দিয়া আর একজন অশ্বারোহী প্রেরণ করা হইয়াছিল। গান্ধারেশ্বর পথিমধ্যে দূতমুখে কুমারের কুশল সম্বাদ পাইয়া আশ্বস্ত মনে পেশোয় প্রবেশ করিতেছিলেন। সাবিত্রীমাঠে উভয় রাজের শুভ সাক্ষাৎ হইল। রাজদ্বয় আজন্ম পরিচিতের ন্যায় পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজ্ঞী স্বর্ণপ্রভা গান্ধারেশ্বরীর সন্দর্শন লাভে পরম প্রীত হইলেন। প্রথম সাক্ষাতেই উভয়ে উভয়কে প্রগাঢ় প্রেমে ভাল বাসিয়া ফেলিলেন। হাসিয়া গান্ধারেশ্বরী পেশোর রাজ্ঞীকে কহিলেন, তুমি ভাই আমার ছেলে চুরি করেছ, ছেলে ফিরে দাও!

স্বর্ণপ্রভা উত্তর করিলেন, তোমার ছেলে আমার মেয়ে চুরি কর্ত্তে এসে ধরা পড়েছেন। তোমাকে সে জন্য দণ্ড দিব।—

গান্ধার রাজ্ঞী। কি দণ্ড দিবে?

পেশোর রাজ্ঞী। পেশোর রাজের সহিত তোমার বিবাহ দিয়া দিব।

গান্ধা। তা হলে আমি তোমাকে এক লক্ষ মোহরের অর্দ্ধেক বখরা দিব।

পেশো। কেন ?

গান্ধা। গান্ধার রাজের সহিত আমার বাজী আছে আমার সতীন হইলেই তিনি একলক্ষ মোহর হারিবেন।

পেশো। আমি কেন তোমার সতীন হইতে গেলাম ? তুমি আমার (উচ্চ হাসিতে হাসিতে) আরে ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা একই কথা—যে !

উভয় রাজ্ঞী হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিলেন।

গান্ধা। ও সতীন ?

পেশো। না ভাই সতীন তিনি নয—বেয়ান !

গান্ধা। বেয়ান কি করে ?

পেশো। তোমার ছেলে আমার মেয়ে চুরি করেছিলেন। এখন আমার মেয়ে তোমার ছেলেকে ধরে রেখেছেন আর ছাড়বেন না।

মেঘবাহন আসিয়া জননীচরণে প্রণাম করিলেন। গান্ধাররাজ্ঞী মেঘবাহনের মস্তক স্বীয় বক্ষে আকর্ষণ করিয়া আনন্দ স্রোতে হৃদয় ভাসাইতে লাগিলেন। পরক্ষণেই অমৃতপ্রভাকে ক্রোড়ে করিয়া সহস্রবার তাঁহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। সতৃষ্ণ নয়নে স্থির হইয়া তাঁহার মুখ কমলে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। পুত্রবধুর অলৌকিক রূপমাধুরী সন্দর্শনে তিনি অবাক হইয়াছিলেন। অমৃতপ্রভাকে বক্ষে চাপিয়া কহিলেন, মা একবার আমাকে মা বলিয়া ডাক। অমৃতপ্রভা ডাকিলেন মা ! গান্ধারেশ্বরীর নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি আনন্দের হাসি হাসিতে হাসিতে, সুখের কান্না কাঁদিতে কাঁদিতে, পেশোর রাজ্ঞীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বেয়ান ! এমন সোণার বৌ পেলে একটা কেন অমন দশটা গান্ধারেশ্বরকে তোমায় দিতে পারি।

হাসিয়া পেশোরমহিষী কহিলেন, আমাদের ত পেশোররাজ একটী বই দরকার হয় না, তোমার দু দশটী গান্ধার রাজ নিয়ে কি কর ?

এবার গান্ধারেশ্বরী অপ্রস্তুত হইলেন !

এইরূপ হাস্য পরিহাস করিতে করিতে সকলে পেশোর পুরী মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সেই মুহূর্ত্ত হইতে আবার পেশোরপুরী আনন্দে মাতিয়া উঠিল !—পেশোরে উৎসবের স্রোত প্রবাহিত হইল !—রাজপুরী আবার যথা পূর্ব্ব সজ্জিত হইল।

আবার যথারীতি প্রতিদিন নৃত্যগীত উৎসবে পেশোরবাসীগণ উন্মত্ত হইল! শৈলেশ্বরের মুখ আবার অত্যানন্দে উজ্জ্বল হইল। স্বর্ণপ্রভার আবার কুমারী ভোজন ও দান ধ্যানের ঘটা বাড়িয়া গেল?—প্রচারিত হইল, অনতি বিলম্বে গান্ধার রাজকুমার মেঘবাহনের সহিত পেশোর রাজকুমারী অমৃতপ্রভার বিবাহ হইবে। গন্ধার রাজপুত্রী ক্ষণপ্রভা অসুস্থতা নিবন্ধন পিতৃমাতৃ সমভিব্যাহারে আসিতে পারেন নাই, পশ্চাতে আসিবেন। তিনি পেশোর পৌছিলেই শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পাদিত হইবে।

ইতি মধ্যে একদিন মহারাজ শৈলেশ্বর কি জন্য রাজ্ঞী স্বর্ণপ্রভার কক্ষে সহসা আবির্ভূত হইলেন। দেখিলেন, মহিষীর উভয় গণ্ডে অশ্রুধারা বহিতেছে, শৈলেশ্বর বিষণ্ণবদনে গিয়া পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। কহিলেন, রাজ্ঞি! বীরবাহুর শোকে আহুতি দিতেছেন? অমৃতপ্রভাকে গান্ধার কুমার করে সমর্পণ করিয়া যখন এই ভুবন আরও শূন্যময় দেখিবেন, তখন অনেক সময় পাইবেন যে পুত্র কন্যার অদর্শন জনিত মনোদুঃখে বসুন্ধরা অশ্রুশিক্ত করিবেন। যে পর্য্যন্ত অমৃতপ্রভা পাত্রস্থা না হন. সেই পর্য্যন্ত হৃদয়ের শোক হৃদয়েই চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করুন। স্বামীর মুখে তাঁহার হৃদিস্থিত লুক্কাইত শোকবার্ত্তা শ্রবণ মাত্র স্বর্ণপ্রভা ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন।

কিন্তু সেই মুহূর্ত্তের পর আর কেহ কখন রাজ্ঞীমুখে শোক চিহ্ন সন্দর্শন করে নাই। স্বর্ণপ্রভা হাস্যমুখী রাজলক্ষী! পেশোরপুরীর পরমারাধ্যা ঈশ্বরীজননী!

বিংশ পরিচ্ছেদ।

"ইহাঁরাই কি চোর?"

পেশোরের বিরাট সভা। এক সিংহাসনে দুই রাজা উপবিষ্ট। সভা স্থলের শোভা বর্ণনাতীত। পেশোরের ঐশ্বর্য্য অসীম, তাহার সহিত গান্ধারের ঐশ্বর্য্য সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। উভয় রাজ্যের যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, যে কেহ প্রধান একত্রিত হইয়াছে। সমগ্র পেশোর সভাস্থলে সমবেত।. সেই সভায়

সর্ব্ব সমক্ষে রাজকন্যার বিবাহবার্ত্তা বিঘোষিত হইবে। অধীনস্থ মহীপাল, দিকপাল, প্রজা, সকলে রাজকুমারীকে যৌতুক দিবেন।

রাজসভার দুই একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় অপর কার্য্যও আছে, যাহা রাজকুমারীর বিবাহের অগ্রে সম্পাদন না করিলে নয়।

গান্ধারাধিপতির সমভিব্যাহারে দুইটী অসামান্য রূপ সিদ্ধ পুরুষ বন্দী আছেন। তাঁহাদের চৌর্য্যাপরাধের বিচার। তাঁহারা কহিতেছেন, পেশোর রাজপুত্রীর পরিণয়াগ্রে তাঁহাদের বিচার না করিলে তাঁহারা বিষম গোলযোগ করিবেন।

পেশোর কারাগারেও না কি একটি ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ কএক দিন হইতে অবরুদ্ধ রহিয়াছেন। ঐ ব্রাহ্মণ এবং আর একজন উভয়ে ঐন্দ্রজালিক বেশে কুমারীকাননে প্রবেশ করিয়া রাজকন্যাকে কি যাদু করিয়া যান। সেই অবধি রাজকুমারী উন্মাদিনী হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ যদি না হইতেন যে অপরাধ, উঁহার প্রাণদণ্ড হইত! অপরাধী এক্ষণে বাতুলের ভাণ করিতেছেন। কখন বলিতেছেন, তিনি ক্ষুধায় মরিলেন—তাঁহাকে পেট ভরিয়া খাইতে দিয়া যাবজ্জীবন বন্দী করিয়া রাখুক, কোনই দুঃখ নাই। কখন বা ডুকুরিয়া কাঁদিতেছেন, বক্ষস্থলে করাঘাৎ করিতেছেন কহিতেছেন, পেশোর উৎসন্ন গেল, মহারাজ শৈলেশ্বর ধ্বংশ হইলেন. তাঁহাকে অনাহারে কারাগারে রাখিয়া ব্রহ্মহত্যা করিলেন।

পেশোরে আরও দুইজন বন্দী আছেন। বিদরবাজ এবং মুলতান রাজ উভয়েই রাজ ভোগে রাজ সম্মানে পেশোরাধিপতির নিকট বন্দী। এই মহা সভায় তাঁহাদের সম্বন্ধেও যথা কর্ত্তব্য স্থিরীকৃত হইবে!

মধ্যে রত্ন সিংহাসন সংস্থাপিত হইয়াছে। তাহার শিল্প শোভায় এবং মণি রত্নাদির চাকচিক্যে সভা সমুজ্জ্বল। উপরে বিচিত্র রত্ন খচিত সুবিস্তৃত চন্দ্রাতপ। সিংহাসনের শয্যা রত্নময় বস্ত্রে আচ্ছাদিত, সিংহাসনের উপাধানে রত্ন রাজি পরিশোভিত। উভয় পার্শ্বে মহা মূল্য রত্ন বস্ত্র পরিধায়ী, রত্ন মুকুটশির রত্নদণ্ডকর নৃপতিদ্বয় আসীন!

এক দিকে কুমার মেঘবাহন দণ্ডায়মান। অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রাদি পরিশোভিত সভাকাশে কুমারের বদন পূর্ণ চন্দ্রমা! তাঁহার সেনাপতির বেশ! মস্তকে রত্ন বস্ত্রের উষ্ণীষ, উষ্ণীষে অত্যুজ্জ্বল মহা মূল্য হীরক খচিত শির পেঁচ। কর্ণে দুইটী বৃহৎ মুক্তাবিলম্বিত স্বর্ণ কুণ্ডল! কণ্ঠে মুক্তাহার। দুই করে হীরক কুবলয়, কটিতে হীরক খচিত কটি বন্ধ। তাহাতে হীরক খচিত দীর্ঘ অসি-

কোষ বিলম্বিত। অঙ্গে তাঁহার অমানুষী-গৌরাঙ্গ-মাধুর্য্যের প্রতিযোগী চিত্ত-রঞ্জন, ঈষৎ লোহিতাভাস-সংশ্লিষ্ট গাঢ় নীল বর্ণের পরিচ্ছদ। সেই পরিচ্ছদের সর্ব্বত্র চারু চিক্কণ রত্ন খচিত। মেঘবাহন বাম কর বাম কটিতে এবং দক্ষিণ কর অসিমূল সংলগ্ন করিয়া দণ্ডায়মান। তাঁহার মুখ মণ্ডলে গাম্ভীর্য্য, অধরে ঈষৎ হাস্য, এবং নয়নে বিপুল আত্ম-প্রসাদ প্রকটিত! সম্মুখস্থ বাতায়ন পথে অন্তঃপুরবাসিনীগণের জন্য রাজ সভার উৎসব সন্দর্শন স্থান। অদ্য তথায় অবশ্যই অমৃতপ্রভা উপস্থিত, এই ভাবিয়া মেঘবাহন এক একবার সতৃষ্ণ নয়নে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন!

চতুর্দ্দিকে লোকে লোকারণ্য! রাজা রাজন্য পারিষদ কর্ম্মচারী দর্শক সকলে চিত্রার্পিতের ন্যায় রাজ সভার অতুল শোভা সন্দর্শনে পুলকিত হইয়া উপবিষ্ট!

রাজকার্য্য আরম্ভ হইল। সন্ন্যাসীদ্বয়ের বিচার।

সন্ন্যাসীদ্বয় গান্ধারের চোর, অপরাধী! গান্ধার রাজ তাঁহাদের বিপক্ষে অভি-যোক্তা, স্বয়ং শৈলেশ্বর বিচারক!

সকলে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া বিস্ফারিত নেত্রে বিচার দর্শনে নিবিষ্ট চিত্ত। শৈলেশ্বরের প্রশান্ত গম্ভীর বদনে একবারে দশ সহস্র দৃষ্টি আকৃষ্ট! বিশাল সভা মণ্ডল এত নিস্তব্ধ যে লোকে স্বভাব-সিদ্ধ নিশ্বাসপাত করিতেও কুণ্ঠিত, পাছে শব্দ হয়, বিচারের ব্যাঘাত হয়, রাজমুখনিঃসৃত কোন কথা শ্রুতিগোচর না হয়!

অপরাধীদ্বয় সভায় উপস্থিত হইলেন।

নীলাকাশের এক দিকে একখানি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ঘনখণ্ড। তাহার পশ্চাতে তপন লুক্কাইত! সহসা সেই ঘন প্রাচীরের শীর্ষদেশ হইতে মার্ত্তণ্ড মুখ বাড়াই-লেন! বসুন্ধরা আলোকিত হইলেন! প্রকৃতি কেমন চকিত?

সভা মধ্যে সন্ন্যাসী দ্বয়ের মুখ মণ্ডল উদিত হইল! সমগ্র রাজ সভা আলোকিত হইল! তাঁহাদের পূর্ণ ব্রহ্ম মূর্ত্তি-যুগলের চমকে দশ সহস্র চক্ষু চম-কিত, দৃষ্টিহীন হইল!

সভাময় 'আমরি কিরূপ!' 'ইহাঁরাই কি চোর'? ইত্যাদি মৃদুধ্বনি উত্থিত হইল!

শৈলেশ্বর। (গান্ধার রাজকে সম্বোধন করিয়া) ইহাঁরাই কি চোর?

গান্ধার রাজ। হাঁ মহারাজ!

শৈলেশ্বর। কি চুরি করিয়াছেন?

গান্ধা। আমার কন্যা রাজকুমারী ক্ষণপ্রভার এই অঙ্গুরীয়!

এই বলিয়া গান্ধার রাজ একটী অত্যুজ্জল হীরকাঙ্গুরীয় শৈলেশ্বর-করে সমর্পণ করিলেন।

শৈলেশ্বর অঙ্গুরীয়টী পরিবেক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন প্রমাণ?

গান্ধা। এই অঙ্গুরীয়টী আমি স্বয়ং রাজকুমারী ক্ষণপ্রভাকে যৌতুক স্বরূপ দিয়াছিলাম। উহার অভ্যন্তরে ক্ষণপ্রভার নামাঙ্কিত আছে।

শৈলেশ্বর নিরীক্ষণ করিলেন, প্রকৃতই অঙ্গুরীয়াভ্যন্তরে খোদিত রহিয়াছে 'ক্ষণপ্রভা'; জিজ্ঞাসিলেন, তাহার পর?

গান্ধা। এই সন্ন্যাসীদ্বয় স্বীকার করিয়াছেন, এইটীই ইহাঁরা বণিক সমীপে লইয়া গিয়াছিলেন!

শৈলে। বণিক উপস্থিত আছেন?

গান্ধা। আছেন।

শৈলে। (পার্শ্বস্থ কর্ম্মচারীকে সম্বোধন করিয়া) বণিককে সম্মুখে উপস্থিত কর। সসম্ভ্রমে বণিক আসিয়া প্রণাম করিলেন, যোড় করে সিংহাসনাগ্রে দণ্ডায়মান হইলেন।

শৈলে। (বণিককে সম্বোধন করিয়া) আপনার নাম?

বণিক। মাণিকরাজ।

মাণিকরাজ যোড়কর শির সংলগ্ন করিলেন।

শৈলে। এই দুইটী সন্ন্যাসী কি আপনার পরিচিত?

বণিক। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ!

শৈলে। ইহাঁরা পূর্ব্বে আর কতবার কি কি অপহৃত বস্তু আপনার নিকট বিক্রয়ার্থ আসিয়াছিলেন? আপনি কি কি খরিদ করিয়াছিলেন?

সভাময় হাস্য উত্থিত হইল! বণিক অপ্রতিভ কিম্বক্তব্য-বিমূঢ়-নির্ব্বাক!

শৈলে। কি উত্তর?

বণিক। (গলদ্ঘর্ম্ম দেহে কাঁপিতে কাঁপিতে) মহারাজ। সন্ন্যাসীদ্বয়কে পূর্ব্বে কখন দেখি নাই, ঐ দিবসই প্রথম দেখিয়াছিলাম।

শৈলে। তবে পরিচিত নহেন?

বণিক। আজ্ঞা না!

সভাময় আবার হাস্যধ্বনি! শৈলেশ্বরের অধরপ্রান্তে ও এবার একটী অতি সূক্ষ্ম হাস্য রেখা দেখা দিল। গান্ধাররাজ মাণিক রাজের অবস্থা দেখিয়া সস্পষ্ট হাসিতে ছিলেন।

ধর্ম্মাধিকরণের গাম্ভীর্য্য পুনঃ স্থাপিত হইল।

শৈলে। এই সন্ন্যাসীদ্বয় কি এই অঙ্গুরীয়টী আপনার নিকট বিক্রয়ার্থ গিয়াছিলেন?

হস্তস্থিত অঙ্গুরীয়টী মাণিক রাজের করে অর্পণ করিলেন।

মাণিক রাজ। (অঙ্গুরীয় পরিদর্শন করিয়া) আজ্ঞা হাঁ মহারাজ!

শৈলে। কি করিয়া জানিলেন?

বণিক। (অপেক্ষাকৃতপ্রফুল্ল চিত্তে) অঙ্গুরীয়টী আমারই গঠিত। আমি বিশেষ রূপে চিনি!

শৈলে। নিদর্শন কি?

বণিক। ইহার অভ্যন্তরে আমারও নামাঙ্কিত আছে।

বলিতে বলিতে নখাগ্র দ্বারা অঙ্গুরীয় হইতে হীরক খানি অপহৃত করিলেন, উভয় খণ্ড রাজহস্তে দিয়া কহিলেন, মহারাজ হীরকের অবস্থিতি স্থলে নিরীক্ষণ করুন লেখা আছে মাণিক।

সভাময় মাণিক রাজের প্রশংসাবাদ মৃদু শব্দে প্রবাহিত হইল! শৈলেশ্বর মুখে উৎকণ্ঠার ছায়া পতিত হইয়াছিল। তিনি ভাবিতে ছিলেন 'তবে ত রক্ষা নাই!' সন্ন্যাসীদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। কেমন এই অঙ্গুরীয়টীই তোমরা এই বণিকের হস্তে দিয়াছিলে?

উভয় সন্ন্যাসী। (অবনত মস্তকে) হাঁ মহারাজ।

সভা মধ্যে 'হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ!' শব্দোত্থিত হইল!

শৈলে। সাবধানে উত্তর দিবেন! পেশোরে তস্করের শাস্তি প্রাণদণ্ড।

বৃদ্ধ সন্ন্যা। সিদ্ধ পুরুষেরা প্রাণ ভয়ে মিথ্যা কহেন না।

শৈলেশ্বরের মুখ গম্ভীর হইল! সভা শুদ্ধ ভয়ে স্পন্দন রহিত।

শৈলে। অঙ্গুরীয় আপনারা বণিক সন্নিধানে লইয়া গিয়াছিলেন কেন?

বৃদ্ধ সন্ন্যা। বিক্রেয়ার্থ।

শৈলে। মূল্য প্রাপ্তে সে অর্থ কি করিতেন?

বৃদ্ধ সন্ন্যা। মহাকালের পূজা দিতাম।

শৈলে। চুরির ধনে পূজা দিলে কি পুণ্য?

বৃদ্ধ সন্ন্যা! চুরির ধন নয়।

শৈলে। (ঈষৎ কুপিত স্বরে) তবে কিরূপে আপনাদের হস্তগত?

এইবার নবীন তাপস অগ্রসর হইয়া উত্তর করিলেন, 'বিনিময়ে পাইয়াছি।'

শৈলে। (কুপিত স্বরে) কিসের বিনিময়ে? কাহার সহিত?

নবীন সন্ন্যা। যাঁহার অঙ্গুরীয় তাঁহার সহিত, ইহা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান আর একটী অঙ্গুরীয় বিনিময়ে!

সভাস্থ সকলে এত চকিত হইলেন যে, সভা মধ্যে সহস্র বজ্রপতন হইলেও তদপেক্ষা অধিক চকিত ও চমকিত হইতেন কি না সন্দেহ!

শৈলেশ্বর কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়-বৎ গান্ধার রাজ বদনে দৃষ্টিপাত করিলেন, গান্ধার রাজ বিস্ময়ে হত বুদ্ধি! কুমার মেঘবাহনের হৃদয় স্তম্ভিত হইল! তাঁহার নয়ন বিস্ফারিত, দৃষ্টি সন্ন্যাসীদ্বয়ের মুখ মণ্ডলে আকৃষ্ট, উভয় বাহু উভয় স্কন্ধে শিথিল গ্রন্থিতে বিলম্বিত!

শৈলেশ্বর। যে অঙ্গুরীয় বিনিময়ে এইটী আপনারদের হস্তগত হইয়াছে তাহাতে কোন নিদর্শন আছে?

নবীন সন্ন্যা। আছে।

শৈলে। কি নিদর্শন?

নবীন সন্ন্যা। তাহাতে পেশোর রাজ-পতাকা মুদ্রিত।

এবার শৈলেশ্বরের চক্ষু আরক্তিম হইয়া আসিল। ভাবিলেন, সিদ্ধ পুরুষ—হইলে কি হয়? ব্যাপার গুরুতর!—ইহারা চোর আবার মিথ্যাবাদী! পেশোর রাজপতাকা চিহ্নিত অঙ্গুরীয় বিনিময়ে স্বয়ং গান্ধার পুত্রীর নিকট হইতে অপহৃত অঙ্গুরীয় পাইয়াছে—ইহা অপেক্ষা বিস্ময় কর ও অলীকতর কথা তিনি কখন শ্রবণ করেন নাই!

সভাময়—'ভণ্ড' 'মিথ্যাবাদী' ইত্যাদি শব্দ মৃদুকণ্ঠে শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

সক্রোধে শৈলেশ্বর কহিলেন, তাপসগণ! সাবধান! বরং—দিনহীন দরিদ্রের উদরান্নের জন্ম অদম্য অর্থলোভ জনিত চৌর্য্যবৃত্তি অসম্ভব নয়, সুতরাং দণ্ড লঘু হইতে পারে, কিন্তু পাপাত্মাদের—আত্মরক্ষা কামনায়—কতকগুলা অসম্ভব কল্পিত কথা শুনিলে বিচারকের মনে বিজাতীয় ঘৃণা ও ক্রোধের উদয় হওয়া, বিচিত্র নহে! তখন দণ্ডবিধির ধারানুযায়ী কঠিন তম দণ্ডই বিহিত হইয়া থাকে! তোমাদের চৌর্য্যাপরাধই সেই কঠিনতম দণ্ডের জন্ত যথেষ্ট! আবার মিথ্যা কথা দ্বারা সেই অপরাধ বহুগুণে বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা হইতেছে!

তচ্ছ্রবণে নবীন তপস্বীর অধরপ্রান্তে মৃদু হাসি আসিল। কিন্তু বৃদ্ধের

মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল! তাঁহার শুভ্র জটাভার উভয় পার্শ্বের গণ্ড-স্থল আচ্ছাদিত করিয়াছিল। জপমালা ত্রিশূলস্কন্ধে রক্ষা করিয়া দক্ষিণ হস্ত-দ্বারা সেই জটাভার পশ্চাতে ফেলিলেন। এবং উজ্জ্বল চক্ষে তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন, 'সাবধান শৈলেশ্বর! ন্যায় পথাবলম্বী হইয়া সূক্ষ্ম বিচার প্রবৃত্তি ও অনেক সময়ে পশুবৃত্তি সম ইন্দ্রিয় সেব্য সুখ সামগ্রী মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে! ন্যায়ের কোমলতা দেবোচিত, তাহার নিষ্ঠুরতায় রাক্ষস ভাব! তুমি বিচারে যা হয় দণ্ড দিতে পার। কিন্তু আমরা নিঃসহায় উদাসীন, সুতরাং উচিত প্রতিফল দিতে অপারগ, ইহা মনে করিয়া কটূক্তি করিলে তোমার সেই পশুবৃত্তির পরিচয় মাত্র পাওয়া যায়।' সন্ন্যাসীর মূর্ত্তিতে ভীষণ উগ্রতা, তাঁহার কটাক্ষে দারুণ ঘৃণা এবং স্বরে বজ্রনিনাদ। সন্ন্যাসী নিরস্ত হইলে সভাস্থল কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ সংজ্ঞা শূন্য, যেন সুষুপ্ত প্রায়।

শৈলেশ্বরের ক্রোধ শতগুণে বৃদ্ধি হইতেছিল। বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কর্কশ ভৎর্সনায় একবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। কহিলেন 'প্রকৃত অপরাধী হইয়া অপরাধ স্বীকারে পরাঙ্মুখ হইলে সহস্র সিদ্ধপুরুষ হউন না তিনি ন্যায়ের দ্বারে তৃণবৎ; আমরা রাজমুকুটধারী ন্যায়ের অধিনেতৃ, কিন্তু ন্যায়ের দ্বারে আমরাও তৃণবৎ।

বৃদ্ধ সন্ন্যা। কি স্বীকার আবশ্যক?

শৈলে। অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলেন?

বৃদ্ধতাপসের উগ্রভাব অন্তরিত হইল! তাঁহার অধর প্রান্তে ঈষৎ হাস্য-রেখা পরিলক্ষিত হইল!—অপেক্ষাকৃত বিনীত স্বরে কহিলেন 'যাঁহার অঙ্গুরীয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে হয় না?'

সভা মধ্যে 'রাজকুমারী ক্ষণপ্রভা কি বলেন শ্রবণ করা আবশ্যক' 'নতুবা সুবিচার হইবে না' ইত্যাদি অস্ফুট বা অর্দ্ধস্ফুট শব্দ শ্রুত হইল। মনুষ্য সমুদ্র মধ্য হইতে কে বলিল—'বোধ হয় সন্ন্যাসীদ্বয় নির্দ্দোষী, দণ্ড দিলে মহাপাতক। গান্ধার রাজ পুত্রীর চরিত্রে সন্দেহ'—চারিদিক হইতে হুঙ্কার ধ্বনি হইল!—'চোপরাও'।

কিন্তু বালির বাঁধ ভাঙ্গিলে, ভীষণ স্রোত বহিলে, প্রবল বেগ উপজিলে সহজে কে তাহা রোধ করিতে পারে?—রাজকন্যার সহিত অঙ্গুরীয় বিনিময়!—রাজ কন্যা অবিবাহিতা পূর্ণযুবতী। কথাটা শুনিতে বড়ই মন্দ! প্রথম শ্রবণে গান্ধারের লোকে কাণাকাণি চোখো চোখি, করিয়াছিল। কথা পেশোরেও জাহির। পেশোরেও কাণাকাণি চোখো চোখি—চলিতেছিল।

কে জানে গান্ধার রাজ কেন শ্রবণ করেন নাই। গান্ধার রাজ্ঞী শুনিয়াছিলেন, শুনিয়া চক্ষু দুইটী কপালে তুলিয়াছিলেন। বিষাদ ক্লিন্ন মুখে বলিয়াছিলেন কই কি আংটী? ক্ষণপ্রভার হস্তে তিনিত কোন নূতন আংটী দেখেন নাই! ক্ষণপ্রভার কোন আংটিই ত হারায় নাই। হারাইলে অবশ্য তিনি অগ্রে জানিতে পারিতেন।

কথাটা সেই প্রথম বিচার দিনেই গান্ধারে ক্ষণপ্রভার কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছিল! মুরলা রাজ সভার বিচার দেখিতে বাতায়নে গিয়া বসিয়াছিলেন। মুরলা শুনিলেন নবীন সন্যাসী কহিতেছেন 'অঙ্গুরীয় চুরি করেন নাই বিনিময়ে পাইয়াছেন'—। মুরলার সন্দেহ হইল। দ্রুতপদে রাজকুমারীর অন্বেষণে গেলেন দেখিলেন, ক্ষণপ্রভা স্বীয় কক্ষে বসিযা বামগণ্ডে বাম হস্ত সংলগ্ন করিয়া অধোবদনে চিন্তা মগ্না।

মুরলা বুঝিলেন কি চিন্তা।

নিঃশব্দে রাজকুমারীব পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। কহিলেন, সখি তোমর কোন আংটী হারাইয়াছে?

ক্ষণপ্রভা সুপ্তোত্থিতার ন্যায় সবিস্ময়ে উত্তর দিলেন, আংটী হারাইবে কেন? আমার সব কয়টা আংটীইত এই হস্তে রহিযাছে।

ক্ষণপ্রভা কর বিস্তার করিয়া দেখাইলেন।

উভয়ে প্রত্যেক অঙ্গুলির প্রত্যেক অঙ্গুরীয় পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সহসা ক্ষণপ্রভা কহিলেন—ও সখি! এই আংটীটা যেন একটু বড়বোধ হইতেছে।

অঙ্গুরীয়টা খুলিয়া দেখিলেন। অভ্যন্তরে—খোদিত রহিয়াছে 'মেঘবাহন'—

অবাক হইয়া মুরলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন! ক্ষণপ্রভার দেহ কাঁপিতেছিল।

মুরলা স্থির হইয়া কি ভাবিতেছিলেন। সহসা হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, ভয় কি? কম্পিত হইতেছ কেন?

ক্ষণ। কি সর্ব্বনাশ! সখি! দাদার—অঙ্গুরীয় আমার হস্তে কি করিয়া আসিল?

মুরলা। সে মীমাংসা পরে করিব। এক্ষনে তোমার আর এক সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

ক্ষণ। (মহাভয়ে) কি?

মুরলা। গোপনে কোন পুরুষের সহিত প্রেম করিয়া স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়, তাঁহাকে প্রেমের দক্ষিণা দিয়াছিলে? সেই অঙ্গুরীয় সহ দুই-জন সন্যাসী ধরা পড়িয়াছেন—লোকে বলিতেছে তুমি অসতী।

সহসা—রাজপুরীময় ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হইল। কুমার মেঘবাহন পেশোরে রণাহত-শয্যাশায়ী।

ক্ষণপ্রভা কাঁদিয়া উঠিলেন।

মুরলা কাঁদিলেন না, উঠিয়া গেলেন। জানিতে—সম্বাদ কি?

তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিলেন। ক্ষণপ্রভাকে ক্রোড়ে করিয়া শয্যায় ফেলি-লেন কহিলেন, কাঁদিতে হয় কাঁদ কিন্তু মহারাজ ও মহিষীর সহিত তোমার অদ্যই পেশোর যাত্রা করা হইবে না।

ক্ষণপ্রভা শুনিলেন না,—অথবা শুনিলেন, কিছুই বুঝিলেন না। মুরলা যা বলে তাহাই হয়। যা হয় ভালই হয়। ক্ষণপ্রভা উপাধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিলেন।

রাজ্ঞী আসিযা—ক্ষণপ্রভার ঘরে কতই কাঁদিয়া গেলেন। ক্ষণপ্রভাকে যেন সাবধানে রাখে, মুরলাকে কতই বুঝাইলেন পডাইলেন। রাজাকে গিয়া কহিলেন, ক্ষণপ্রভা বড়ই দুর্ব্বল দুই চারিদিনে সবল হইলে তবে, মুরলা এবং পরিচারিকাগণ সমভিব্যাহারে রক্ষিগণ পরিবৃত হইয়া পেশোর আসিবেন।

রাজা ও রাণী পেশোর রওনা হইলেন।

গান্ধার রাজপুরীতে মুরলাই—গৃহিণী রহিলেন।

অদ্য গান্ধারেশ্বরের মস্তকে যেন বজ্রাঘাৎ হইল। তিনি শ্রবণ করিলেন তাঁহার কন্যার চরিত্র সম্বন্ধে লোকে কাণাকানি চোখো চোখি করিতেছে।

মেঘবাহন কি জাগরিত না নিদ্রিত?—তিনি শুনিলেন, প্রহরীগণ 'চোপরাও' 'চোপরাও' শব্দ করিতেছে, সভামধ্যে উত্থিত হইতেছে 'কেন চুপ করিব ভয় কি?'—'আমাদের পেশোরে কখন, অবিচার হয় না, গান্ধার রাজ তনয়া যদি অসতী নহেন, প্রকাশ্যে সব কথা বলিতে ভয় কি?'

সভাস্থলের মধ্য স্থলে—রাজ সিংহাসনের শিরে, রাজদ্বয়ের বক্ষে যদি প্রলয় কালীন সহস্র বজ্রপতন হইত এত ভীতি-স্তম্ভন হইত না!

ক্ষণপ্রভা সম্বন্ধে সাধারণের—ভদ্র, অভদ্র, ইতরের বিসদৃশ মন্তব্য, কটু ব্যঙ্গোক্তি, মেঘবাহনের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। মেঘবাহনের বোধ হইল, সহসা তাঁহার স্কন্ধ হইতে মস্তকটা উঠিয়া উড়িয়া উড়িয়া কোথায় আকাশে মিশাইয়া

যাইতেছে! বক্ষে হস্ত প্রদান করিয়া দেখিলেন—এই না তাঁহার বীর হৃদয়ে অন্তরেন্দ্রিয় সঞ্চার চিহ্ন অনুভূত হইতেছিল? তাঁহার অধরের হাসি, নয়নের পলক, তাঁহার রূপের আভা, গুণের গৌরব—যে গৌরবে পেশোর পূর্ণ হইয়াছিল!—সে সব কোথায় গেল? মনোবেগে কুমারের সর্ব্বাঙ্গ থর থর কম্পিত হইতেছিল। সহসা আহত সিংহ বৎ এক লম্ফে সভার মধ্যস্থলে, যথায় অপরাধী সন্যাসীদ্বয় দণ্ডায়মান, আসিয়া উপনীত হইলেন! তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া সন্যাসীদ্বয় শিহরিয়া উঠিলেন! মেঘবাহন দৃঢ়মুষ্টে বৃদ্ধ সন্যাসীর হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, ভণ্ড তাপস। যদি প্রাণের আশা থাকে প্রকৃত কথা ব্যক্ত কর। কুমারের কথা সিংহনাদ সম সমগ্র সভাস্থলোকের কর্ণগোচর হইল। সভাগৃহ আবার নিস্তব্ধ।

মেঘবাহনের অবস্থা দৃষ্টে নবীন তাপস ঈষৎ হাস্য করিতেছিলেন। বৃদ্ধ সক্রোধে কহিলেন 'উদ্ধত বালক। হস্ত ত্যাগ কর! তোমার যৌবন সুলভ অন্ধ নির্ভীকতায়, বীরোন্মাদে, বা ভয় প্রদর্শনে, আমরা ভীত নহি।'—পরিশেষে পেশোর রাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'রাজন! ধর্ম্মাধিকরণে বিচার হয় ইহাই জানি, অপরাধীকে ন্যায় নীতি সঙ্গত অনুসন্ধান দ্বারা এবং সত্যানুগত প্রমাণদ্বারা প্রকৃত অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া দণ্ডবিধির ধারামত দণ্ড দেওয়া হয় ইহাই জানি; এরূপ উদ্ধত বালকের সহিত মল্লযুদ্ধে কি পেশোরের ন্যায় নিহিত আছে না কি? এই কি আপনার ন্যায় বিচার প্রবৃত্তির পরিচয়?'

তাপসের কটুবচন শৈলেশ্বরের অস্থি পঞ্জর ভেদ করিয়া প্রবিষ্ট হইল; তিনি অপ্রতিভ ও হইলেন। মেঘবাহনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'কুমার দুর্ঘটনার কটু শাসনে কুপিত হইলে কি হইবে? এই বিষম ব্যাপারের অভ্যন্তরে কি রহস্য নিহিত আছে, যতক্ষণ না প্রকাশ হইতেছে, ততক্ষণ ইহার জন্য প্রকৃত অপরাধী কে—তাহা বলিতে পারা যায় না।'

'লোকের—অজ্ঞ ইতর লোকের—কটুক্তিতে বীর হৃদয়ের কাতরতা অবিধেয়। যদি সন্যাসীদ্বয়ের প্রকৃত অপরাধ সাব্যস্ত হয়, যদি ইহাদেরই মিথ্যাপবাদে—গান্ধার রাজকুমারীর নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে সন্দেহারোপিত হইতেছে প্রমাণীকৃত হয়, যদি ইহাদেরই ধৃষ্টতা, এই মর্ম্মভেদী দুঃখ তাপের, এই মহা ভীষণ মনোক্ষোভের মূলীভূত কারণ প্রতিপন্ন হয়, তবে ইহাদের উপযুক্ত কঠিন দণ্ড ও পেশোর দণ্ড বিধির ধারা বহির্ভূত নহে।

গান্ধারেশ্বরী অধোবদনে বসিয়াছিলেন। মর্ম্মপীড়িত লজ্জাবনত মলিন বদন

উত্তোলন করিয়া কহিলেন, মেঘবাহন! বিচারভার পেশোরাধিপতির হস্তে—তোমার নহে!

সন্ন্যাসীর হস্ত ত্যাগ করিয়া মেঘবাহন ব্যথিত হৃদয়ে স্বস্থানে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। নবীন তাপসের কটাক্ষ তাঁহার বদন মণ্ডলে পতিত হইল। তাঁহারও বদন ক্ষুব্ধ ও অপ্রতিভ-মলিন!

সভাস্থল হইতে উত্থিত হইল 'জয় মহারাজ শৈলেশ্বরের জয়—অন্যায় বিচারে পেশোর ধর্ম্মাধিকরণ কখনও কলঙ্কিত হয় নাই।'

শৈলেশ্বর সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পেশোরবাসীগণ! মহারাজ গান্ধারেশ্বর আমার রাজ্যে পরম সমাদরে নিমন্ত্রিত। আমার বৈবাহিক! কুমার মেঘবাহন আমার জামাতা হইবেন—সেই কুমার মেঘবাহন, যিনি নিজ প্রাণ দিয়া আমাদের মান রক্ষা করিয়াছিলেন! গান্ধার রাজকন্যা ক্ষণপ্রভা তাঁহার সোদরা—তাঁহাতে আর আমার কন্যা অমৃতপ্রভাতে প্রভেদ কি?

সভাস্থল হইতে। 'কিছুই না। গান্ধার রাজ গৃহের কলঙ্কে আমারাও কলঙ্কিত হইব।'

শৈলে। তবে তোমরা সুস্থির হও; যতক্ষণ না এই বিচার সমাপ্ত হয় বৃথা সন্দেহকে মনে স্থান দিও না। গান্ধারেশ্বর, গান্ধার-রাজকুমার কি গান্ধার রাজপুত্রী সম্বন্ধে কোন অনুচিত উক্তি প্রয়োগে আমার মনে বেদনা দিও না।

সভাস্থল হইতে। জয় গান্ধারেশ্বরের জয়, জয় কুমার মেঘবাহনের জয়, জয় গান্ধার রাজকুমারীর জয়!

সভাস্থল আবার নিস্তব্ধ হইল; যথা পূর্ব্ব বিচার চলিতে লাগিল।

বৃদ্ধসন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া শৈলেশ্বর কহিলেন, তাপস! এখনও বল অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলে?

শৈলেশ্বরের স্বরে—ঘৃণা ও কার্কশ্য পরিপ্লুত।

নবীন সন্ন্যা। এখনও বলিতেছি, চুরি করি নাই বিনিময়ে পাইয়াছি! তাপসের স্বরে পবিত্রতা সত্য এবং নির্ভীকতা বর্ত্তমান। কিন্তু ঐ রাজসভায় কে অহা অনুভব করে?

শৈল। (সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া) তোমরা অপরাধীর উত্তর শ্রবণ করিলে?

সভাস্থল হইতে। হাঁ মহারাজ। কিন্তু অপরাধীর অপরাধ বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হউক।

শৈলে। অবশ্য! প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে যে অঙ্গুরীয়টীতে গান্ধার রাজকুমারী ক্ষণপ্রভার নামাঙ্কিত। দ্বিতীয়তঃ এইটাই এই দুইজন সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক বণিক সন্নিধানে বিক্রয়ার্থ নীত হইয়াছিল, সন্ন্যাসীদ্বয় স্বমুখে স্বীকার করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ ইহা কোথা হইতে কিরূপে ইহাদের হস্তগত হইল তাহা প্রকাশ করিতে চাহে না। বিনিময়ে পাইয়াছি, শুদ্ধ এই কথা বলিলে নীরপরাধ প্রমাণ হয় না! অধিকন্তু তদ্দ্বারা গান্ধার রাজকুলে কলঙ্ক সন্দেহ অর্পিত হয়! ইহারা বলিতেছে, আমাদের রাজ পতাকা চিহ্নিত কোন বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীর বিনিময়ে ইহারা গান্ধার রাজতনয়ার নিকট হইতে এই অঙ্গুরীয় পাইয়াছে; আমার রাজ পতাকা মুদ্রিত কোন অঙ্গুরীয় ইহারা কেমন করিয়া পাইবে? সে সমস্তই আমার গৃহে বর্ত্তমান। এপর্য্যন্ত ত তাহার একটীও হারায় নাই।

সভাস্থল হইতে। তবে সন্ন্যাসীরা সে অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলেন, জিজ্ঞাসা করা হউক।

শৈলে। ভালকথা। (তাপসদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া) তাপসগণ পেশোর পতাকাঙ্কিত বহুমূল্য অঙ্গুরীয় বিনিময়ে এই অঙ্গুরীয় পাইয়াছ! সে অঙ্গুরীয়টী কোথায় পাইলে?

বৃদ্ধ তাপস যুবার মুখাবলোকন করিলেন। যুবা উত্তর করিলেন, মহারাজই জানেন!

শৈলে। (সক্রোধে) শুনিলে? একি উত্তর? এই ভণ্ডতাপসদ্বয় আমাকেও চোর প্রতিপন্ন করিতে চাহে! কোন প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিবে না। প্রতি কথায় কখন গন্ধাররাজপুত্রীকে, কখন আমাকে, এইবার বোধ হয় তোমাদেরও সকলকে, দোষী সাব্যস্ত করিয়া ইহারা সাধু হইবার চেষ্টা করিবে। অতএব—

সভাস্থল হইতে। সন্ন্যাসীদ্বয় অপরাধী, উহারা ভণ্ড, উহাদের প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত!

নবীন সন্ন্যাসী মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিলেন।

সক্রোধে প্রবীণ কহিলেন, মহারাজ। এ কোন্ বিচার?

শৈল। (সক্রোধে) কেন?—

প্রবী, সন্যা। আমাদের নীরপরাধিতার প্রমাণ লওয়া হউক। গন্ধার রাজকুমারীকে সভ্য করান হউক। তিনি যে অঙ্গুরীয় লইয়াছেন তাহাও ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত করান হউক।

মেঘ বাহন গর্জ্জিয়া উঠিলেন 'মিথ্যাবাদীর কল্পিত বাক্যে কে বিশ্বাস করে?'

প্রবীণ সন্ন্যাসীর বজ্রনিনাদ শ্রুত হইল—'যদি স্বধর্ম্মনিষ্ঠা সাধ্বী সোদরাকে ধর্ম্মাধিকরণে আসিতে দিতে অনিচ্ছুক হও, তবে নত শিরে তাঁহার কলঙ্কাপবাদ বহন কর, বৃথা আস্ফালনে কি ফল ?'

তাপসের কঠোর কটূক্তিতে সভাশুদ্ধ লোক ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। গান্ধার রাজের হৃদয় বিদীর্ণ হইল।

শৈলেশ্বর আরক্ত বিস্ফারিত নেত্রে তাপসদ্বয়ের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন, তাঁহার সমক্ষে তাঁহার জামাতার এত অবমাননা। ঐ শুভ্র এবং কৃষ্ণ জটাভারাবনত শিরদ্বয়, যখন কণ্ঠ বিচ্ছিন্ন হইয়া গঙ্গা যমুনাবৎ তাঁহার সম্মুখে আনীত হইবে, তিনি মৃত-মুণ্ড-মুখ-মধ্য হইতে ঐ জিহ্বা টানিয়া বাহির করিতে আদেশ দিবেন! মেঘ বাহন বামপদে তদুপরি দণ্ডায়মান হইবেন। তবে তাঁহার আক্রোশ যাইবে! ক্রোধদগ্ধ কঠোর স্বরে কহিলেন, ধৃষ্ট তাপস! রাজকুমারী ক্ষণপ্রভা পেশোরে উপস্থিত থাকিলেও তোদের ন্যায় নীচান্তঃকরণ পামরের পক্ষে সাক্ষ দিতে আদেশ দিতাম কি না সন্দেহ! আক্ষেপের বিষয় তিনি পেশোরে নাই। তোরা সেই জন্যই স্পর্দ্ধিত হইয়া নিজকৃত অপরাধে তাঁহার নিষ্কলঙ্ক নাম-সংস্রব সংস্থাপন চেষ্টা পাইতেছিস্ এবং তদ্দ্বারা বিচারে বিলম্ব সম্ভাবনায় পাপজীবন আরও কএক দিনের জন্য সংরক্ষণে সযত্ন হইতেছিস্! দেখ্ তাপসগণ! আমি শৈলেশ্বর, তোদের সে আশাও নিষ্ফল করিতেছি।

শৈলেশ্বর ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইলেন! সভাময় নিশ্বাস পতনশব্দও রহিত হইল! সিংহাসন হইতে কি আজ্ঞা বিনির্গত হয় শুনিবার জন্য লোকে উর্দ্ধকণ্ঠে স্থির কর্ণে এবং অনিমিক লোচনে রাজ মুখমণ্ডলের প্রতি চাহিয়া রহিল!

মৃদু গম্ভীরপদে, অবনত মস্তকে, বক্ষঃসংলগ্নবাহু মেঘবাহন সিংহাসনসম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান! জোড় করে কহিলেন, মহারাজ এক ভিক্ষা—

শৈলেশ্বর। কি ?

মেঘ। তাপসদ্বয়ের কথার সত্যাসত্য সম্পূর্ণ প্রমাণীকৃত হইবার পূর্ব্বে যেন কোন দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করা না হয়!

রাজদ্বয় বিস্মিত হইলেন। সভাময় 'না' 'না' 'আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই' 'অপরাধীগণের প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা প্রদত্ত হউক' ইত্যাদি ধ্বনি হইতে লাগিল!

মেঘবাহনকে সম্বোধন করিয়া গান্ধারেশ্বর কহিলেন, কুমার! আবার কি জন্য মহারাজের বিচার কার্য্যে বিঘ্ন জন্মাইতেছে ?

মেঘবাহন মুখ উত্তোলন করিলেন। একবার সভার চতুর্দ্দিকে কটাক্ষপাত করিলেন। একবার সন্ন্যাসীদ্বয়ের মুখের দিকে দৃষ্টি পতিত হইল!—তাঁহার নয়নে অশ্রুধারা বহিতেছিল। তাঁহার মলিন বদনে নিদারুণ শোক চিহ্ন! বাষ্প গদগদ-স্বরে কহিলেন, পিত! ক্ষমা করুন! মহারাজ শৈলেশ্বর! অনুমতি দান করুন, সভাসদ্ আগন্তুক দর্শকগণ! আপনারা সকলে অনুমোদন করুন, আমি গান্ধার রাজকুমারী দেবী ক্ষণপ্রভার পবিত্র চরিত্র নিষ্কলঙ্ক প্রমাণ করিব। এই বলিয়া তীব্র বিশুদ্ধ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন—আমি মহাবল পরাক্রান্ত গান্ধার রাজ-কুলোদ্ভব মেঘবাহন, গান্ধার রাজকুমারী ক্ষণপ্রভার অগ্রজ—আমি এই পবিত্র ধর্ম্মাধিকরণে, এই পিতৃচরণ সমক্ষে, এই রাজসমীপে, দেবতা, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, সর্ব্ব-সাক্ষাতে, মুক্ত কণ্ঠে কহিতেছি, আমার সোদরা গান্ধার রাজকুমারী ক্ষণপ্রভা বিশুদ্ধ চরিত্রা সতী, এবং এই যে উপস্থিত তাপসদ্বয় তাঁহার চরিত্রের উপর সাধারণের সন্দেহোদ্দীপক উক্তি করিতেছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা! যদি তাহা না হয়, আমি এই স্বীয় অসি প্রক্ষেপ করিলাম যাঁহার সাহস হয় ইহা গ্রহণ পূর্ব্বক আমার সহিত যুদ্ধ করুন, যে যুদ্ধে হয় আমি প্রস্তুত! যদি যুদ্ধে পরাস্ত হই, আমার সোদরা কলঙ্কিনী প্রতিপন্না হইবেন। তখন আমি অকাতরে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিব! যদি জয়ী হই মহারাজ শৈলেশ্বর—এই মিথ্যাবাদী তাপসদ্বয়ের সমুচিত শাস্তি প্রদান করিলে কেহ ধর্ম্মাধিকরণের সদ্বিচারে সন্দেহ করিবেন না! বলিতে বলিতে করস্থিত অসি উত্তোলন করিয়া প্রলয়-কালীন বজ্রপাতের ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিলেন। সভাস্থ সকলে বিস্মিত! —নিস্পন্দ হৃদয়ে নীরব।

শৈলেশ্বরের অনিমিক দৃষ্টি গান্ধারেশ্বরের বদনোপরি স্থাপিত হইল। বর্ষীয়ান গান্ধার বদন প্রোজ্জ্বল! অশ্রুপ্লাবন-পরিপ্লুত নেত্রে শৈলেশ্বরের দিকে চাহিয়া বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, রাজন। অপরাধী তাপসগণ ইহা অপেক্ষা আর কি ন্যায় বিচার আকাঙ্ক্ষা করে? মেঘবাহন পিতৃকুলের সম্মান রক্ষার্থে প্রাণ দান করিবে গান্ধার রাজকুল ধন্য হইবে! সিংহের বংশে শৃগালের জন্ম সম্ভবে না। আমিও যুদ্ধ স্থলে উপস্থিত থাকিব। যদি ক্ষণপ্রভার কলঙ্কাপবাদ একা মেঘ-বাহনের হৃদয় শোনিতে প্রক্ষালিত না হয়, তৎক্ষণাৎ এ অকিঞ্চিৎকর প্রাণও দিয়া, কলঙ্কিত গান্ধার রাজকুল নির্ম্মূল করিব।

সভাস্থল হইতে গগনভেদী ধ্বনি উত্থিত হইল, জয় মহারাজ গান্ধারেশ্বরের জয়, জয় কুমার মেঘবাহনের জয়।

আরও শ্রুত হইতেছিল। 'কুমারের অসি স্পর্শ করে কাহার ক্ষমতা?' নীচাশয় ভীরু তাপসদ্বয় ভয়েই মৃতবৎ!'

সহসা সব নিস্তব্ধ! ঐ! এ কি? শুভ্রজটা-ধারী অস্থিচর্ম্মসার বপুঃ, বৃদ্ধ সন্ন্যাসী অগ্রসর হইয়া হাসিতে হাসিতে মেঘবাহন প্রক্ষিপ্ত অসি স্পর্শ করিলেন।

সভাস্থল হইতে ব্যঙ্গোক্তি হইল 'তুই নহে ভণ্ড! বরং তোর হৃষ্ট পুষ্ট চেলাকে দে'!

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বিকট হাস্য করিতেছিলেন। একবার কি বলিতে উদ্যত হইলেন, শোর-গোলে তাহা শ্রুত হইল না।

মুহূর্ত্তেকের জন্য সভাস্থল কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ হইলে বৃদ্ধ তাপস কহিলেন, কুমার মেঘবাহন! তোমার কথিত মত পরিত্যক্ত অসি আমি গ্রহণ করিলাম। স্থান ও সময় নির্দ্দেশ করহ যেরূপ যুদ্ধে অভিলাষ আমি তোমার প্রতিযোগী।

সেদিন সভায় আর কোন রাজকার্য্য করা হইল না! মেঘবাহনের অসিস্পর্শে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী সভাস্থ সকলকে চকিত করিয়া দিয়াছিলেন।

শৈলেশ্বর কহিলেন, 'আগামী কল্য প্রত্যুষেই রাজপ্রাসাদ সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে গান্ধার রাজকুমার মেঘবাহনের সহিত অপরাধী সন্ন্যাসীদ্বয়ের মধ্যে রম্নোবৃদ্ধের মল্ল যুদ্ধ হইবে। যুদ্ধে অস্ত্রাদি কিছুই ব্যবহৃত হইবে না! কেহ কাহারও প্রাণবিনাশ চেষ্টা করিতে পাইবেন না। সন্ন্যাসী পরাজিত হইলে সহযোগী সহ প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।'

সভাভঙ্গ হইলে! সন্ন্যাসীদ্বয় নিষ্কোষিত-অসি-হস্ত রক্ষিগণ পরিবৃত হইয়া কারাগারে নীত হইলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

"মেয়ের কাছে পুরুষের বুদ্ধি ?"

রাজ সভায় কত সহস্র দর্শকের মধ্যে দুইটী সন্ন্যাসিনী দণ্ডায়মান ছিলেন। লোকের ভীড়ে সন্ন্যাসিনীদ্বয় অধিক অগ্রসর হইতে না পারিয়া বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনের এক প্রান্তে অতি দূরে অবস্থিত হইয়া বিচার দর্শন করিতেছিলেন। সভাভঙ্গে লোক স্রোতের সহিত সন্ন্যাসিনীদ্বয় দ্রুত পদে নগর প্রবিষ্ট হইলেন এবং এক নিভৃত রাজবর্ত্ম পার্শ্বস্থ ভবনে প্রবেশ করিলেন।

সন্ন্যাসিনীদের একের নাম গঙ্গা অপরের নাম যমুনা। গঙ্গার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষের অধিক নহে কিন্তু তাঁহার দেহায়তন এত পূর্ণ নিটোল সুগোল যে দেখিলে আরও অধিক বয়স্কা বলিয়া বোধ হয়। গঙ্গা সুন্দরী একবারে রাজপুরীর সুন্দরী না হউক, তোমার আমার ঘরে একটা আদটা তেমন সুন্দরী থাকিলে উচ্চ শ্লাঘার বিষয়।

যমুনার বয়স গঙ্গার অপেক্ষা কম। যমুনা প্রকৃতপক্ষে ষোড়ষী। কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল এত সুন্দর এত শৈশবভাবাপন্ন এত প্রীতিপ্রদ যে দেখিয়া ত্রয়োদশ বর্ষীয়ার অধিক নহে বলিলে অত্যুক্তি হয় না! তিনি অপেক্ষাকৃত কৃশাঙ্গী। কিন্তু সেই দেহ গঠনে নয়ন পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ দর্শকের হৃদয় অপহৃত হয়! বিধি প্রফুল্ল সতদল সৃজন করিয়া দেখিলেন, তাহা অনতিবিলম্বেই শুখাইয়া যায; পূর্ণচন্দ্র সৃজন করিয়া দেখিলেন, তাহাতে কিসের দাগ লাগিয়া গেল, সে দাগ আব কিছুতেই পুঁছিযা ফেলিতে পারিলেন না, শশী সকলঙ্কই রহিল; তখন প্রভাত তপনের সৃষ্টি কবিলেন। কিন্তু কি দুঃখ, তপন বড বেশী লোহিত বরণ হইয়া পাডিল। তাই বোধ হয় যমুনাব মুখে তিনেরই সৌন্দর্য্য, তিনেরই রাগ, তিনেরই পূর্ণ-ভাব একত্রীভূত করিয়া দিলেন। যমুনা পরমা সুন্দরী তেমন সুন্দরী বাজা রাজড়াব ঘরেও বিরল।

উভয় সন্ন্যাসিনীই জটাভারে, বিভূতি ভস্মে এবং উদাসিনীব বেশে রূপ যৌবনের সমাধি করিয়াছেন প্রতীয়মান হইল।

গৃহাভ্যন্তরে উপস্থিত হইয়া যমুনা কহিলেন, গঙ্গা! উভয়ের যুদ্ধে কে জয় লাভ করিবেন বোধ কব ?

গঙ্গা। কেন রাজকুমার ?

যমুনা হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন কখনই না।

গঙ্গা। কেন ?

যমুনা। তাহা হইলে যে সন্ন্যাসীদ্বয়ের প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা বিফল হইবে ?

গঙ্গা হাসিতেছিলেন। কুটিল কটাক্ষে যমুনার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। যমুনার নয়নেও কুটিলতা। তিনিও ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, তুমি কি বোধ কর ?

গঙ্গা। (কপট কোপে) আমি যাই একনই সব প্রকাশ করিয়া দিইগে !

যমুনা। তাহা হইলে সন্ন্যাসীদের পরিবর্ত্তে তোমার শোনিতেই পেশোর মশান রঞ্জিত হইবে ! আমিও প্রকাশ করিব তুমি কি মহাপরাধ করিয়াছ ?

গঙ্গা। কি মহাপরাধ ?

যমুনা। তুমি একটি রাজকন্যাকে গৃহ হইতে চুরি করিয়া আনিয়া সন্ন্যাসিনী করিয়াছ।

গঙ্গা। আমিই মশানে যাইব।

যমুনা। কেন।

গঙ্গা। নবীন সন্ন্যাসীকে বাঁচাইয়া তাঁহার কোলে তোমায় বসাইবার জন্য।

যমুনা। তুমি কি করিয়া চিনিলে ?—যমুনা অধর চাপিয়া হাসিতে ছিলেন।

গঙ্গা। বিচার স্থলে তোমার মুখের ভাব দেখিয়া ! বিচার শুনিতে শুনিতে ঐ ব্যাদিতনয়নে নবীন সন্ন্যাসীর বদনমণ্ডল গ্রাস করিতেছিলে মনে নাই ?

যমুনার মুখ গম্ভীর হইল। ঈষদ্ধাস্যে কহিলেন সখি তিনিই বটে—এখন উপায় ?

সেই অংটীটা দাও দেখি, বলিয়া যমুনার হস্ত হইতে একটী অত্যুজ্জ্বল হীরকাঙ্গুরীয় গ্রহণ করিলেন, এবং আমি রাজবাটীতে চলিলাম, বলিয়া গঙ্গা গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

রাজপথে আসিয়া গঙ্গা ভাবিলেন, সম্মুখের সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করা হইবে না ! এই উপবনের মধ্য দিয়া ছায়ায় ছায়ায় যাই। তাহাই চলিলেন। গঙ্গার প্রকৃত অভিপ্রায় রাজঅন্তঃপুরের কোন নিভৃত দ্বার দিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। সন্ন্যাসিনীর একটু ভয় ভয়ও আছে পাছে কেহ চিনিতে পারে। পেশোর রাজপুরীতে তখন গান্ধারের বিস্তর দাস দাসী লোক জন উপস্থিত। তাহাদের মধ্যে রাজ-কন্যার প্রধানা সহচরী মুরলা দেবীকে কে না চেনে ? মুরলা দেবী এক্ষণে সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছেন এক্ষণে নামও গঙ্গামরী তপস্বিনী, চিনিবার কোন সম্ভা-

বনাই নাই তথাপি কি জানি! গঙ্গা সতর্কতার সহিত ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে কামিনী-কাননের পার্শ্বস্থ উপবন মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। কি সর্ব্বনাশ! সম্মুখে স্বয়ং কুমার মেঘবাহন উপস্থিত! কি করিবেন ভাবিবারও সময় নাই! গঙ্গা সাহসে ভর করিয়া কুমারের সম্মুখীন হইলেন। কহিলেন আপনি গান্ধার রাজকুমার মেঘবাহন?

বিচারস্থল হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মেঘবাহন আর কাহাকেও মুখ দেখাইবেন না মনস্থ করিয়া, বিজনে বিচরণ করিতেছিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন, ক্ষণপ্রভার চরিত্রের কলঙ্কাপবাদ প্রক্ষালিত হয় ভালই নচেৎ নিজের প্রাণ পরিত্যাগ!

সহসা প্রশ্নকারিণীকে দেখিয়া ও তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া সচকিতে উত্তর করিলেন, হাঁ আমিই সেই হতভাগ্য মেঘবাহন! আপনি?

গঙ্গা। সন্ন্যাসিনী।

গঙ্গা ভাবিতেছিলেন, বুঝি ধরা পড়িলেন!

মেঘ। অপনি আমাকে চিনিলেন কি করিয়া?

গঙ্গা। অপনার হস্তস্থিত ঐ অঙ্গুরীয়টী দেখিয়া।

মেঘবাহন বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। কহিলেন দূর হইতে অঙ্গুরীয় দেখিয়া কি করিয়া বুঝিলেন আমিই মেঘবাহন।

গঙ্গা। আমার নিকট ঠিক ঐ রূপ অত্যুজ্জ্বল আর একটী হীরকাঙ্গুরীয় আছে! 'এই দেখুন' বলিয়া স্বহস্তস্থিত অঙ্গুরীয়টী কুমারের হস্তে অর্পণ করিলেন! মেঘবাহনের বিস্ময় শতগুণে বৃদ্ধি হইল। তিনি অঙ্গুরীয়টীর প্রতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে সন্ন্যাসিনীর দিকে কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন! সন্ন্যাসিনীর হৃৎপিণ্ড কম্পিত হইতেছিল! কিন্তু মুখের ভাবে কিছুই প্রকাশ না হয়, সে দিকেও বিলক্ষণ সতর্ক।

মেঘ। এ অঙ্গুরীয় আপনি কোথায় পাইলেন?

গঙ্গা। কএক সপ্তাহ গত হইল হীঙ্গলাজ-তীর্থে এক রাজকুমার আমার নিকট দীক্ষিত হইয়া সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। তিনিই গুরুদক্ষিণাস্বরূপ এই অঙ্গুরীয়টী আমায় দিয়াছিলেন! কহিয়াছিলেন, এটী তাঁহার পরমশত্রুর সহিত চিরসখ্য সংস্থাপন কালে স্বীয় অঙ্গুরীয় বিনিময়ে লাভ করিয়াছিলেন।

মেঘ। আপনার সেই নূতন শিষ্যের নাম?

গঙ্গা। বীরবাহু!

মেঘ। কুমার বীরবাহু সংসার ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন ?

গঙ্গা। করিয়াছেন !

মেঘ। এক্ষণে তিনি কোথায় ?

গঙ্গা। উভয়ে হীঙ্গলাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি এই পেশৌরে ব্যোমেশ্বর দর্শনে আসিয়াছি, আমার শিষ্য বদ্রিকাশ্রমের দিকে গিয়াছেন।

মেঘবাহন স্থিরনেত্রে ভূপৃষ্ঠে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। কুমার বীরবাহুকে, বীরকেশরীকে, প্রাণদাতাকে, আর দেখিতে পাইবেন না ! শোকে মেঘবাহনের বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইতেছিল। বাষ্পগদগদস্বরে কহিলেন, তাপসি ! অয়ি নৃশংসে নির্ম্মলহৃদয়ে। কি সর্ব্বনাশ করিয়াছ ? রাজা শৈলেশ্বরের এবং পেশৌর রাজ্ঞীর সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছ ? কুমার বীরবাহুর অদর্শনে যে তাঁহারা জীবন্মৃত হইয়া আছেন ! তাঁহাদের শেষ আশা ভঙ্গ করিয়াছ ? কুমারকে দীক্ষা দিয়া বিবেকী করিয়া দিয়াছ !, পেশৌরপুরী চিরকালের জন্য অন্ধকার করিলে ? দেশশুদ্ধ লোকের নয়নতারা হরণ করিলে ?

গঙ্গা মুখ গম্ভীর করিয়া উত্তর করিলেন, রাজকুমার ! আমরা গৃহত্যাগী বৈরাগ্য ব্রতাবলম্বী, ইহ জগতের সুখ-সম্ভোগ শোক-তাপ সকলেরই অতীত ! আমাদের ধর্ম্ম নিষ্কাম, কর্ম্ম নিষ্ফল, আমাদের ব্রতও রুচি অরুচির উপর নির্ভর করে না। সুতরাং আপনার সুহৃদের জন্য শোক করিতে হয় করুন, কিন্তু আমার উপর দোষারোপে বা আমার প্রতি কটূক্তিতে কোনই ফল নাই। যেহেতু আমাদের হৃদয়ে দোষাদোষ বা উক্তির মিষ্টতামিষ্টতার বিবেকও নাই।

গঙ্গা ঈষৎ হাসিতেছিলেন। হাসিতে হাসিতে যুবামুখে প্রগাঢ় প্রবীণতার ভাব সংগ্রহ করিয়া বর্ষীয়সীর ন্যায় মেঘবাহনকে স্নেহগর্ভ ভর্ৎসনা করিতেছিলেন ! গঙ্গা ভাবিতেছিলেন, তিনি আর না হাসিয়া থাকিতে পারেন না ! পাছে খিল, খিল করিয়া হাসিয়া উঠেন, অতি কষ্টে মনোবেগ সম্বরণ করিতে লাগিলেন।

মেঘবাহন অশ্রুশিক্তনেত্রে হাঁ করিয়া সন্যাসিনীর গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভাবগর্ভ পবিত্র বচনসুধা পান করিতেছিলেন। এক এক বার ভাবিতেছিলেন, সন্ন্যাসিনী কি মানবী ! না তাঁহার ঘোর বিপৎকালে ইষ্টদেবী ভৈরবীর ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি সংহার করিয়া উমা-সন্যাসিনীরূপে তাঁহাকে দেখা দিলেন। আবার ভাবিলেন যেন ঐ মুখখানি, ঐরূপ মধুমাখা ভঙ্গিখানি তিনি পূর্ব্বে অনেকবার আর কোথাও দেখিয়াছেন ! ঐ শ্রবণমুগ্ধকারী স্বরটী তিনি পূর্ব্বে কতবার শুনিয়াছেন ! কে জানে কোথায় মনে হইল না !

সন্ন্যাসিনী কহিলেন, রাজকুমার! আমার শিষ্যের একটী ইচ্ছা ছিল, পূরণ করিতে প্রস্তুত আছেন কি? সেইটী তাঁহার ইহ সংসারের শেষ ইচ্ছা।

মেঘ। কুমার বীরবাহুর ইচ্ছায় এ ছার প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে কাতর নহি।

গঙ্গা। আর 'কুমার' নাই সন্ন্যাসী বীরবাহু বলুন! সন্ন্যাসী বীরবাহুর ইচ্ছা, আপনি যদি অমৃতপ্রভাকে বীরবাহুর ন্যায় আত্ম-বিস্মৃতভাবে ভাল বাসিতে না পারেন, কদাচ অমৃতপ্রভার পাণিগ্রহণ না করেন। আর আপনাদের উভয়ের মধ্যে সখ্যতা সংস্থাপন-কালে যে অঙ্গুরীয়টী আপনার হস্তগত হইয়াছিল আপনার এইটী ফিরাইয়া লইয়া সেইটী আমাকে প্রদান করেন। কারণ সন্ন্যাসী বীরবাহুর গুরুদক্ষিণাদানে তাঁহার স্বকীয় অঙ্গুরীয়টীই প্রশস্ত!—

ইচ্ছার প্রথমাংশ শ্রবণে মেঘবাহনের অধরপ্রান্তে ঈষৎ হাসি আসিল! কিঞ্চিৎ অভিমান মিশ্রিত অবজ্ঞার হাসি, কিঞ্চিৎ ক্রোধের হাসি—কিঞ্চিৎ ঈর্ষার হাসি! মেঘবাহন ব্যতীত আর কেহ যেন অমৃতপ্রভাকে অধিক ভাল বাসিতে পারে? বীরবাহুর সন্ন্যাসে ভণ্ডামি—ধর্ম্মের লেশও নাই! শেষাংশ শ্রবণকালে তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর হইয়া আসিল। কহিলেন, গুরুদক্ষিণার ভাণ মাত্র! কুমার বীরবাহু সংসারের শেষ, অতি অকিঞ্চিৎকর, অতি ক্ষীণ-বন্ধনটীও ছেদন করিতে চাহেন? তাঁহার প্রীতির নিদর্শন—আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধার নিদর্শন, উভয়ের প্রেমের নিদর্শন—আর রাখিতে চাহেন না? অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয়টী খুলিয়া সন্ন্যাসিনীর হস্তে দিলেন।

গঙ্গা নিরীক্ষণ করিলেন, অঙ্গুরীয়াভ্যন্তরে খোদিত রহিয়াছে 'কুমার বীরবাহু'; উহার উভয় পার্শ্বে দুইটী পেশোর রাজকুলের পতাকা চিহ্ন।—দ্বিরুক্তি না করিয়া গঙ্গা কামিনী কাননাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মেঘবাহন অধোবদনে চিন্তা-মগ্ন, উপবনে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

যাইতে যাইতে গঙ্গা ভাবিতেছিলেন! মেয়ের কাছে পুরুষের বুদ্ধি? যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। পেশোর পুত্রীর প্রেমসাগরে উভয় রাজকুমারই ডুবিয়াছিলেন। তাই বীরবাহু বিবেকী।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

"পাকদিয়াছেন এলো ?"

ব্যোমেশ্বর পার্শ্বে এক নবীন-সন্ন্যাসিনী উপবিষ্টা। নীরাসনে অনশনে অধোবদনে উপবিষ্টা। সন্ন্যাসিনী ধ্যানাবস্থিতা মুদিতনয়না। ব্যোমেশ্বরের পূর্ব্বাহ্ণ পূজাদি পরিসমাপন হইলে পর, মাধ্যাহ্ণ পূজার আয়োজনকালে আসিয়া সন্ন্যাসিনী সমাধিতে বসিয়াছেন। এখন সন্ধ্যা সমাগতা এখনও তাঁহার ধ্যান-ভঙ্গ হয় নাই। দেবমন্দিরের পরিচারকগণ আগন্তুকের সৎকারার্থ প্রস্তুত, কিন্তু ধ্যানবস্থিতের ধ্যান ভঙ্গ করা রীতিবহির্ভূত। সুতরাং আহারীয় ও পানীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত রাখিয়া তাহারা স্বকার্য্যনিরত।

শিবের সায়াহ্ণ পূজার আয়োজন হইতে লাগিল। সেই পূজা ও আরতির কালে পেশোর রাজ্ঞী কন্যা ও পুরবাসিনীগণ সহ গান্ধারেশ্বরীকে ব্যোমেশ্বর মন্দিরে আনয়ন করিবেন। পূজক ও পরিচারকগণ বড়ই ব্যস্ত। মন্দির বিধিমত সজ্জিত করিতেছে! দেবের ঐশ্বর্য্যরাশিতে দেবগৃহ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। দেবাঙ্গ পুষ্প চন্দনাদিতে পরিশোভিত হইতেছে!

মন্দির সংলগ্ন পার্শ্বস্থ গৃহ পরিমার্জ্জিত হইয়াছে। তথায় বসিয়া রাজ্ঞীদ্বয় ও রাজকুমারী অমৃতপ্রভা মহাদেবের পূজা ও আরাধনা করিবেন। ষোড়ষোপ-চারে শিবপূজার্থ সমস্ত দেব-ভোগ্যদ্রব্যের আয়োজন করা হইয়াছে। পরদিন প্রত্যুষেই কুমার মেঘবাহন গান্ধার রাজকুমারী ক্ষণপ্রভার চরিত্রের বিশুদ্ধতা সমর্থনার্থ একটা বিকটাকার সন্ন্যাসীর সহিত মল্লযুদ্ধ করিবেন, তাই তাঁহার মঙ্গলকামনায় রাজ্ঞীদ্বয় ও রাজকুমারী ব্যোমেশ্বরের মানষিক পূজা করিবেন।

পূজার সময় হইল। মন্দিরাভ্যন্তর হইতে অপর লোক সমস্ত বিদায় করা হইল। সমাধিস্থা সন্ন্যাসিনীকেও সমাধিচ্যুত করিয়া বিদায় দেওয়া হইবে কি না অন্তঃপুরে মহারাজ্ঞীর কি আজ্ঞা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান হইল! প্রত্যু-ত্তর আসিল, রাজ্ঞী স্বয়ং উপস্থিত হইয়া যথাকর্ত্তব্য করিবেন; তাঁহার আগমন-কাল পর্য্যন্ত যেন সন্ন্যাসিনীর ধ্যান বিঘ্ন করা না হয়।

যথাসময়ে রাজপরিবারগণ মন্দিরে আসিয়া উপনীত হইলেন। পেশোর রাজ্ঞী সন্ন্যাসিনীকে বিদায় দিবার আজ্ঞা দিবেন কি, তাঁহার রূপ দেখিয়াই

বিমোহিতা হইলেন। গান্ধারেশ্বরী গললগ্নকৃতবাসে ব্যোমেশ্বরকে প্রণাম করিয়া সন্ন্যাসিনীরও যথাবিধি বন্দনা করিলেন। কহিলেন মা! সাক্ষাৎ বিঘ্নবিনাসিনি ভৈরবি! আমার মেঘবাহনের সকল বিঘ্ন দূর কর মা! আমার অকলঙ্ক শশী কণপ্রভাব কলঙ্ককারীদের মস্তক অবনত কর মা!

সন্ন্যাসিনীর হৃদয়াভ্যন্তরে কিরূপ হইতেছিল! একবার ভাবিলেন, হাসিয়া ফেলিবেন না কি? হাসিয়া গান্ধার রাজমহিষীর গলা জড়াইয়া ধরিবেন না কি? অতি কষ্টে সামলাইয়া গেলেন। রাজ্ঞীর স্তব স্তুতিতেই যেন তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। ঈষৎ বক্রগ্রীবায় রাজকুল-কামিনীগণের দিকে প্রসন্নতার কটাক্ষ পাত করিলেন। তাঁহার বিভূতি ভস্ম বিলিপ্ত মুখমণ্ডলের শ্রী সন্দর্শনে কামিনীগণের মধ্যে কাণাকাণি হইতেছিল 'আমরি কি সুন্দরী!'—'এত রূপে এ পূর্ণ যৌবনে কেন সন্ন্যাসিনী।'

শুদ্ধমতি একটু পশ্চাতে পড়িয়াছিল। অগ্রসর হইয়া উঁকি মারিয়া সন্ন্যাসিনীর মুখের প্রতি চাহিল। চাহিয়া চিড়িয়াবাই হাসিয়া উঠিল! কহিল উঁ!—ব্যোমেশ্বর ঠাকুর বুড়োবয়েসে এ নবীন ভৈরবী কোথায় পেলেন? শুনিয়া অপর পরিচারিকাগণ হাসিয়া উঠিল!

রাজ্ঞীদ্বয় ও রাজকুমারী পূজায় বসিলেন। শিবের সায়াহ্ন পূজা ও আরতি আরম্ভ হইল! প্রাঙ্গনে বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইল। মন্দির মধ্যে শঙ্খ, ঘণ্টা, কাংশর বাজিয়া উঠিল! অন্তঃপুরবাসিনীগণ কেহ ধূপ কেহ দীপ কেহ ধুনা গুগ্‌গুলাদির ধূমান্ধকারে এবং সদ্গন্ধে হরমন্দির পূর্ণ করিতে লাগিল!

চিড়িয়াবাই কখন আসিয়া সন্ন্যাসিনীর পার্শ্বে বসিয়াছে! উভয়ে চুপি চুপি কি কথা কহিতেছে।

চিড়িয়াবাই জিজ্ঞাসিল, আপনি কে?

সন্ন্যা। সন্ন্যাসিনী।

চিড়ি। তা ত দেখিতেই পাইতেছি! আর কিছু পরিচয় নাই?

সন্ন্যা। উদাসিনী সন্ন্যাসিনীকে এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা কি পেশোর পুরমহিলাদিগের স্বভাব?

চিড়ি। স্বভাব নহে বরং নিতান্ত অকর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান আছে।

সন্ন্যা। তবে কেন এরূপ প্রশ্ন?

চিড়ি। কারণ আছে!

সন্ন্যা। কি কারণ?

চিড়ি। আপনি বক্ষস্থলের বস্ত্রাভ্যন্তরে যে হস্ত লুক্কাইত করিয়া জপ করিতেছেন সেই হস্তের অঙ্গুলিতে কোন বহুমূল্য রত্ন আছে?

সন্ন্যাসিনী চমকিত হইলেন। কি উত্তর দিবেন ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

চিড়ি। প্রকৃত উত্তর দিবেন কি না ভাবিতেছেন?

সন্ন্যা। ভাবিতেছি আপনাকে বিশ্বাস করিতে পারি কি না।

সন্ন্যাসিনীর অন্তর্ভেদী তীব্রদৃষ্টি চিড়িয়াবাইয়ের মুখমণ্ডলে স্থাপিত ছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন, এমন সরলা শ্যামসুন্দরী শশীমুখীকে বিশ্বাস করিতে হানি কি? কহিলেন আমার রহস্য রক্ষা করিতে পারিবেন?

চিড়ি। পারিব।

সন্ন্যা। শুধু রক্ষা নহে।

চিড়ি। আবার কি?

সন্ন্যা। যে সহায়তার আবশ্যক হইবে করিবেন?

চিড়ি। সাধ্যায়ত্ত হইলে করিব।

সন্ন্যাসিনী উঠিলেন। চিড়িয়াবাইকে ইসারা করিলেন, সঙ্গে আসুন। আরতির ধূমে উভয়ে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কেহ দেখিতে পাইল না বা দেখিয়াও সে দিকে মন দিল না। উভয়ে নিভৃতে উপবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পূর্ণিমা রাত্রি। চন্দ্রমা ষোলকলায় পুষ্ট হইয়া স্বর্গশিরে শোভমান। সুধাধারে-শশীকিরণ-প্রবাহে দিগ্বলয় কৌমুদীময়। ঈষৎ মন্দসমীরণের সুকোমল সঞ্চার, ঈষৎ নীহার-পতনের হৃদয়-মুগ্ধকারিণী শীতলতা, শূন্যে এক এক খণ্ড অস্পষ্ট কুজ্ঝটিকা, অদৃশ্য সমীরণের উপর পরিদৃশ্য-ফেননিভ ভাসমান! আকাশের গাঢ়-নীলিমা, তাহার মধ্যে মধ্যে চন্দ্রকর-প্রতিহত-জ্যোতি-তারকারাজি বিরাজমান। একদিকে ছায়াপথ খানি সুচিক্কণ শুভ্র উত্তরীয় বস্ত্রবৎ নভোমণ্ডলের গাত্রে শোভিত।

উপবন ইন্দুকিরণে পরিব্যাপ্ত নহে। অথচ সম্পূর্ণ অন্ধকারাবৃতও নহে। বিটপিকুলের নিবীড় তামস-কৃষ্ণ-পত্রপটল ভেদ করিয়া এক এক খণ্ড চন্দ্রপ্রভা আসিয়া উপবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। সহস্র ভীমস্কন্ধ মহীরুহের অন্ধকারাবৃত অঙ্গে কিরণ-খণ্ড লাগিয়া বিপিনের শোভা-সম্পাদন করিয়াছে। ভীমা-জামিনীর ভয়ঙ্করী শোভা! তরুশিরে সমীরণ ক্রীড়া, তাহাতে পত্রপল্লব

বিকম্পন, সেই বিকম্পনে আঁধার ভেদ করিয়া কিরণ প্রবেশ, কিরণ পুঁছিয়া আবার আঁধার প্রলেপ; যেন আঁধারে আলোকে মল্লযুদ্ধ! পরস্পর গাঢ় আলিঙ্গন, মধ্যে মধ্যে উভয়ে একাঙ্গ হইয়া ভূমে পতন!

উপবন নির্জ্জন। বিটপির শাখায় শাখায় পাখী, কুলায় কুলায় পক্ষিশাবক, স্কন্ধে স্কন্ধে তরুচর জীব জন্তু। কেহ নিদ্রিত, কেহ ক্রীড়াশক্ত; সকলেই নিস্তব্ধ। উপবন পূর্ণ সপ্রাণী হইয়াও যেন প্রাণ শূন্য।

সন্ন্যাসিনী কহিলেন, আমার অঙ্গুলিতে বহুমূল্য রত্ন আছে, আপনি কি করিয়া জানিলেন?

চিড়িয়াবাই হাসিল। কহিল আপনি 'পাকাইয়াছেন ভাল কিন্তু পাক দিয়াছেন এলো।'

সন্ন্যা। কি সে?

চিড়ি। মন্দিরের আলোক যে গেরুয়া বসন ভেদ করিয়া অঙ্গুলিস্থ রত্নে প্রতিফলিত হইতে পারে সেইটী ভুলিয়াছিলেন!

সন্ন্যা। আপনি আমার অপেক্ষাও চতুরা! আমি অপ্রতিভ হইয়াছি!

চিড়ি। পরাজয় স্বীকার করিলেন?

সন্ন্যা। করিলাম।

চিড়ি। প্রকৃত পরিচয়?

সন্ন্যা। আমি প্রকৃতই সন্ন্যাসিনী—নাম গঙ্গা। না জানিয়া এক কর্ম্ম করিয়া ফেলিয়া এখন বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি! আপনি সহায় হইলে মুক্ত হইতে পারি!

চিড়িয়া। কি করিতে হইবে?

সন্ন্যা। কিছুদিন পূর্ব্বে হীঙ্গলাজ-তীর্থে এক রাজকুমারকে দীক্ষা দিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্মগ্রহণ করাইয়াছিলাম। শেষে শুনিলাম রাজপুত্র এক রাজকন্যার মন প্রাণ চুরি করিয়া পলাইয়া আসিয়াছেন। রাজকন্যা গৃহত্যাগিনী হইয়া কেঁদে কেঁদে দেশে দেশে ফিরিতেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমারই সহিত দেখা। তাঁহারও সন্ন্যাসিনী বেশ! পরস্পর সাক্ষাতে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিল! অনতিবিলম্বেই তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয়ের কথা খুলিয়া বলিলেন! আমার করে ধরিয়া সহায়তা যাচ্ঞা করিলেন। আমি তাঁহার দুঃখ বার্ত্তা শ্রবণে সহানুভূতিতে গলিয়া গেলাম। অঙ্গীকার করিলাম রাজকন্যার মনোচোরের অন্বেষণে তাঁহার সহায়তা করিতে ত্রুটি করিব না! কে জানে যে সেই আমার মন্ত্র শিষ্যই রাজ-

কুমারীর হৃদয় চোর! তাঁহাকে দীক্ষা দিয়া পরস্বাপহরণ-জনিত পাপ হই-য়াছে। সে পাপ বিমোচন করিতে হইবে, শিষ্যের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার দীক্ষা সংহার করিতে হইবে, তাঁহার সহিত রাজকন্যার বিবাহ দিতে হইবে। উভয়ে অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। শুনিলাম পেশোর রাজনন্দিনীর বিবাহের মহা আড়ম্বর হইতেছে। যদি এই দিকেই আসিয়া থাকেন, ভাবিয়া আমরাও অদ্য প্রত্যুষে পেশোরে পৌঁছিয়াছি। রাজ সভায় কি দুই মহাপুরুষ সন্যাসীর বিচার হইবে শুনিয়া তাহাই দেখিতে গেলাম। আমি কি জানি যে সেই অপরাধীদ্বয়ের মধ্যে যুবা সন্যাসীটীই রাজকন্যার মনোচোর! আমার সাক্ষাৎ মন্ত্রশিষ্য?

চিড়িয়াবাই নিবিষ্টচিত্তে সন্যাসিনীর কথা শুনিতেছিল! চক্ষু দুটী গোলা-কার করিয়া সন্যাসিনীর সুন্দর মুখ খানি দেখিতেছিল। উদাসীন রাজনন্দন ও সন্যাসিনী রাজনন্দিনীর কথা শুনিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছিল! সবিস্ময়—শূন্যান্তঃকরণে কহিল, তারপর.

সন্যা। তারপর আর কি? এই রাত্রেই সেই নবীন সন্যাসীর উদ্ধার আব-শ্যক, নচেৎ হয়ত প্রত্যুষেই তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবার সম্ভাবনা। সন্যাসীদ্বয় কোথায় অবরুদ্ধ, তথায় লইয়া যাইতে হইবে, এই সহায়তা প্রার্থনা!

চিড়িয়াবাই স্থির হইয়া কি ভাবিতেছিল। সন্যাসিনীর কথা সমাপ্তির পর কহিল চলুন!

সন্যা। আমি যাইব না। এখন রাত্রিও অধিক হয় নাই, এখন যাওয়াও হইবে না। রাত্রি দুই প্রহরের পর রাজকন্যা স্বয়ং আসিবেন। আপনার সহিত কোথায় কিরূপে সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া দিন।

চিড়ি। এই প্রাচীরের অভ্যন্তরে কামিনী-কানন। ব্যোমেশ্বর মন্দিরপার্শ্বস্থ ঐ কুমারীদ্বার উন্মুক্ত থাকিবে, আসিলেই তথায় আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।

সন্যাসিনী যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। শুদ্ধমতি গীত গাহিতে গাহিতে ব্যোমেশ্বর মন্দিরে প্রবেশ করিল।

শুদ্ধমতি গাহিতে ছিলঃ—

আমার পাগল প্রাণে,
পাগল ভাবনায়,
কেন হলাম পাগলিনী, কি বলব কাহায়!
মা আমার পাগলিনী,
শবাসনে উলঙ্গিনী,

সঙ্গে নাচিছে প্রেতিনী—
ডাকে গো আমায়!
তাঁদের রূপ হেরে হুহুঙ্কারে—
ভয়ে প্রাণ যায়!

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

এ ত সে স্বর নয়।

গভীর নিশীথে কামিনী-কাননে একটা প্রকাণ্ড কাকাতুয়ার সহিত শুদ্ধমতি বিবাদ করিতেছে। শুদ্ধমতি উল্লাসময়ী, গভীর নিশায় কানন-বিহারিণী! তাহার বুকে ভয় ডর নাই। চিড়িয়াবাই কাকাতুয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিল বুড়ো। রাজকুমারীর বিয়ে হয়ে গেলে তুই কোথায় থাকবি?

কাকাতুয়া। উঁ উঁ উঁ কোটা, কোটা, টাক্‌বি টাক্‌বি!

চিড়ি। দূর পোড়ার মুখো। কোথা থাকবি? বল্‌না?

কাকা। কোটা টাক্‌বি বল্লা! হুঃ হুঃ হুঃ।

চিড়ি। মুখে আগুণ মরে যাও গোল্লায় যাও!

কাকা। গেল্লা-ডা। ক্যাঁরা—ক্যাঁরা কেঁউ। ক্যাঁরা—ক্যাঁরা কেহু!

কাকাতুয়া মুখ ফিরাইয়া, গ্রীবা উত্তোলন করিয়া, ডানা নাড়িয়া এক দিকে তাকাইতেছিল! শুদ্ধমতি চাহিয়া দেখিল, সেই দিকে একজন সন্ন্যাসিনী আসিতেছেন। সন্ন্যাসিনী রূপের ডালা। কাননের তৎপ্রদেশ আলোকিত করিয়া আসিতেছেন। পরস্পর অগ্রগমনে পরস্পর সাক্ষাৎ হইল। শুদ্ধমতি সন্ন্যাসিনীকে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসিনী বাম হস্ত উত্তোলন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। উভয়ের কথোপকথন হইল!

শুদ্ধ। আপনি কে?

সন্ন্যা। সন্ন্যাসিনী।

শুদ্ধ। সন্ন্যাসিনী কে?

সন্ন্যা। ছাই মাখা, ভস্মমাখা, জটাভার মাথায় স্ত্রী মূর্ত্তি!

শুদ্ধ। তা ত চক্ষেই দেখিতেছি।

সন্যা। তবে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?

শুদ্ধ। আপনি এখানে কেন?

সন্যা। আসিতে বলিযাছিলে তাই আসিয়াছি।

শুদ্ধ। কে আসিতে বলিযাছিল?

সন্যাসিনী বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ভাবিতেছিলেন তবে কি মুরলা ভুল করিল? কহিলেন, আপনি কে?

শুদ্ধ। পেশৌর রাজকুমারীর প্রধানা পরিচারিকা। সন্যাসিনী কহিলেন, সন্ধ্যার সময় কোন সন্যাসিনী আসিযা আপনাকে কোন কথা বলিযা গিযাছিলেন?

চিড়িয়াবাই হাসিয়া উঠিল। সন্যাসিনীর সহিত চাতুরী করাতে তাঁহার যে মুখের ভাব হইযাছিল—দেখিয়া চিড়িযাবাই অপ্রস্তুত হইতেছিল। কহিল আমারই সহিত কথা ছিল, রাত্রি দ্বি প্রহরে আপনি এখানে আসিবেন।

সন্যাসিনীর মুখ প্রসন্ন হইল কহিলেন, এই আসিয়াছি!

শুদ্ধ। কি করিতে হইবে বলুন।

সন্যা। সেই সন্যাসিনী মুখে শ্রবণ কর নাই?

শুদ্ধ। না! শুদ্ধমতী ভাবিতেছিল শুনি না ইনি কি বলেন।

সন্যাসিনীর মুখ বিবর্ণ হইল! ভাবিলেন ইহার সহিত মুরলার বন্দোবস্ত ছিল না। এ চতুরা কামিনী কৌশলে তাঁহার পেটের কথা বাহির করিতে ইচ্ছুক। কহিলেন, আমি চলিলাম। এই বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তনে উদ্যত হইলেন।

শুদ্ধমতির ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। কহিল আমাকে অবিশ্বাস করিতেছেন?

সন্যা। পাছে কামনা সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে সতর্ক হইতেছি!

শুদ্ধ। ব্যাঘাৎ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

সন্যা। সিদ্ধির সম্ভাবনা?

শুদ্ধ। আছে। কিন্তু কি কামনা, না জানিলে কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না!

সন্যা। তুমি অবিশ্বাসিনী হইবে না?

শুদ্ধ। আমাকে কতদূর বিশ্বাস করেন না জানিলে কি উত্তর দিব?

সন্যা। আমার একটী পোষা পাখী তোমাদের রাজ পিঞ্জরে অবরুদ্ধ, আমাকে সেই পিঞ্জরটী দেখাইয়া দিতে হইবে।

শুদ্ধ। আপনার পাখী কে?

সন্ন্যা। সন্ন্যাসিনীর পাখী সন্ন্যাসী!

শুদ্ধ। দুইটী চোর সন্ন্যাসী কারাগারে আছেন। কোনটী আপনার?

সন্ন্যা। ছোটটী।

শুদ্ধ। পিঞ্জর দেখাইয়া দিলে আমার কি লাভ?

সন্ন্যা। লাভ প্রত্যাশীর নিকট উপকার প্রার্থনা করি না; চলিলাম।

সন্ন্যাসিনী—প্রকৃতই খর্ খর্ করিয়া চলিয়া যান। শুদ্ধমতি অগ্রে গিয়া পথ রোধ করিল। কহিল সন্ন্যাসিনীর এত ক্রোধ! অত ক্রোধ পরবশ হইলে কি কার্য্য হয়?

সন্ন্যা। তর্ক করিবার সময় নাই। কামনা পূরণ করিতে চাহ কর।

আসুন বলিয়া শুদ্ধমতি অগ্রে অগ্রে চলিল। পশ্চাতে সন্ন্যাসিনী, উভয়ে কামিনী-কানন হইতে বহির্গত হইলেন। অনতিবিলম্বে দুর্গ দ্বারে উপস্থিত!

রাত্রি অধিক হইয়াছে। দুর্গের প্রধান দ্বার আবদ্ধ। কেবল প্রকাণ্ড লৌহ কবাটে গবাক্ষ সদৃশ একটী ক্ষুদ্র দ্বার উন্মুক্ত। তন্মধ্য দিয়া একবারে একটীর অধিক লোক অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না।

সন্ন্যাসিনী তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত। প্রহরী কহিল কে?

সন্ন্যা। সন্ন্যাসিনী!

প্রহ। কোথায় যাইবেন?

সন্ন্যা। যথায় সন্ন্যাসীদ্বয় বন্দী!

প্রহ। কাহার হুকুম?

সন্ন্যাসিনী একটী হীরকাঙ্গুরীয় দেখাইলেন। সিংহদ্বারের দীপালোক হীরকোপরি প্রতিফলিত হইয়া প্রহরীর নয়নঝলসিত করিল! প্রহরী অঙ্গুরীয় জানে না নায়ককে ডাকিয়া দিল!

নায়ক দেখিল, অঙ্গুরীয়াভ্যন্তরে পেশোরের বিজয়-পতাকা অঙ্কিত! সে ঐ অঙ্গুরীয় ঐ ভাবে কত লোকের হস্তে কতবার দেখিয়াছে। উহার হুকুম শিরোধার্য্য। জোড়-পদে দণ্ডায়মান হইয়া অসি-কর-দক্ষিণ-হস্ত দক্ষিণ কর্ণমূলে স্পর্শ করিয়া যথাবিধি সম্মান প্রদর্শন করিল।

সন্ন্যাসিনী কহিলেন, কথা কহিও না, উদ্দিষ্টস্থলে লইয়া চল। যথেষ্ট পুরস্কৃত হইবে, দ্বিরুক্তি করিলে প্রত্যূষেই রাজাজ্ঞায় তোমার প্রাণদণ্ড হইবে।

নায়ক নতশিরে অগ্রগমন করিল। শুদ্ধমতি-সহ সন্ন্যাসিনী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

পেশোর দুর্গের এক অংশে অতি দৃঢ় প্রস্তরময় উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত কারা-গৃহ। তাহার একটী মাত্র লৌহদ্বার। দ্বারের উপর একটী ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছে। সম্মুখে যমদূতের ন্যায় একজন নিষ্কোষিত অসি হস্ত প্রহরী পাহারা দিতেছে।

আগন্তুকদিগকে দেখিবামাত্র প্রহরী জিজ্ঞাসিল কে?

নায়ক উত্তর করিল, পেশোর রাজভৃত্য।

প্রহ। সঙ্কেত?

নায়ক অগ্রগমনে প্রহরীর কাণে কাণে কহিল 'শঙ্কর'।

প্রহ। কি চাহ?

নায়ক প্রহরীর কাণে কাণে আবার কি কহিল।

প্রহ। দেখি!

এবার সন্ন্যাসিনী স্বয়ং-অগ্রগমনে অঙ্গুরীয় দেখাইলেন। প্রহরী কারা-নিবাসের চাবি খুলিয়া দিল; সসম্ভ্রমে পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল।

আগন্তুকেরা অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন।

প্রহরী। পুনর্ব্বার যথাপূর্ব্ব দ্বাররুদ্ধ করিয়া কহিল! সম্মুখে দক্ষিণপার্শ্বের সপ্তমদ্বার খুলিবেন, এই চাবি!

চাবি লইযা নায়ক অগ্রে অগ্রে চলিল। পশ্চাতে সন্ন্যাসিনী ও শুদ্ধমতি।

পথটী অতি সঙ্কীর্ণ অন্ধকারপূর্ণ। উভয় পার্শ্বে প্রকোষ্ঠশ্রেণী সম্মুখে এক একটী অভেদ্য ক্ষুদ্র লৌহদ্বার!

সপ্তম দ্বারের চাবি খুলিয়া দিয়া নাযক ও শুদ্ধমতি বহির্ভাগে দণ্ডায়মান রহিল। সন্ন্যাসিনী অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসিনীব সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছিল, হৃদয় ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছিল। তথাপি মৃদুমন্দ-দৃঢ়পদে প্রকোষ্ঠ মধ্যে অগ্রসর হইলেন

গৃহ মধ্যে ভূমিশয্যায় নবীন সন্ন্যাসী শয়ান। তিনি নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছিলেন। সহসা দ্বারোদ্ঘাটন শব্দে তাঁহাব নিদ্রা ভঙ্গ হইল! ঘোর অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না কেবল পদশব্দে বুঝিলেন কে একজন তাঁহার দিকে আসিতেছে। জিজ্ঞাসিলেন কে?

আগন্তুক কোন উত্তর করিলেন না। তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। সন্ন্যাসীর হস্তধারণপূর্ব্বক মৃদুস্বরে কহিলেন 'এখনই এ স্থান পরিত্যাগ করুণ'!

সন্ন্যাসী বিস্মিত হইলেন জিজ্ঞাসিলেন, আপনি কে?

সন্ন্যাসিনী। বলিব না।

সন্ন্যাসী। না বলিলে আমিও আপনার কথা শুনিব না!

সন্ন্যাসিনী। গান্ধার রাজপুত্রীর বিনীত প্রার্থনা; তাঁহার অনুরোধ—

সন্ন্যাসী। কি বলিতেছিলেন বলুন।

সন্ন্যাসিনী। তাঁহার জোর বলিলে কি আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন?

সন্ন্যাসী হাসিলেন, কহিলেন—তিনি আমাকে কি করিয়া চিনিলেন?

সন্ন্যাসিনী। অদ্য রাজসভায় যখন আপনাদের বিচার হইতেছিল তখন স্বয়ং গান্ধার-রাজকুমারী ছদ্মবেশে তথায় উপস্থিত ছিলেন। সেই স্থলে আপনার সন্ন্যাসী বেশেও আপনাকে চিনিয়াছেন!

সন্ন্যাসী। গান্ধার পুত্রী ছদ্মবেশে কেন?

সন্ন্যাসিনী। দৈহিক দুর্ব্বলতা হেতু রাজারাণীর সহিত এখানে আসিতে পারেন নাই। পরে রক্ষী ও পরিচারিকাগণ সহায়ে একাকিনী পেশোর আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে কি মন হইল, আপনার অন্বেষণ করিবেন। তাই এক বিশ্বস্তা সহচরী সহ ছদ্মবেশে শিবির হইতে পলায়ন করিয়া অগ্রেই পেশোরে পৌছিয়াছেন। রক্ষক ও শিবির এখনও পৌছায় নাই। বোধ হয় রাজপুত্রী কোথায় গেলেন রক্ষীগণ ভয়াকুলচিত্তে পথেই অনুসন্ধান করিতেছে!

সন্ন্যাসী। আপনি সেই সহচরী?

সন্ন্যাসিনী। পরিচয়ের সময় নাই। আমার এই সন্যাসিনীর বেশ পরিধান করুন; আমাকে আপনার সন্যাসীর বেশ প্রদান করুন। সম্মুখেই দুর্গ-রক্ষক-নায়ক এবং পেশোর রাজতনয়া অমৃতপ্রভার প্রধানা পরিচারিকা শুদ্ধমতি উপস্থিত। আপনি কে উহারা জানে না। পরিচয় দিতে হয় না হয় আপনার ইচ্ছা।

বলিতেবলিতে সন্যাসিনী নিজ বেশভূষা উন্মোচন করিয়া তদ্দ্বারা সন্ন্যাসীকে সন্ন্যাসিনী সাজাইলেন এবং তাঁহার পরিচ্ছদাদিতে আপনি সন্ন্যাসী সাজিলেন।

সন্ন্যাসী কহিলেন, নির্গমনকালে যদি কেহ ধরে?

কোন আশঙ্কা নাই। এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসিনী তাঁহার অঙ্গুলিতে একটী হীরকাঙ্গুরীয় পরাইয়া দিয়া কহিলেন, ইহারই বিনিময়ে আপনি গান্ধার-রাজপুত্রীর নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় অপহরণ করিয়াছিলেন; ইহারই জন্য রাজপুত্রী সর্ব্ব সমক্ষে কলঙ্কিনী, ইহারই মাহাত্ম্যে আমরা নীরাপদে এখানে আসিতে পারিয়াছি, এক্ষণে ইহা দেখাইয়া আপনিও বিপন্মুক্ত হইবেন।

সন্ন্যাসী কহিলেন, আপনি রমণী, আপনার বিনিময়ে আমার এ পাপিষ্ট-দেহ নীরাপদ করিব কেন ?

সন্ন্যাসিনী। তবে ক্ষণপ্রভাকে ভুলিয়া যাউন। তিনি সর্ব্ব সমক্ষে কলঙ্কিনী হইয়াই থাকুন—আপনিও পুরুষত্বাভিমানে কারাগৃহে বসিয়া থাকুন। রাজকুমারীও এই অঙ্গুরীয় না হইলে, আপনার চৌরাপবাদ প্রক্ষালিত হইবার নহে এবং রাজপুত্রীর চরিত্রও বিশুদ্ধ প্রতিপন্ন হইবে না। তখন হয়ত পেশৌর মশানেরও তৃষ্ণা জন্মিতে পারে আপনার হৃদয় শোণিত পান করে !

সন্ন্যা। আমার প্রাণদণ্ড করে পেশৌরে, এমন কে আছে ?

সন্ন্যাসিনী হাসিলেন। কহিলেন একথা শুনিলে গান্ধার রাজপুত্রী মনে করিবেন, তিনি কাপুরুষে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন।

সন্ন্যাসী। (ঈষৎ ক্রোধ,গম্ভীরস্বরে) কেন ? কাপুরুষ কিসে ?

সন্ন্যাসিনী। দোষী সাভ্যস্ত হইয়া পরিশেষে আত্মপ্রকাশ দ্বারা প্রাণ রক্ষা করা অপেক্ষা বরং ছদ্মবেশে অপরিজ্ঞাত অবস্থাতেই প্রাণত্যাগে পৌরুষ !

সন্ন্যাসী অপ্রতিভ হইলেন। ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, গান্ধার রাজতনয়াকে বলিয়া দিব সখী মুখে আমাকে কটূক্তি করা হইল ! সন্ন্যাসীর কাষ্ঠ হাসি !

সন্ন্যাসিনী উত্তর করিলেন, গান্ধার রাজাত্মজার প্রিয় সখাগণ তাহাতে ভীত হয় না। পরক্ষণেই কাতরস্বরে কহিলেন, কুমার আর বিলম্ব করিবেন না। আমার মাথা খান্, রাজকুমারীর দোহাই, শীঘ্র এস্থান হইতে বহির্গত হউন।

সন্ন্যাসী কহিলেন আর একটী কথা। গান্ধার রাজপুত্রী এখন কোথায় ?

সন্ন্যাসিনী। এই স্থানেই আছেন। হয়ত কল্য প্রাতেই সাক্ষাৎ হইবে।

সন্ন্যাসিনীর এই স্থানের অর্থ সন্ন্যাসী বুঝিলেন, এই সহরে, সন্ন্যাসিনী ভাবিতেছিলেন, তিনি মিথ্যা কথা কহিলেন না !

সন্ন্যাসীর করে ধরিয়া বল প্রয়োগ পূর্ব্বকই তাঁহাকে কারাগৃহের বহির্গত করিয়া দিলেন।

বহির্দ্বারে আসিয়া নায়ক তাহার নিজ স্থানে গমন করিল। শুদ্ধমতি সন্ন্যাসিনীসহ কামিনী কাননাভিমুখী হইল। কুমারীদ্বারে পৌঁছিয়া শুদ্ধমতি জিজ্ঞাসিল, সন্ন্যাসিনি। এরাত্রে আপনি কোথায় যাইবেন ?

সন্ন্যাসিনী উত্তর করিলেন, বাসায় যাইব ! শুদ্ধমতি চকিত হইল ! এ-ত সে স্বর নয় ! ইনি কে ? ইনি আর এক সন্ন্যাসিনী ! ইনি ত সে দিগালোকময়কারিণী অমৃতভাষিণী সন্ন্যাসিনী নহেন ! শঙ্কাতঙ্কিত মানসে কুমারীদ্বারের মধ্যে

প্রবেশ করিয়া, শুক্লমতি ফিরিয়া চাহিয়া দেখিবে—অনুগামিনী সন্ন্যাসিনীর সেই মুখখানি কি না! কিন্তু সন্ন্যাসিনী কোথায়? ঘোর অন্ধকার মধ্যে সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান হইয়াছে!

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

রহস্য ভেদ।

অতি প্রত্যুষেই পেশোর রাজপুরীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ কোলাহলে পূর্ণ। লোকে লোকারণ্য! সমগ্র প্রদেশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সহিত কুমার মেঘবাহনের মল্লযুদ্ধ! মেঘবাহন অদ্বিতীয় বীর। তাঁহার সহিত অশীতিবর্ষবয়স্ক কঙ্কালসার তাপসের যুদ্ধ! কুমারের অঙ্গুলিস্পর্শেই বৃদ্ধ চৈতন্যশূন্য হইবেন, ইহাই সকলের বিশ্বাস! এমন কৌতুকাবহ যুদ্ধ না দেখিয়া কে থাকিতে পারে?

প্রাসাদসম্মুখে উচ্চ বেদীর উপর রাজসিংহাসন স্থাপিত; তদুপরি স্বয়ং শৈলেশ্বর অধিষ্ঠিত গান্ধাররাজ।

সম্মুখে যুদ্ধস্থল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহার চতুর্দ্দিকে দর্শকমণ্ডলী মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান। কর্ম্মচারী প্রহরী এবং রাজপুরুষগণ ইতস্ততঃ স্বকার্য্যনিরত!

মল্লভূমির এক দিকে কুমার মেঘবাহন অবস্থিত। কুমারের ভূষণসজ্জা-বিহীন মল্লযোদ্ধৃ-বেশ। মুখমণ্ডল ম্লান। বিদেশে পররাজ্যে অপরের ধর্ম্মাধিকরণে সোদরার অবমাননা, জনকের মস্তক অবনত। জননীর চক্ষে অশ্রুধারা—তাঁহাদের কন্যা কলঙ্কিনী! চির জ্যোতির্ম্ময় গান্ধারকুলরবি মেঘাচ্ছন্ন। মেঘবাহন জীবিত থাকিতে এই সকল ঘটনা? কি বিষম ক্ষোভ! কুমারের বাহুদ্বয় বক্ষ সংলগ্ন, মস্তক অবনত, বক্ষস্থল নিশ্বাস কম্পিত।

পূর্ব্বাকাশে রবি কিরণ প্রতিফলিত হইল। কুমার করযোড়ে ভাস্করের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। মনে মনে বলিতেছিলেন, 'ভাস্কর বরং তোমাতেও কলঙ্ক সম্ভবে তথাপি ক্ষণপ্রভা কলঙ্কিনী—ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারিব না। পেশোরের রাজা, পেশোরের প্রজামণ্ডলী, পেশোরের সকলে কেন মেঘবাহনের দেহ খণ্ড খণ্ড করুন না। তিনি সহস্রবার ক্ষণপ্রভার অগ্রজ হইয়া জন্মিবেন,

সেই সহস্র জন্মে বারে বারে ঐরূপ খণ্ডে খণ্ডে, তাঁহার দেহ পতন হউক না তিনি কাতর নহেন! তাঁহার অনুজার যেন কেহ মিথ্যাপবাদ না দেয়! ক্ষণপ্রভা! স্নেহময়ী, সৌহার্দ্দ্যময়ী, নিষ্কলঙ্ক-ইন্দুমুখি! তোমার চরিত্রে দোষারোপ! এ প্রাণ আর রাখিব না! বৃদ্ধ তাপসের সহিত মল্লযুদ্ধেরই বা আবশ্যক কি? মেঘবাহনের বক্ষস্থল অশ্রুধারা প্লাবিত! ভাবিতেছিলেন, তিনি কি অন্ধ হইলেন না কি? কৈ রাজপ্রাসাদ, রাজসভা, জনসমাকীর্ণ প্রাঙ্গণ সব কোথায় গেল? তাঁহার নিজ দেহই বা কোথায়? তখন তৎপ্রদেশে তাঁহার অস্তিত্ব অজড় অসাড়-শূন্য-খণ্ডবৎ সারবিহীন। তিনি আবার কি যুদ্ধ করিবেন? সন্ন্যাসী ফুৎকার দিলেই ত তিনি উবিয়া যাইবেন! এক মুহূর্ত্তে ঈশ্বরের অনন্ত শূন্য মধ্যে তাঁহার শূন্যময় অস্তিত্ব খণ্ডটিও কোথায় মিশিয়া যাইবে!—কে আসিয়া মেঘবাহনের দক্ষিণস্কন্ধ স্পর্শ করিল। কুমার চকিত হইয়া উঠিলেন! কতকাল পূর্ব্বে এইরূপে কেহ কতবার তাঁহাকে স্পর্শ করিত—স্মরণ হইল! সুহৃদের অপার স্নেহগর্ভ স্পর্শ!—সেইরূপে স্পর্শ করিত সে কে! ভাবিলেন, স্মৃতিপথে আসিল না!

কুমার অনিমেষলোচনে চাহিয়া দেখিলেন, শুভ্রজটা শুভ্রশ্মশ্রু, ধবলিত ভ্রু-কর্ণ-কেশ-প্রশান্ত-মূর্ত্তি প্রবীণতাপস সম্মুখে দণ্ডায়মান! তাঁহার সহিত মল্ল-যুদ্ধ? মেঘবাহনের ইচ্ছা হইল, একবার তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করেন।

মহারোলে বিজয় ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। ঘোষণাকারী উর্দ্ধকণ্ঠে কহিল—"মহারাজ শৈলেশ্বর, মহারাজ গান্ধারেশ্বর, উপস্থিত সভাসদগণ এবং দর্শকমণ্ডলি!—যে হেতু ঐ সন্ন্যাসীদ্বয় নিজ চৌরাপরাধ প্রক্ষালন মানসে ধর্ম্মাধিকরণে যে সমস্ত কথা প্রকাশ করে, তাহাতে গান্ধার রাজকুমারী ক্ষণপ্রভার চরিত্রে অপবাদ স্পর্শ করিয়াছে এবং সেই অপবাদ প্রক্ষালনের অপর উপায় উপস্থিত না থাকায় গান্ধার রাজকুমার মেঘবাহন স্বীয় প্রাণদান স্বীকারে সেই অপবাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন; এক্ষণে তাঁহার প্রতিবাদের প্রতিবাদ করিয়া এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁহার সহিত মল্ল-যুদ্ধে অগ্রসর। উভয়ে ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এই যুদ্ধে একে অপরের প্রাণসংহার করিতে পারিবেন না। যদি কুমার জয়ী হয়েন (যাহাতে উপস্থিত কাহারও বোধ হয় সন্দেহ মাত্রও নাই—চতুর্দ্দিক হইতে উত্থিত হইল, জয় কুমার মেঘবাহনের জয়) উভয় সন্ন্যাসীর মশানে মুণ্ড চ্ছেদন হইবে। যদি সন্ন্যাসী জয়ী হয়েন, রাজকুমারী ক্ষণপ্রভার চরিত্র কলঙ্কিত প্রতিপন্ন (সভাস্থল হইতে উত্থিত হইল, শুনিতে চাহি না, মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা) কিন্তু তথাপিও রাজা শৈলেশ্বরের আজ্ঞায় সন্ন্যাসীদ্বয়ের প্রাণদণ্ড

হইবেক। কারণ সত্য হইলেও রাজসংসারের, রাজপরিবারের গুহ্য কথা প্রকাশ, মহাপরাধ এবং গুরুদণ্ডনীয়।”

চতুর্দ্দিক হইতে উত্থিত হইল, জয় মহারাজ শৈলেশ্বরের জয়।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর পার্শ্বে নবীন সন্ন্যাসী। তাঁহার কি অলৌকিক রূপ। গত কল্য রাজসভায় ভাল দেখা যায় নাই। যেন একটু বড় দেখাইয়াছিল। মুখ খানি যেন আরও গম্ভীর আরও পুষ্ট আরও বয়স্থ দেখাইয়াছিল। আজি কি সুন্দর দেখাইতেছে! ভৈরবের ভয়ে ভীত হইয়া মদন বুঝি স্বর্গ ছাড়িয়া সন্ন্যাসীবেশে ধরায় বিচরণ করিতেছেন? অথবা মহাকালের নবযৌবন কিরূপ ছিল, তাই দেখাইতে স্বয়ং পার্ব্বতী সন্ন্যাসী সাজিয়া ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণা! এত রূপ গত কল্য কোথায় ছিল?

উপস্থিত সকলে চিত্রার্পিতের ন্যায় নবীন সন্ন্যাসীর বদনকমলে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন।

ঘোষণাকারীর উক্তি শ্রবণে কুমার মেঘবাহনের কিংকর্ত্তব্য জ্ঞান পুনঃ সঞ্চারিত হইল! তিনি বৃদ্ধের সম্মুখীন হইয়া কহিলেন, তাপসপ্রবর। অগ্রে আমায় আক্রমণ করুন।

দ্বিরুক্তি না করিয়া সন্ন্যাসী বামকরে মেঘবাহনের দক্ষিণ কর ধারণ পূর্ব্বক ঈষৎ পীড়ন করিলেন। মেঘবাহন অগ্রাহ্য করিয়া সতর্ক হযেন নাই। বৃদ্ধ-কর হইতে স্বীয় করের বিমুক্তি চেষ্টায় তৎপর হইলেন! বৃদ্ধের আক্রমণ কঠিনতর হইল! মেঘবাহন চকিত হইলেন। কি সর্ব্বনাশ! এ-কি—এ? এ-ত! ক্ষীণ পঞ্জর দুর্ব্বলের আক্রমণ নহে। বিস্ময়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন! স্মরণ হইল, যৌবনের প্রারম্ভে যখন গুরুদেবের নিকট মল্ল-যুদ্ধ শিক্ষা লইয়াছিলেন, গুরুদেব অঙ্গুলি বিশেষের কি নির্দ্দিষ্ট সন্ধিতে স্পর্শনির্দ্দেশের উপদেশ দিয়াছিলেন, যাহা মেঘবাহন কিছুতেই আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। এ যে সেই কৌশলটী! মেঘবাহন শিহরিয়া উঠিলেন! সে কৌশল গুরুদেব ভিন্ন ত আর কেহ জানেন না। সন্ন্যাসী হাসিলেন কহিলেন, কুমার বৃদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য করিতেছেন? কর উন্মোচন করিয়া লউন! মেঘবাহন প্রভূত বলে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিলেন! তাঁহার অধরপ্রান্ত কুঞ্চিত হইতে লাগিল, বাহু বেগাকৃষ্ট রজ্জুবৎ ঋজু হইল, কিন্তু কঙ্কালবপুঃ বল্কলধারীর বদ্ধমুষ্টির মধ্য হইতে স্বকর নিষ্ক্রমণ সাধিত হইল না। তখন নিগড়বদ্ধ তরুণ সিংহের ন্যায় আস্ফালন করিয়া কহিলেন, তাপস! করযুদ্ধের ঐ একটী মাত্র কৌশলে আমি অনভিজ্ঞ।

শিক্ষাকালে গুরুর উপদেশে অবহেলা করিয়া ঐটী শিক্ষা করি নাই, অদ্য তাহার প্রতিফল পাইলাম! তোমার ন্যায় ক্ষীণজীবীর নিকটও পরাস্ত হইলাম! তাপস কহিলেন, আপনার গুরুর অপরাধ, তিনি এ সকল শিক্ষা বাকি থাকিতে আপনাকে যোদ্ধা উপাধি দিয়া নিজ শিক্ষাশালা হইতে বিদায় দিয়াছেন!

গুরু নিন্দায় মেঘবাহন অগ্নিস্পৃষ্ট ধূণার ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন, করযুদ্ধে পরাস্ত স্বীকার করিবা মাত্র সন্ন্যাসী তাঁহার হস্তত্যাগ করিয়াছিলেন. তিনি এক লম্ফে কএক হস্ত পশ্চাদ্গমন করিলেন। জানুদ্বয় ভূতল সংলগ্নে বাম হস্তে ভর করিয়া উপবিষ্ট হইলেন, এবং তড়িৎবেগে সিংহ ঝম্পনে শূন্যে উত্থিত হইলেন। তাঁহার অভিপ্রায়, প্রতিযোগীর গ্রীবাকর্ষণ পূর্ব্বক উল্লম্ফন দ্বারা তদ্দেহ স্বীয় পৃষ্ঠোত্থিত করিবেন। সন্ন্যাসী উর্দ্ধমুখে পৃষ্ঠশায়ী হইয়া অকর্ম্মণ্য হস্তপদে নিঃসহায় হইয়া পড়িবেন। কিন্তু চতুর সন্ন্যাসী সতর্ক ছিলেন, তিনি উভয় করে মেঘবাহনের উভয়স্কন্ধ মহাবলে ধারণ পূর্ব্বক একবারে শূন্যে উত্তোলন করিলেন। অস্থিচর্ম্মসার বাহুদ্বয় লৌহদণ্ডবৎ দৃঢ় করিয়া কুমারের দেহ ভূপৃষ্ঠ হইতে অনেক উর্দ্ধে ধারণ করিয়া রহিলেন! তাঁহার অঙ্গুলিরাজি কুমারস্কন্ধে কর্ম্মকারের কর-যন্ত্রবৎ আবদ্ধ হইল! মেঘবাহন যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়াও তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে অসমর্থ হইলেন! দর্শকমণ্ডলী অবাক্! লোকারণ্যের নিশ্বাস রুদ্ধ! রাজ-যুগল বিস্ময় বিহ্বল ও ভয়স্তম্ভিত হইলেন!

মুহূর্ত্তমধ্যে মেঘবাহনকে ভূতলে নামাইয়া দিয়া বৃদ্ধ কহিলেন, এবার কি যুদ্ধ করিবেন? মুষ্টি যুদ্ধ, কক্ষযুদ্ধ, স্কন্ধ, শির, পৃষ্ঠ, পদ, যে যুদ্ধে অভিরুচি, আমি প্রস্তুত!

বৃদ্ধের জটাশ্মশ্রু বিলম্বিত মুখমণ্ডলের নূতন মূর্ত্তি হইয়াছিল! কপোলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর্ম্মবিন্দুতে তরুণ সূর্য্যরশ্মি প্রতিবিম্বিত হইতেছিল! নয়নে রক্তিমাছটা; তাঁহার উন্নত দেহ যেন আরও উন্নত দেখাইতেছিল। সর্ব্বাঙ্গের সমস্ত অস্থি, পঞ্জর, চর্ম্মাভ্যন্তর হইতে যেন পরিদৃশ্যমান। দক্ষিণ করে বজ্রমুষ্টি করিয়া কহিলেন, কুমার আঘাত করুন মুষ্টি উন্মুক্ত হউক! বৃদ্ধের ভাবভঙ্গি দেখিয়া মেঘবাহন কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়াছিলেন। তাঁহার সদর্পশ্লেষ বাক্য শ্রবণে অতিশয় ক্রোধ হইতেছিল। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে দৃঢ় মুষ্টে বৃদ্ধ মুষ্টোপরি দারুণবেগে আঘাত করিলেন। প্রথম আঘাত! উভয়েই অচল অটল স্থির। দ্বিতীয় আঘাত! বজ্রপাত সম বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের শেষ সীমা পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইল, বৃদ্ধমুখে ঈষৎ হাস্যরেখা দেখা দিল! মেঘবাহনের অধরপ্রান্ত কুঞ্চিত

হইল! তৃতীয় আঘাত! বৃদ্ধ হাসিলেন, মেঘবাহনের মুখের ভাবে বিলক্ষণ যন্ত্রণা-লক্ষণ প্রতীয়মান হইল! কুমার চতুর্থ আঘাত করিবেন! তাঁহার বদন ক্রোধোৎফুল্ল, নয়নে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, কিন্তু করে আর মুষ্টিবদ্ধ হইল না—অঙ্গুলি-রাজি নিশ্চল হইয়াছে! নখাগ্র স্ফুট হইয়া শোণিতস্রাব প্রবাহিত হইতেছে!

গান্ধাররাজ ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন! শৈলেশ্বর শিহরিলেন—মেঘবাহন পরাজিত! তাঁহার বদনমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ। দর্শকদল মধ্য হইতে হাহাকার উত্থিত হইল! চারিদিকে হায়! হায়। কি সর্ব্বনাশ। সন্ন্যাসী মানুষ নহে রাক্ষস, রাক্ষস নহে যক্ষ, যক্ষ নহে দেবতা-ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল!

ভীষণ হুঙ্কার করিয়া মেঘবাহন ছুটিলেন। এবার মস্তক দ্বারা সন্ন্যাসীর কঙ্কালসার বক্ষের পঞ্জরগুলা চূর্ণীকৃত করিয়া ফেলিবেন। তাহাতে স্বীয় ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ হইয়া মস্তিষ্ক বহির্গত হইয়া পড়ে তাহাও স্বীকার।

মেঘবাহনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সন্ন্যাসী ঈষৎ হাস্য করিলেন। কুমার অবনত মস্তকে তীব্রবেগে নিকটে আসিবামাত্র বামকরে তাঁহার হেঁট মুণ্ডটী ধরিয়া একবার একটু ক্রোড়ের দিকে আকর্ষণ করিলেন এবং পরক্ষণেই সজোরে একটী ধাক্কা দিলেন। মেঘবাহন অমনি শিশুকর প্রক্ষিপ্ত বর্ত্তুলের ন্যায় দূরে নিক্ষিপ্ত হইলেন। মেঘবাহন ভূপতিত মূর্চ্ছাগত।

লম্ফ দিয়া রাজদ্বয় যুদ্ধভূমে অবতীর্ণ হইলেন! মহারোলে দশ সহস্র লোক মার মার করিয়া সন্যাসীদ্বয়কে আক্রমণ করিবে! নখাঘাতে তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে! এই উপক্রম!

ভয়ঙ্কর বজ্রনিনাদে কে বলিল! সাবধান! সন্যাসীদ্বয়কে যে স্পর্শ করিবে তৎক্ষণাৎ প্রাণ হারাইবে। সকলে চাহিয়া দেখিলেন, লোকারণ্য মধ্যে কৃষ্ণ-বর্ম্মাবৃত পুরুষ! দক্ষিণে প্রাচীন, বামে নবীন সন্যাসী।

মেঘবাহনের মূর্চ্ছিত দেহ প্রাসাদাভ্যন্তরে নীত হইল। তাঁহার কোন গুরু-তর আঘাত লাগে নাই! চেতনার লক্ষণ প্রতীয়মান! শীঘ্রই নীরাপদ হইবেন! গান্ধারেশ্বর শূন্য হৃদয়ে কুমার দেহের পশ্চাদ্গমন করিলেন। বিস্ময় বিঘোরে লোক কোলাহলের কিঞ্চিৎ বিরাম হইল!

শৈলেশ্বর সিংহাসনে পুনরুত্থান করিয়া আজ্ঞা দিলেন, সন্যাসীদ্বয়কে তৎ-ক্ষণাৎ সেই স্থলেই বলিদান করিতে হইবে!

কৃষ্ণ বর্ম্মধারী পুরুষ অগ্রসর হইয়া কহিলেন, মহারাজ ? আপনি—

আরক্তনেত্রে বাধা দিয়া শৈলেশ্বর উত্তর করিলেন, হইতে পারে আপনিই

আমার এক দিনের ধন, প্রাণ, মান রক্ষাকর্ত্তা, আমার পরম হিতৈষী, চিরকৃতজ্ঞতার পাত্র! কিন্তু ন্যায়বিচারে সন্যাসীদ্বয় আমার বধ্য! তাহাদের রক্ষণ চেষ্টা করিলে আপনি বিফল মনোরথ হইবেন। এমন কি আপনাকেও সমুচিত দণ্ড পাইতে হইবে। আপনি অপরাধীর প্রশ্রয়দাতা, ন্যায় বিচারের প্রতিবন্ধক!

বর্ম্মাবৃত পুরুষ কি বলিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সন্যাসীদ্বয়ের বধাজ্ঞা শ্রবণে লোকের গগণস্পর্শী আনন্দ কোলাহলে কেহ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিবার অবসর পাইল না।

নিমেষমধ্যে যুদ্ধভূমি বধ্য ভূমিতে পরিবর্ত্তিত হইল! মধ্যস্থলে দুইটী উন্নত মৃণ্ময় বেদী নির্ম্মিত হইল। অপরাধীরা সেই বেদীর উপর গ্রীবা রক্ষা করিবে, সম্মুখস্থ কাষ্ঠ দণ্ডে মস্তক এবং পশ্চাতের কাষ্ঠ দণ্ডে হস্ত পদ শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিবে জল্লাদ শাণিত গড়্গাঘাতে কণ্ঠদ্বয় দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিবে।

জল্লাদ আসিয়া সিংহাসন সমক্ষে প্রণত হইল। ভল্লুকের বিরাট চক্ষু ব্যাঘ্রের করাল দংষ্ট্রা হনুমানের বিশাল নাসিকা এবং অজার কর্ণ প্রভৃতি যাবতীয় সৌন্দর্য্যের উপকরণ জল্লাদের মুখশ্রীতে প্রকটিত। তাহার আকার গঠন ও রূপ দেখিলে সিন্ধু ঘোটক অদর্শন জনিত অনভিজ্ঞতা থাকে না, হস্তী দেহ মসৃণতর বলিয়া বোধ হয়, নিকষার দ্বিতীয় পুত্রের রূপ বর্ণনা শ্রবণকালে বঙ্গদেশীয় কথক ঠাকুরদিগকে মিথ্যাবাদী মনে করিয়া পাপের ভাগী হইতে হয় না!

পেশোররাজ কহিলেন জল্লাদ! তরুণ বয়স্কটার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য কিছুই নাই কিন্তু দেখিও বৃদ্ধ ভণ্ডটাকে যেন একাঘাতেই শেষ করিও না। অন্তত তিন আঘাতের ন্যূনে যেন উহার পাপীষ্ঠ কণ্ঠ পরিবিচ্ছিন্ন না হয়।

জল্লাদ আস্ফালন করিয়া কহিল, মহারাজের যথা ইচ্ছা। যত আঘাতে যে যে আঘাতে যত পরিমাণে এবং যতক্ষণ ধরিয়া যেমন করিয়া বলিবেন বান্দা এমন কোপ করিবে যে মহারাজ দেখিয়া খুসী হইবেন এবং গোলামকে বক্‌সিস করিবেন।

বেদীসম্মুখে পেশোরাধিষ্ঠাত্রী মাতৃচণ্ডিকার ঘট স্থাপিত হইল। শৈলেশ্বরের কুলপুরোহিত বিষম আড়ম্বরের সহিত বিশ্বজননীর পূজারম্ভ করিলেন। বাদ্যকরগণ বাদ্য আরম্ভ করিল। বৃদ্ধ সন্যাসীকে স্নানার্থ নদীকূলে লইয়া যাওয়া হইল! তাঁহাকেই প্রথম বলি দিয়া প্রথম পূজা সমাপন করা হইবে!

নদীকূলে মহা কোলাহল সমুত্থিত। কি ব্যাপার! নদীকূল হইতে সৈনিক প্রহরী দর্শক ও পরিচারক প্রায় সহস্রাধিক লোক দোহাই মা মাতৃ চণ্ডিকার! দোহাই মহারাজ শৈলেশ্বরের বলিতে বলিতে উৰ্দ্ধশ্বাসে পলাইতেছে কেন!

লোকগুলা মুক্তকণ্ঠে দোহাই দিতে দিতে কে কাহার উপর পতিত হইতেছে! সকলেই বিশুষ্ক ভয়বিষণ্ণ মুখে প্রাণ লইয়া পলাইতেছে। এক ব্যক্তি কম্পান্বিত কলেবরে আসিয়া রাজসমক্ষে নিবেদন করিল, মহারাজ! শীঘ্র পলায়ন করুন! সন্ন্যাসী যক্ষ নহে, মানুষ; এখনই আসিয়া আপনাকে ভক্ষণ করিবে। বেচারা প্রাণভয়েই কাতর, মহারাজসমক্ষে করযোড় করিতে বিস্মৃত হইয়াছিল! সন্ন্যাসী 'মানুষ নহে যক্ষ' বলিতে গিয়া 'যক্ষ নহে মানুষ' বলিয়া ফেলিল।

রাজা ভয়দূতের কথায় কর্ণপাত না করিয়া চাহিয়া দেখিলেন, অদূরে এক কৃষ্ণবর্ণ বলিষ্ঠকায় দীর্ঘাকৃতি ব্রাহ্মণ আসিতেছেন। ব্রাহ্মণের মস্তকে কৃষ্ণবর্ণ নিবিড় জটাভার, মুখমণ্ডলে মসীসম ঘন শ্মশ্রুদাম। তন্মধ্যে দুই এক গাছি মাত্র কেশ শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণের বয়ঃপ্রবীণতার নিদর্শনপতাকা উড্ডীয়মান করিতেছে। পরিধানে বলিদানের লোহিতবস্ত্র, গলে রক্তবস্ত্রের উত্তরীয়, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষসহ গ্রথিত রক্তকুসুমমাল্য, ললাটে ক্ষুদ্রচন্দ্রাকার রক্তচন্দনের ফোঁটা। হাসিতে হাসিতে ব্রাহ্মণ আসিয়া শৈলেশ্বরের সিংহাসনসমক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। সকলে দেখিল, সন্ন্যাসী মানুষ নহেন, যক্ষরাক্ষসও নহেন, দেবতা!

সহসা বিস্ময়চকিত হতজ্ঞান-জন-সমাগম-মধ্য হইতে এক অলোকসুন্দরী দেবীমূর্ত্তি অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া গললগ্নকৃতবাসে ব্রাহ্মণপদাগে প্রণত হইলেন। কহিলেন, গুরুদেব! দাসীকে আশীর্ব্বাদ করুন, কুমার মেঘবাহনকে ক্ষমা করুন, মহারাজ পেশোরেশ্বরের অজ্ঞানকৃত অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

খরশাণিত প্রকাণ্ড খড়্গাস্কন্ধ কালান্তক-দূতসম প্রেতমূর্ত্তি দ্রুত আসিয়া দেবীকে ধারণ করে। তাহার পৈশাচিক করস্পর্শে দেবীমূর্ত্তি কলুষিতা হয়! একবারে সহস্র লোকে জল্লাদের খড়্গ, বাহু, স্কন্ধ, পদ আক্রমণ করিল। মহারাজ! 'রক্ষা করুন রক্ষা করুন' বলিয়া জল্লাদ পলায়নতৎপর, কিন্তু তাহার নিষ্কৃতির জন্য রাজাজ্ঞা বহির্গত হইতে না হইতেই সহস্র চপেটাঘাত মুষ্ট্যাঘাত পদাঘাতে তাহার জলহস্তী-দেহ চূর্ণীকৃত হইল।

শান্তিরক্ষকদিগের তাড়নায় লোকের আক্রোশের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে কাঁপিতে কাঁপিতে, ধুঁকিতে ধুঁকিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে, জল্লাদ কহিল, মহারাজ! প্রবীণ সন্ন্যাসী স্নান করিতে গিয়া রাক্ষসমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, নিকটস্থ কয়েকটা পরিচারককে গিলিয়া ফেলিয়াছেন, এবং দুই চারিটা দর্শকেরও মস্তক চিবাইয়াছেন, শুনিয়া আমিও পলায়নের উদ্যোগ করিব; কিন্তু অদ্য দুইটা

মনোমত বধ্য বস্তু পাইয়াও আপনাকে স্বীয় কার্য্যদক্ষতা দেখাইতে পারিলাম না বলিয়া মনে বিষম দুঃখ উপজিল। তখন মনে করিলাম, পলাইবার পূর্ব্বে অন্ততঃ এই যুবা সন্ন্যাসীটাকে কোপ করিয়া যাই! তাই সেইটাকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতেছি, সহসা দেখি, লোকের ভিড়ের মধ্যে একটা যুবতী সন্ন্যাসিনী ইহার সন্ন্যাসী মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে এই বেশভূষা পরাইতেছে। আমি যেমন ধরিতে যাইব, ক্ষুদ্র কুমারীমূর্ত্তি কোথা দিয়া এইখানে পৌঁছিয়াছে! তখন ধরিতে গিয়া আমার এই দুর্দ্দশা।

ভিড়ের ভিতর হইতে কে একজন কহিল, জল্লাদকে অনুমতি দেওয়া হউক ঐ ব্রহ্মমূর্ত্তিকে ধরিয়া বলি দিতে যায়। জল্লাদ কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর করিল, উহাঁকে ধরিয়া হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া বেদীতে শোয়াইয়া না দিলে আমি উহাঁর নিকটেও যাইব না।

সকলে ঘোররোলে হাসিয়া উঠিল।

রাজা এতাবৎকাল বিস্ময়াধিক্যে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অনিমিকলোচনে দেবীমূর্ত্তির মুখ-প্রতিমার প্রতি চাহিয়াছিলেন। দেবের অমানুষী আকৃতি এবং দেবীর অলৌকিক রূপমাধুরী দর্শনে তাঁহার ইহ জগতের বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন, বুঝি তাঁহার আসন্নকাল সমুপস্থিত, তাই চিরজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে মৃত্যুকালে স্বচক্ষে দেখিতেছেন, তাহার বংশের পরমারাধ্য ইষ্টদেব ভৈরবরূপে সম্মুখে আবির্ভূত! তাঁহার সহস্র পুরুষের জননী পরমারাধ্যা ইষ্টদেবী ভবানী উমারূপে সম্মুখে ভৈরবের পদারবিন্দ পূজা করিতেছেন।

জল্লাদের আগমন, তাহার দেবীকে আক্রমণচেষ্টা, তাহার উপর দর্শকমণ্ডলীর প্রহারবরিষণ, রাজা কিছুই দেখিতে পান নাই। ইষ্টদেব দেবীর প্রতিমা দর্শনেই তন্ময় হইয়া জল্লাদের কথা কিছুই শ্রবণ করেন নাই। সহসা হাস্যরোলে তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। এক লম্ফে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া গললগ্নকৃতবাসে করজোড়ে ব্রাহ্মণের স্তুতি আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণ হাসিতে হাসিতে কুমারীর কর ধারণ করিয়া উত্তোলন করিলেন এবং সেই কর রাজ-করে অর্পণ করিয়া কহিলেন শৈলেশ্বর! পুত্রবধূর মুখ নিরীক্ষণ করুন! ইনি গান্ধাররাজ-কুল-লক্ষ্মী নিষ্কলঙ্ক কুমারী ক্ষণপ্রভা, কুমার বীরবাহুর একান্ত-প্রণয়িনী!

দারুণ ভয়বিস্ময়ে লোকের হৃদয়শোণিত শুষ্ক হয় এবং যৎপরোনাস্তি আনন্দ বিস্ময়ে সেই শোণিত অশ্রুরূপে নয়নপথে প্রবাহিত হয়। শৈলেশ্বরের আনন্দ-

বিস্ময়ের পরাকাষ্ঠা উপস্থিত, তিনি ক্ষণপ্রভাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া চীৎকারধ্বনি করিয়া উঠিলেন, জয় মহারাজ গান্ধারেশ্বরের জয়, জয় কুমার মেঘবাহনের জয়! অমনি প্রাসাদপ্রাঙ্গণ বিদীর্ণ করিয়া, লোকের হৃদয় ভেদ করিয়া, গগন কম্পিত করিয়া, উত্থিত হইল, জয় রাজকুমারী ক্ষণপ্রভার জয়!

অত্যানন্দে কাঁপিতে কাঁপিতে বৃদ্ধরাজ গান্ধারেশ্বর আসিয়া ব্রাহ্মণের পদযুগল ধারণ করিলেন। অব্যক্ত বাষ্পপূর্ণস্বরে কি বলিলেন, কেহ বুঝিতে পারিলেন না।

পিতৃপদ সন্দর্শনে রাজকুমারীর নয়ন অশ্রুপ্লাবিত হইল। গান্ধারেশ্বর কন্যার বদনখানি বক্ষে ধারণ করিয়া আহ্লাদে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কৃষ্ণবর্ম্মাবৃত পুরুষের হস্তধারণপূর্ব্বক কুমার মেঘবাহন তথায় আসিয়া উপস্থিত। আসিয়া সর্ব্বাগ্রে গুরুপদে প্রণাম করিলেন। কহিলেন, গুরুদেব! এরূপে শিষ্যকে ছলনা করিবেন, ইহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই! এক্ষণে অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

হাসিয়া গুরু উত্তর করিলেন, বৎস! কুমার বীরবাহুর অনুরোধেই এত দিন প্রচ্ছন্ন থাকিতে হইয়াছিল, মল্লযুদ্ধে তোমার সুকুমার দেহেও কঠিন আঘাত করিতে হইয়াছিল, তোমার কোনই অপরাধ নাই; বরং আমিই বৃদ্ধ বয়সে ধৃষ্টতা করিলাম, সেজন্য কিছু মনে করিও না।

ক্ষণপ্রভা আসিয়া মেঘবাহনকে স্নেহালিঙ্গন করিলেন। উভয়ে হাস্যের সহিত ক্রন্দনে, ক্রন্দনের সহিত হাস্যে, ভ্রাতৃস্নেহের এবং সৌহার্দ্দ্যের পুনরাভিষেক করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণবর্ম্মাবৃত বীরপুরুষ অদূরে দণ্ডায়মান ছিলেন। সোদর-সোদরার মিলন দেখিয়া কি মনে হইল, স্বহস্তে কৃষ্ণবর্ম্ম উন্মোচন করিয়া শৈলেশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। অমনি দশ সহস্র লোক নৃত্য করিয়া উঠিল, দশ সহস্র কণ্ঠে হাস্য-চীৎকারধ্বনি করিয়া গগন ভেদ করিল।

পিতাপুত্রে পুনর্ম্মিলন হইল। বীরবাহুর মস্তক শৈলেশ্বরের বক্ষে স্থাপিত। শৈলেশ্বরের আনন্দাশ্রুপ্রবাহে বীরবাহুর কেশদাম অভিষিক্ত হইতেছিল।

অমৃতপ্রভা আসিয়া বীরবাহুর হস্ত ধারণ করিলেন। কহিলেন দাদা চাহিয়া দেখ, মা কাহারে কোলে করিয়াছেন। স্বর্ণপ্রভা বক্ষে অলোকসুন্দরী ক্ষণপ্রভা। রাজ্ঞী বাষ্পাশ্রুবিভ্রান্ত-নেত্রে পুত্রবধূবদনের যথাতথা সহস্র চুম্বন করিতেছিলেন। শৈলেশ্বরের বক্ষ ত্যাগ করিয়া বীরবাহু অমৃতপ্রভাকে বক্ষে ধারণ করিলেন এবং

অনতিবিলম্বে পেশৌরেশ্বরীর কণ্ঠাবলম্বনপূর্ব্বক স্বয়ং স্নেহভক্তির মহাসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহাদের উভয়ের অশ্রুজলে উভয়ের হৃদয় প্লাবিত হইতে লাগিল।

গান্ধারেশ্বরী হাসিমাখা অশ্রুজল ফেলিতে ফেলিতে কহিলেন, বেয়ান! আমার ছেলেটীকে পর করিয়া লইলে, নিজের ছেলেকে একবার দেখিতে দিবে না?

মাতৃবক্ষ ত্যাগ করিয়া বীরবাহু গান্ধারেশ্বরের এবং গান্ধার রাজ্ঞীর যথাবিধি চরণ বন্দনা করিলেন। গান্ধার রাজ্ঞী কহিলেন, কুমার। যেমন পেশৌর মহিষীকে মা বলিয়া ডাক তেমনি একবার আমাকেও ডাক। বিনীত বচনে বীরবাহু কহিলেন, আপনি রাজকুমারী ক্ষণপ্রভার জননী সুতরাং আমারও মাতৃস্থানীয়া; মা! আমার সকল অপরাধের ক্ষমা করুন! গান্ধারেশ্বরীর নয়ন-সরিতে নূতন জল নামিল!

চিড়িয়াবাই আনন্দে কাঁদিতেছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে নাচিতেছিল। বসুমতী আসিয়া কহিলেন, ও শুদি! তোর সে গঙ্গামণী সন্ন্যাসিনী কোথায় গেল? বসুমতীর পার্শ্বে সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা একখানি স্বরস্বতী-প্রতীমা দণ্ডায়মানা! স্বরস্বতী শুদ্ধমতির রঙ্গ দেখিয়া টিপি টিপি হাসিতেছিলেন। চিড়িয়াবাই আসিয়া স্বরস্বতীকে ধরিয়া কোলে করিয়া তুলিয়া ধরিল;—ধরিয়া নৃত্যারম্ভ করিল। জিজ্ঞাসিল, এই বুঝি তোমার প্রকৃত পরিচয়? স্বরস্বতী-মূর্ত্তি উত্তর করিলেন চতুরার সঙ্গে চাতুরী—এখন এ পরাজয় কার?

বিষম রহস্যের বিভেদ হইল। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, গান্ধার রাজ-কুল-গুরু দেব অজয়স্বামী, কুমার মেঘবাহনের ও কুমারী ক্ষণপ্রভার সর্ব্ব শাস্ত্রে, সর্ব্ব বিদ্যায়, আজন্ম শিক্ষাদাতা। পূর্ব্বদিনের নবীন সন্ন্যাসী, স্বয়ং কুমার বীরবাহু, অদ্য কৃষ্ণ-বর্ম্মাবৃত পুরুষ বেশে স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতেছিলেন। অন্যকার তরুণ সন্ন্যাসী, পুরুষই নহেন! তিনিই স্বয়ং গান্ধার রাজ-কুল-লক্ষ্মী কুমারী ক্ষণপ্রভা!

এই সম্বাদ তাড়িৎসঞ্চারবৎ পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, বহির্ব্বাটী হইতে গান্ধারেশ্বর কম্পিতচরণে বধ্য-ভূমি-উদ্দেশে ধাবিত হইলেন। কুমার মেঘবাহনের সংজ্ঞা সঞ্চার হইয়াছিল মাত্র, তখনও সর্ব্বশরীর অবসন্ন! তথাপি এক লম্ফে শয্যা ত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন।

পথিমধ্যে দেখিলেন, কৃষ্ণবর্ম্মাবৃত পুরুষ বাহু প্রসারণ করিয়া তাঁহার দিকে আসিতেছেন! উচ্চহাস্যে উভয়ে উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। একত্র বধ্য ভূমিতে আসিয়া পৌঁছিলেন।

অতি প্রত্যুষেই অন্তঃপুর-দ্বারে একটী যুবতী সন্ন্যাসিনী আসিয়া শুদ্ধমতির হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া এক নিভৃত প্রদেশে লইয়া গিয়াছিলেন। সন্ন্যাসিনী কহিলেন, ওলো ছুঁড়ি, খর্ম্মজামুখি, কুমড়োচোকি! কাল্ রাত্রে তুই কারে কয়েদ বেখে কার বদলে কারে খালাস করে এনেছিলি? খালাস কল্লি তোদের রাজকন্যার দাদাকে, কয়েদ কল্লি তোদের বৌকে! দূর পোড়া-কপালি, পেতনি। শুনিয়া শুদ্দীর বিদেশিনী-রূপী শ্রীকৃষ্ণ বদনের অধোদেশ ঝুলিয়া পড়িল, চক্ষুদ্বয় গোলাকার ধারণ করিয়া বহির্গমনে উদ্যত হইল! শুদীর বাঙ্‌নিষ্পত্তি রহিত দেখিয়া সন্ন্যাসিনী হাসিলেন। শুদীর গালে একটী ওজন সই ঠোনা মারিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। সেই অবধি শুদী উন্মনে পাগলিনীর ন্যায় বধ্য-ভূমির আসে পাশে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছিল। রহস্য ভেদের সংবাদ শুনিবামাত্র উর্দ্ধশ্বাসে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। দৌড়িতে দৌড়িতে শুদীর পরিধেয় বস্ত্রের অর্দ্ধেকেরও অধিকটা কোথায় লাগিয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। শুদী অর্দ্ধ-বস্ত্র নৃত্য করিতে করিতে বলিতেছিল 'সন্ন্যাসী নয়'—'রাজকুমার বীরবাহু, রাজকন্যা ক্ষণ-প্রভা—কেহ দেখিতে চাওত বধ্য-ভূমিতে যাও।' শুদীর কথা শুনিবামাত্র রাজ্ঞী-দ্বয়, অমৃতপ্রভা ও পুরবাসিনীগণ উর্দ্ধশ্বাসে বধ্য-ভূমির উদ্দেশে ছুটিলেন। তখন তাঁহাদের রাজসম্মান, লজ্জাসরম, রাজপ্রথা কিছুই মনে ছিল না!

পরস্পর সম্মিলনে, পরস্পরের মুখে তৎকালোচিত যথাসাধ্য বিবরণ শ্রবণে, এবং বিস্ময় ও অত্যানন্দের উদ্বেগ সম্বরণে, কিষৎ কাল অতিবাহিত হইলে, শৈলেশ্বর উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীকে সম্ভবমত পরিজ্ঞাত করিয়া, মিষ্ট সম্ভাষণে বিদায় দিলেন, এবং সপরিবারে গৃহ প্রবেশ করিলেন।

অমৃতপ্রভা ও ক্ষণপ্রভা উভয়ে করে-কর-সংলগ্ন, হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতে পড়িতে যাইতেছিলেন। অমৃতপ্রভা কহিলেন বৌ।—তুমি সন্ন্যাসী সেজে পুরুষ-বেশে দাদার কারাগৃহে কয়েদ ছিলে, ভয় করিল না?

ক্ষণ। তোমার দাদাকে সন্ন্যাসিনী সাজিয়ে শুদ্ধমতির সঙ্গে পাঠাইয়া-ছিলাম। শুদ্ধ তাঁহাকে সেই বেশে অন্তঃপুরে আনিয়া তোমায় দেখায় নাই?

সে দিন আর সভা সমাহূত হইল না। অবশিষ্ট কাল অন্তঃপুরেই বীরবাহুর মেঘবাহনের, অমৃতপ্রভার, ক্ষণপ্রভার, শুদ্ধমতির এবং গান্ধার রাজপুত্রীর সহচরী সুবলা দেবীর মুখে, তাঁহাদের পরস্পরের কার্য্যকলাপের লোমহর্ষণ গল্প শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইতে লাগিলেন।

সুবলা বীরবাহুকে মন্ত্র দিয়া হীঙ্গলাজতীর্থ হইতে বদ্রিকাশ্রম প্রেরণ করিয়া-

ছেন বলিয়া মেঘবাহনকে কাঁদাইয়াছিলেন ; মেঘবাহন শোক সন্তপ্ত হইলে, মুরলা তাঁহাকে যে সমস্ত সন্ন্যাস ধর্ম্মের সারগর্ভ বচন শ্রবণ করাইয়াছিলেন শুনিয়া, হাসিয়া কে কাহার গাত্রে পতিত হন ! বৃদ্ধ রাজা গান্ধারেশ্বর হাসিতে হাসিতে বিষম খাইতে লাগিলেন।

গান্ধার রাজ্ঞী কহিলেন, আবাগের মেয়ে এমন সুন্দর ভৈরবী সেজে ব্যোমেশ্বরমন্দিরে বসে ছিল যে, আমিও চিনিতে পারি নাই। সিদ্ধ-কন্যা ভেবে স্তব স্তুতি করে উহার নিকট মেঘবাহনের জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করিয়াছিলাম।

শুদ্ধমতি আপন মনে নাচিতেছিল। গান্ধার রাজ্ঞীর কথা শেষ হইলে আসিয়া কহিল, মা জিজ্ঞাসা করুন, ভৈরবী শুদ্ধমতির নিকট কেমন ধরা পড়ে পরাজয় স্বীকার করেছিলেন !

মুরলা দাঁড়াইয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে চিড়িয়াবাইএর গাল টিপিয়া কহিলেন, তারপর ! ওলো উমনুমুখি ! দাদার বদলে বৌ কয়েদে কে পরাস্ত ?

সকলে মহা কৌতুকে হাস্য করিয়া উঠিলেন।

মন্ত্রী সুধীবর এবং দেব অজয় স্বামীও তথায় উপস্থিত ছিলেন। সুধীবর কহিলেন, স্বামীজি ! ছদ্মবেশ-বিন্যাশে আপনি অদ্বিতীয়। কুমার বীরবাহুকে আমরা কিছুতেই চিনিতে পারি নাই ! তাঁহার এত রূপেও প্রকৃতই নবীন সন্ন্যাসী বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল !

স্বামী। আমরা আশ্রমে পৌঁছিলে কুমার আত্মবৃত্তান্ত সবিশেষ বিবৃত করিলেন, এবং তাঁহার কৌতুকাবহ প্রণয় সম্বন্ধে আমার সহায়তা প্রার্থনা করিলেন ; বহুদিন গান্ধারেশ্বরকে দেখি নাই এবং মেঘবাহন ও ক্ষণপ্রভার প্রিয়ভাষণ শ্রবণ করি নাই। তাই কি মন হইল, বীরবাহুকে স্বহস্তে নবীন তপস্বী সাজাইয়া এবং নিজেও প্রচ্ছন্নভাব ধারণ করিয়া গান্ধারে প্রবেশ করিলাম।

সুধী। স্বামীজি ! এক মুহূর্ত্তে আপনার সম্পূর্ণ শুভ্র-কেশদাম কৃষ্ণবর্ণ হইল কি প্রকারে ? নিমেষে আপনার অস্থিচর্ম্মাবশেষ ক্ষীণ বৃদ্ধদেহ হৃষ্ট পুষ্ট হইল দেখিয়া, পেশোয়রবাসীগণ কাজেই আপনাকে যক্ষ বিবেচনা করিয়াছিল।

স্বামীজী ঈষৎ হাস্য করিলেন। মেঘবাহন তাহার অপরিসীম বিদ্যাবলের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। বুঝাইয়া দিলেন যে রাসায়নিক ও দেহতত্ত্ববিদ্গণ দ্রব্য গুণে সহজেই ঐ সকল প্রক্রিয়া দ্বারা সাধারণের বিস্ময় সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়েন।

বসুমতী কহিলেন কুমার! দুইটা প্রকাণ্ড সজীব ফণিনী ও কি রসায়ণবিদ্যা-বলে সৃষ্ট হইতে পারে?

শৈলেশ্বর জিজ্ঞাসিলেন, সে কি কথা?

বসুমতী কামিনী কাননের ঐন্দ্রজালিক বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন।

স্বামীজী মেঘবাহনের দিকে কুটিল কটাক্ষ করিলেন। মেঘবাহন সলজ্জ অধোবদন!

বীরবাহু হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন গুরুদেব! যে বিদ্যাবলে যাহাকে ইচ্ছা নিদ্রাভিভূত করিয়া যথা ইচ্ছা লইয়া যাওয়া যায়, কৃপা করিয়া আমাকে তাহা শিক্ষা দিতে হইবে।

শৈলেশ্বর জিজ্ঞাসিলেন সে আবার কি?

বীরবাহু অমৃতপ্রভার নিদ্রিতাবস্থায় কামিনী কানন বহির্ভাগে ভ্রমণ বৃত্তান্ত সবিশেষ কহিলেন।

গান্ধারেশ্বর স্নেহকোপে মেঘবাহনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন ধৃষ্ট! ক্ষণপ্রভার অঙ্গুরীয় বিনিময়ের কথা শ্রবণে অভিমানে প্রাণ দিতে গিয়াছিলে, আর স্বয়ং পরগৃহে ঐরূপ দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়াইতেছ! কুমার বীরবাহুর উচিত ছিল স্বয়ং ক্রোধান্ধ হইয়া নিজ জঙ্ঘা অসি বিদ্ধ না করিয়া, ঐ দুর্ব্বৃত্তের উচিত শাসন করা!

সকলে মৃদু মৃদু হাস্য করিলেন। অমৃতপ্রভা লজ্জায় অধোবদন! মেঘ-বাহন পূর্ব্বেই তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

৺ রত্নধর দেবশর্ম্মা।

পেশোর রাজসভা পুনঃ সমাহূত। বিগত দিবসের রহস্যভেদব্যাপারের সবিস্তার সর্ব্ব সমক্ষে বিবৃত করা শেষ হইয়াছে। ইত্যবসরে সভা গৃহের দ্বার সন্নিধানে একটা মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। কয়েকজন সৈনিক একজন গৈরিক-রাগ-রঞ্জিত ঐন্দ্রজালিক-বস্ত্রধারী ব্রাহ্মণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হই-

রাছে। ব্রাহ্মণ—"চল্ তোদের রাজার কাছেই চল্, আমি তোদের রাজাও মানি না, রাজ সভাও মানি না, তোদের দেশের আইনের মুখেও পুরীষপিণ্ড প্রদান করি' বলিতে বলিতে ক্রোধে কম্পান্বিত-কলেবরে সভা মধ্যে আসিয়া উপনীত হইলেন।

ব্রাহ্মণের আকৃতি দর্শনে, তাঁহার অঙ্গ ভঙ্গিতে, তাঁহার বিষম হাস্য-উদ্দীপক বাক্য শ্রবণে, সভাময় হাস্য কৌতুকের তরঙ্গ উত্থিত হইল! শৈলেশ্বর সহাস্যে গান্ধাররাজকে কহিলেন, বৈবাহিক মহাশয়! এ আবাব কি? গান্ধারেশ্বর নিবিষ্ট মনে আগন্তুকের প্রতি চাহিয়াছিলেন। পরিশেষে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণকে সম্বোধন কবিয়া কহিলেন, রত্নধর। এ কি! তোমার এ দুর্দ্দশা কেন?

সভামণ্ডপ মধ্যে প্রবেশ মাত্র ব্রাহ্মণের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। একবার এদিক ওদিক এবং রাজসিংহাসনে, একবার চন্দ্রাতপে চাহিয়া ব্রাহ্মণ বজ্রাহত স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

মেঘবাহন বীরবাহুস্কন্ধে ভর দিয়া সিংহাসনপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। ব্রাহ্মণেব ভাব ভঙ্গি দেখিয়া তিনি হাস্যবলুণ্ঠিত হইতেছিলেন। ব্রাহ্মণ একবার তাঁহাব দিকেও দৃষ্টিপাত করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢবৎ চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ ভাবিতেছিলেন, বিদব মুলতানের সহিত যুদ্ধে গান্ধার রাজতনয় ত নিশ্চয়ই পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি কি করিয়া আবার সশরীরে উপস্থিত হইলেন! ঘোব নিদ্রাভিভূতের ন্যায়, অথচ উন্মুক্ত চক্ষুতে, উভয় হস্ত দ্বারা স্বীয় মস্তক, কেশ, নাসা কর্ণ ইত্যাদি স্পর্শ করিতে লাগিলেন। গান্ধারেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, রত্নধর কি কবিতেছ?

রত্ন। দেখিতেছি, আমি নিদ্রিত কি জাগরিত! আমি গান্ধারে আছি না পেশোরে!

সভাস্থ সকলে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণও সেই হাসিতে যোগ দিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। অদূরে একজন দীর্ঘশ্মশ্রু সৈনিক দণ্ডায়মান ছিল। ব্রাহ্মণ এক লম্ফে গিয়া তাহার শ্মশ্রু আকর্ষণ করিয়া তাহাকে সিংহাসন সমক্ষে আনিতে উদ্যত। সৈনিক দোহাই মহারাজের বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

হাসিতে হাসিতে গিয়া মেঘবাহন ব্রাহ্মণকে ধরিলেন। ব্রাহ্মণ কতক প্রকৃতিস্থ হইয়া সৈনিকের শ্মশ্রু পরিত্যাগ কবিলেন। কিন্তু তখনও তাহার প্রতি তাঁহার আক্রোশ কমিল না। তাহাকে সম্বোধন কবিয়া কহিলেন, পাপিষ্ঠ! মহামায়ীর-প্রসাদ-সন্তান! এইবার আসিয়া আমায় চোর বলিয়া ধর—কারাগারে লইয়া

যাও। তখনই লম্বিতবাহু, জোড়করে সিংহাসনের দিকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, মহারাজ গান্ধারেশ্বরের দোহাই, পেশোরে যেন গান্ধারের কেহই আর একদণ্ডও না থাকে! পেশোরেশ্বর ব্রহ্মহত্যাকারী! অষ্টাহ পূর্ব্বে আমি গান্ধার-রাজ কুলতিলক কুমার মেঘবাহনের বয়স্য শ্রীল শ্রীযুক্ত বজ্রধর ভট্টাচার্য্য ছিলাম। আজি কয়েকদিন হইল, আমি পেশোর কারাগৃহে মরিয়া গিয়াছি। অনাহারে মরিয়াছি—এখন আমার নাম ৶ বজ্রধর দেবশর্ম্মা।

হাসিয়া কে কাহার অঙ্গে পতিত হয়। শৈলেশ্বর-আজ্ঞায় কএকজন ভৃত্য আসিয়া বজ্রধরের জঘন্য বস্ত্রাদি উন্মোচন করিয়া লইয়া উপযুক্ত বসনাদি পরিধান করাইয়া দিল, এবং অবিলম্বে প্রচুর রাজভোগ প্রস্তুত হইবে বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিল।

শৈলেশ্বর সহাস্যে কহিলেন, বজ্রধর তোমার পেশোরাগমন অবধি কি কি ঘটনা হইয়াছে, সবিশেষ বর্ণন কর। তুমি যত কষ্ট পাইয়াছ, আমি সকল কষ্টের প্রায়শ্চিত্ত করিব।

জোড়করে বজ্রধর কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আসিয়াছিলাম স্বয়ম্বর সভায় নিমন্ত্রণে; গান্ধার রাজকুমারের পারিষদ হয়ে; আশা ছিল, কত খাইব, কত আমোদ আহ্লাদ করিব, শেষে হয় ত স্বয়ম্বরের নিতবর পর্য্যন্তও হইতে পাইব। তা ত কিছুই নয়! শেষ কিনা ঐ ধুকড়িগুলা পরে, জাল ঐন্দ্রজালিক সেজে, আপনার অন্তঃপুরে প্রবেশ। তথায়, রাজকুমার কি যাদুবিদ্যা জানেন, তদ্দ্বারা রাজকুমারীকে অচৈতন্য করে রেখে পলায়ন। ধর্ম্মবলে সে যাত্রা প্রাণটা আদৎ ফিরে এলো। তারপর শুনি, রাজকন্যা ঘোর উন্মাদিনী। বেশ, স্বয়ম্বর হইতেছিল, হইল না। গৃহে ফিরিয়া যাই চল,—তাহাও নহে! নিরপরাধী বিদর মুলতান প্রভৃতি রাজগণ আশা করে এসেছিলেন, রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন, সে আশা ভগ্ন হইল। কাযেই তাহাদের ক্রোধ। কাযেই যুদ্ধ। বেশ! তুমিও গান্ধাররাজতনয়, তুমিও এসেছ নিমন্ত্রণে, তোমারই বা তাঁদের বিপক্ষতা করা কেন? তাদের সঙ্গে কত সৈন্য, কত বড় বড় বীর,—তোমার সঙ্গে কি? জন কতক নড়েভোলা সিপাই, আর একটা হস্তীমূর্খ নায়ক, মুকুরাস্য। যুদ্ধের ফলাফল যা হবে অগ্রেই বুঝে নিলাম। কাযেই যাতে ব্রহ্মহত্যার পাতকটা না লাগে, তার ত চেষ্টা করা চাই। কুমার সসৈন্যে শিবির ত্যাগ করে গেলেন। আমায় বলে গেলেন, শয্যাশায়ী কৃষ্ণবর্ম্মাবৃত রোগীটার রক্ষণাবেক্ষণ কর্ত্তে! বেশ তাহাই করিতেছি, আর দুর্গানাম জপ করিতেছি। তা কে জানে যে,

গণ্ডমূর্খ রোগীটারও ঐ রোগ? বলা নাই, কহা নাই, যেমন যুদ্ধের গন্ধ নাসিকাগ্রে প্রবেশ করিয়াছে, অমনি এক লম্ফে পালঙ্ক ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান, উভয় করে নিষ্কোষিত অসি গ্রহণ, নক্ষত্রবেগে যুদ্ধস্থলোদ্দেশে ধাবমান। তখন শ্রীমান রঘুধর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সজীবসত্ত্বাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা না করা, আর স্বহস্তে ব্রহ্মহত্যা করা উভয়ই সমান, বিবেচনা করিয়া ছদ্মবেশে—ঐ কাল ঐন্দ্রজালিক বেশে—ঊর্দ্ধশ্বাসে শিবির হইতে অন্তর্দ্ধান। প্রভাতেই পেশোয়ারের বহির্ভাগে গমন চেষ্টা। দৈব বিড়ম্বনায় দ্বারে আসিয়া ঐ ভবানীপ্রসাদ পুত্রগণ কর্ত্তৃক ধৃত হওন! গলে অর্দ্ধচন্দ্রের মালা, সর্ব্বাঙ্গে গুপ্ত সদালাপের ধারা বরিষণ, মস্তকে পিতৃ পিতামহের পর্য্যন্ত চির নরক বাসোপযোগী স্বস্তিবাচন!

হাস্যরোলে সভাস্থ সকলের কর্ণবিবর বধির হইতে লাগিল। গান্ধারেশ্বর পেশোয়ারাধিপতির প্রতি পরিহাস ব্যঞ্জক কটাক্ষ পাত করিয়া কহিলেন, বৈবাহিক মহাশয়! রাজকন্যার বিবাহের অগ্রেই বরযাত্রকে লইয়া এত কৌতুক করিয়াছেন? সলজ্জে শৈলেশ্বর কহিলেন মহারাজ! অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত আছি। আজ্ঞা করুন উভয় রাজকুমারের সহিত উভয় রাজনন্দিনীর বিবাহ ঘোষণা করা যাউক!

স্তুতি বাদকগণ উভয় বর কন্যার স্তুতিবাদন করিয়া যথা রীতি পরিণয়সম্বাদ ঘোষণা করিল। চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি, মাঙ্গলিক স্তুতি এবং সহস্র সহস্র শঙ্খ বাজিয়া উঠিল।

অবনত মস্তকে বিদররাজ সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইলেন। আবার মুহূর্ত্তেকের জন্য সভাস্থল নিস্তব্ধ হইল! বিদররাজ কহিলেন, শৈলেশ্বর! আমাদের প্রতি কি বিধান হইল?

শৈলেশ্বর সিংহাসন ত্যাগ করিয়া সভাস্থলে অবতরণ করিলেন। উভয় হস্তে বিদর ও মুলতান রাজদ্বয়কে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, আপনাদের পূর্ব্বকৃত কুকার্য্য বিস্মৃত হইলাম। আপনারা এখন হইতে সম্পূর্ণ সেচ্ছাধীন। তবে আমার প্রার্থনা বিবাহ স্থলে উপস্থিত হইবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। বিদর ও মুলতানরাজ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে আনন্দ সহকারে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। সভা ভঙ্গ হইল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

'এঘরে পেতনী'

নির্দ্দিষ্ট সময়ে বর্ণনাতীত সমারোহে, উভয় রাজকুমারের সহিত উভয় রাজকুমারীর শুভপরিণয় মহোৎসব সম্পাদিত হইল। সমস্ত রাত্রি মাঙ্গলিক ক্রিয়ার মহাধুম নৃত্য-গীত বাদ্যের মহারোল, এবং মিষ্টান্ন ভোজনের মহা হুড়াহুড়ি! অত্যানন্দে উন্মত্ত, আহ্লাদে আত্মহারা, পুলকে পূর্ণ হইয়া রাজপুরীর আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই এক অভূতপূর্ব্ব প্রফুল্লতাময় মোহমদে মুগ্ধহৃদয়!

যে পুরী মধ্যে মিষ্টান্ন ভোজনের হুড়াহুড়ি হইতেছিল তাহারই এক নিভৃত কক্ষে রত্নধর উপবিষ্ট। রত্নধরের পরিধান বহুমূল্য রক্তবস্ত্র গলে রক্তবস্ত্রের উত্তরীয়, ললাটে চন্দনের ফোঁটা, গলে এক ছড়া মনোহর পুষ্পহার। রত্নধরের দক্ষিণ পার্শ্বে একখানি স্বর্ণ থালিতে প্রচুর মিষ্টান্ন প্রস্তুত রহিয়াছে! তিনি বাম হস্তে গণ্ড সংলগ্ন করিয়া অধোবদনে বসিয়া আছেন এবং এক একবার সতৃষ্ণ-নয়নে মিষ্টান্ন-স্থালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন। রত্নধর বলিতেছিলেন, মিষ্টান্নদেব! আর তোমায় উদরস্থ করিতে পারি না—তোমার যে সকল জ্ঞাতি কুটুম্বকে ইতিপূর্ব্বেই উদরস্থ করিয়াছি তাঁহারা উপর্য্যুপরি পতিত হইয়া আমার কণ্ঠরন্ধ্রের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়াছেন। আমার প্রাণবায়ুর প্রবেশ স্থান পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ হইয়াছে! দাঁড়াইবার শক্তি নাই, শয়নের ক্ষমতাও বিলোপ হইয়াছে, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে গেলে বোধ হয় কণ্ঠস্থ মহাত্মারা কটূক্তি করিয়া বহির্গত হইবেন। অতএব অদ্য আমায় ক্ষমা করুন, কল্য প্রত্যুষেই প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে, বরং সন্ধ্যাহ্নিকের পূর্ব্বেই, আপনাদের সম্বন্ধে যাথাকর্ত্তব্য সুবিচার করিব।

শ্রুত হইল কুমারীকণ্ঠে কে গীত গাহিতেছে :—

তারে ভালবাসি বল সখি কি গুণে,
মনের মত নয় ত জানি, তবু কেন প্রাণে টানে!
সদা করে জ্বালাতন, বিষাদে ঝুরে নয়ন,
তাই হেরিব না মনে করি—

না হেরে থাক্‌তে পারিনে।

অভিমানে থাকি বসে, সে কেন নিকটে আসে,

কোন্ মুখে সে আবার হেসে—

ভুলায়ে দেয় অভিমানে।

শুদ্ধমতি গাহিতে গাহিতে আসিতেছিল। আসিতে আসিতে হাসিতেছিল। হাসিতে হাসিতে কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে আবার হাসিল। শুদ্ধ বলিতেছিল, সেই বামুনটা গেল কোথা! সেই পেটুক বিট্‌লে-ব্রাহ্মণটা! তারে এ রাত্রে কোথায় খুঁজে বেড়াব? রাজকুমারীদের ইচ্ছা তারে খুব পেটভরে মিষ্টান্ন খাওয়াবেন। (অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে) আমার ইচ্ছা তার মুখে উলুখড়ের নুড়ো জ্বেলে দিই। শুদ্ধমতী আপনাআপনি হাসিয়া উঠিল! আপনাআপনি কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল।

ও শুদি! তবে না কি তুই তারে ভালবাসিস্? ভাল বাস্‌লে কি মুখে নুড়ো দেয়?

দেয় না?

না।

তবে আমি দেবো।

কেন লো?

আমার ভালবাসা ঐ রকম। আমি যারে ভালবাসি আগে তারে পুড়িয়ে মারি।

তা হলে সে কি তোরে ভালবাস্‌বে?

সেই জন্যেই ত পুড়িয়ে মারি।

কেন?

তা হলে আর সে অন্য কাহাকেও ভালবাস্‌তে পারবে না।

(অপেক্ষাকৃত উচ্চৈস্বরে) আঃ—আর ছুটোছুটি কর্ত্তে পারি না। এই ঘরটায় গিয়ে একটু বসি!

ঘরের ভিতর রত্নধর। তিনি শুনিলেন, সেই রাত্রেই রাজকুমারীদের ইচ্ছা হয়েছে তাঁরে উদর-পূরে মিষ্টান্ন খাওয়াইবেন। শুদ্ধমতি—সেই ভয়ঙ্করী কাল ছুঁড়ীটা—তাই তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বাবা! এরাত্রে আর ত গণ্ডুষ করিবারও শক্তি নাই। কোথায় পলায়ন করি? (ইতস্ততঃ দেখিয়া) এই কোণে এই একটা কি বস্ত্রস্তুপের মত জমা করা রহিয়াছে। এইটার মধ্যে লুকাই। আঃ—

আবার এই মিষ্টান্ন থালাটাই বা কোথায় রাখি? দ্রুতগতি সেই বস্ত্রস্তূপের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং উর্দ্ধপৃষ্ঠে আচ্ছাদিত হইয়া মিষ্টান্নথালী বক্ষমধ্যে রক্ষা করিলেন। রত্নধর ভাবিতেছিলেন—ছুঁড়ীটা দেখ্‌তে মন্দ নয়। ব্রাহ্মণকন্যাও বটে। একবার মেঘবাহনকে বলিয়া দেখিলে হয় না!

ইত্যবসরে শুদ্ধমতি গৃহমধ্যে আসিয়া পৌঁছিল! দেখিল, তথায় বসিবার কোনই আসন নাই। কোণে একটা কি জমা করা রহিয়াছে; তাহারই উপর গিয়া বসিল।

রত্নধর চীৎকার করিয়া উঠিলেন "বাপ্‌রে! মারে—এ ঘরে পেত্‌নী"!

শুদ্ধ। "বাপ্‌রে! মারে গেলুম্‌রে—এ ঘরে ভূত!"

ভূত উঠিয়া পেত্‌নীকে সজোরে জাপটাইয়া ধরিয়াছে! পেত্‌নী ভূতের অধরে সজোরে দংশন করিয়া দিল!

পেত্‌নী কহিল, ভূত! আমার ছেড়ে দাও, এখনই কোন মানুষ এসে দেখে ফেল্‌বে।

ভূত কহিল, পেত্‌নি! তোমায় ভূতে ধরেছে আর ছাড়বে না!

সহসা কক্ষটী আলোকময় হইল। রাজকুমারী অমৃতপ্রভার সহিত স্বর্ণ-প্রভা বসুমতী ও মুরলা তথায় উপস্থিত। পশ্চাতে কুমার বীরবাহুর সহিত মেঘবাহন।

ভূত হাসিয়া উঠিল। ঘরশুদ্ধ সকলে হাসিয়া উঠিলেন। পেত্‌নী কাঁদিয়া উঠিল, কাঁদিতে কাঁদিতে অমৃতপ্রভাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, বিট্টল ব্রাহ্মণকে অনুসন্ধান করিতে করিতে বিশ্রামার্থ এই স্থানে বসিতেছিলাম। এই গুলার অভ্যন্তর হইতে এই ভূত বাহির হইয়া আমায় স্পর্শ করিয়াছে!

ভূত মেঘবাহনকে সম্বোধন করিয়া কহিল কুমার! উদরে অপরিমিত মিষ্টান্ন প্রবিষ্ট হওয়াতে শিথিলাঙ্গে, এই কোমল বস্ত্ররাশির উপর পতিত ছিলাম, সহসা এই পেত্‌নী আসিয়া আমার অধর দংশন করিল!

মেঘবাহন হাসিয়া কহিলেন, রত্নধর! পেত্‌নীকে তোমায় বিবাহ করিতে হইবে।

অমৃতপ্রভা সহাস্যে কহিলেন, শুদ্ধমতি! ভূতকে তোমার স্বামী বলিয়া বরণ করিতে হইবে।

রত্নধর অবাক্‌ হইয়া হাসিতেছিলেন। হাসিয়া অবাক হইলেন। একবার তাঁহার সতৃষ্ণনয়ন শুদ্ধমতির বিদেশিনীরূপী শ্রীকৃষ্ণ মুখে পতিত হইয়াছিল!

শুভ্রমতি লজ্জাবনত মুখে বসুমতীর পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইল। তাঁহার কাণে কাণে চুপে চুপে বলিল—হঁ্যা সই! সত্যিই ঐ বিট্‌লে বামুণটার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে নাকি? হয় হউক।

যথার্থই সেই রাত্রে আবার ভূতের সহিত পেত্নীর বিবাহ হইল। পরদিন মহাসমারোহে গান্ধাররাজ, পুত্র ও পুত্রবধূসহ স্বদেশযাত্রা করিলেন। সর্ব্বাগ্রে বর ও কন্যার শিবিকা, তাহার পর অজয়স্বামীর শিবিকা, তৎপশ্চাতে রাজা ও রাণীর শিবিকা। সর্ব্বপশ্চাতে আরও এক দম্পতীর শিবিকা চলিল। বর রত্নধর, কন্যা শুভ্রমতি! ওরফে চিড়িয়া বাই!

সমাপ্ত।

PRINTED BY B. P. MAZUMDARA, AT THE B. P. M'S PRESS,
22/2, JHAMAPOOKER LANE, CALCUTTA.